পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 128 Thursday, 9 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১২৮ সংখ্যা ❋ ২৫ চৈত্র ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ৯ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সিপিএম মাথাটা বিক্রি করেছে, তাই ইডি-সিবিআই হয়নি মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শ্রীরামপুর, ৮ এপ্রিলঃ দিন কয়েক আগে মালদহ ও মুর্শিদাবাদের মাটি থেকে কংগ্রেস ও সিপিএম-কে বিজেপির 'দালাল' বলে দেগে দিয়েছিলেন। নাম না করে নিজের দলেরই বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকেও তুলোধনা করেছিলেন। সেই মেজাজ বজায় রেখেই বুধবার শ্রীরামপুরের সভা থেকে ফের বাম-বিজেপি আঁতাঁত ও কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তা নিয়ে সরব হলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের জনসভা থেকে ইডি-সিবিআইয়ের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মমতা। বলেন, ''দেখেছেন সিপিএমের কারও ইডি-সিবিআই হয়েছে? হয়নি। কেন? মাথাটা বিক্রি করে দিয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে এত লাগে কেন! সকলকে ডেকে পাঠায়। সকলকে কেস দেয়। কারণ ওরা জানে পশ্চিমবঙ্গ হারে না। হারতে জানে না।'' ভোটের ময়দানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বরাবরই সন্দিহান মমতা। এ দিনও সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ''এখন প্ল্যান করেছে সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে গ্রামেগঞ্জে আটকে দেবে। তারা নাকি শুনছি এলাকায় এলাকায় গিয়ে ভোট আটকাবে সিপিএমের কায়দায়।'' অতীতে বাম আমলের ভোট পরিচালনার পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমান বাহিনীর তৎপরতাকে এক বন্ধনীতে এনে আসলে মেরুকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধেই সওয়াল করেছেন তিনি। এ দিনের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সাক্ষী রেখেই নিয়োগ মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''আমি সুপ্রিম কোর্টকে সম্মান জানিয়ে একটা কথা কল্যাণকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। আমি সন্তুষ্ট নই। আমাকে একটু স্পষ্ট করো। যখন সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিল ট্রাইবুনাল হবে। অ্যাডজুডিকেশন কেসে যাদের নাম বাতিল হয়েছে, তারা ট্রাইবুনালে আবেদন করার সুযোগ পাবে। এখন ট্রাইবুনালে তৈরি হয়েছে। আমি পরের দিনই বাড়ি দিয়ে দিয়েছি। সেই ট্রাইবুনাল চলাকালীন কী ভাবে প্রথম দফার ভোটার লিস্ট ফ্রোজেন হয়ে গেল? আমার মাথায় এটা ঢুকছে না।'' জবাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মমতাকে জানান, গতকাল রাত পর্যন্ত ট্রাইবুনালের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখনও নির্বাচন কমিশন করেনি। সেই কারণে ট্রাইবুনাল এখনও ফাংশন করতে পারছে না। বিজেপি ও কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করে মমতা এ দিন কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। লড়াইয়ের ময়দানে তিনি যে আপসহীন, তা বোঝাতে তিনি বলেন, ''আমি আমার জীবন দিয়ে লড়াই করব। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি এখান থেকে চলে গিয়ে আইনজীবী হয়ে আবার প্র্যাক্টিস করা শুরু করি। শুধু মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারটা আছে বলে আমি করতে পারি না।'' রাজনীতিতে শাসন-ভাষণ বরাবরই মানুষকে কাছে টানার অন্যতম উৎস। কিন্তু সেই বাচনভঙ্গি যখন প্রযুক্তির আ।ালে ঢাকা পড়ে, তখন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাও বিরোধী রাজনীতির অন্যতম কাজ। শ্রীরামপুরের নির্বাচনী জনসভা থেকে ঠিক এই মেজাজেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ শানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নিশানায় ছিল বিজেপির তথাকথিত 'মাতৃভাষা-বিরোধী' অবস্থান এবং প্রধানমন্ত্রীর 'টেলিপ্রম্পটার' বক্তৃতা। এ দিন শুরু থেকেই রসিকতার মেজাজে থাকা তৃণমূল নেত্রী প্রধানমন্ত্রীর অনর্গল বক্তৃতার নেপথ্য কাহিনি ফাঁস করতে গিয়ে বলেন, ''আমি সব ভাষাকে সম্মান করি। বিজেপি আমাদের ভাষা বিরোধী কেন? তুমি আমায় বাংলা ভাষায়, মাতৃভাষায় কথা বলতে দেবে না, আর তুমি দেখে দেখে...।'' মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, জনমানসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার যে প্রভাব, তার অনেকটাই যান্ত্রিক কারসাজি। তিনি সাধারণ মানুষকে সহজ করে বুঝিয়ে বলেন, ''কী করে জানেন? এই আমরা কাগজে দু'একটা পয়েন্ট লিখে রাখি, যাতে সংখ্যাটা ভুলে না যাই। আর ওদের একটা সামনে কাচ থাকে। চশমার থেকেও হালকা কাচ। আপনারা দেখতে পাবেন না। তাতে এক লাইন করে বড় বড় করে লেখা আসে। এদিকেও তাকানো যায়, ওদিকেও তাকানো যায়। সেটার নাম হচ্ছে টেলিপ্রম্পটার। আজকালকার ছেলে-মেয়েরা জানে। আমি আগে ভাবতাম, আরে... এত ভাল ইংরেজি কী করে বলছেন উনি! ও মা... পরে একটা মিটিংয়ে গিয়ে দেখলাম...। আমি সামনে বসেছিলাম, তখন দেখলাম ওরে ভাই, এর তো সামনে টেলিপ্রম্পটার তাই। সেটা দেখছে আর গড়গড় করে বলে যাচ্ছে।'' এখানেই থামেননি মমতা। ডেরেক ও'ব্রায়ানের পারিবারিক এক রসিকতার কথা বলে মমতা বলেন, ''একদিন ডেরেকের মা ডেরেককে জিজ্ঞেস করেছিল, দারুণ ইংরেজি বলছে তো! ডেরেক তখন ওর মাকে বলে, তুমি তো আসল ব্যাপারটা জানো না। আসলটা হল, উনি দেখে বলছেন। পড়ে বলছেন।'' কেবল টেলিপ্রম্পটার নয়, সাম্প্রতিক সময়ে 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' বা এআই-এর অপব্যবহার নিয়েও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শরীর ও কণ্ঠস্বর নকল করার এই প্রবণতাকে কটাক্ষ করে তিনি জানান, ''এখন শরীর নকল করেন, দেখেন না? আমার মতো দেখাবে, আমার মতো বলাবে, সেটা কিন্তু এআই।'' বক্তৃতার শেষে প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা বোঝাতে গিয়ে মমতা বলেন, ''নিখুঁত যান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে মানুষের সংবেদনশীলতা অনেক বেশি জরুরি।'' তিনি বলেন, ''কিন্তু এআই যাই করুক, অপারেশন থিয়েটারে যতই রোবট থাক, একজন ডাক্তারকেও সশরীরে থাকতে হয়। কারণ কিছু গন্ডগোল হলে রোবট কিছু করতে পারে না।'' উল্লেখ্য আজ আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিং এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের মনোনয়নপত্র পেশ করেন। পৌনে এগারোটা নাগাদ নিজের বাড়ি থেকে বের হন তৃণমূল নেত্রী। সার্ভে বিল্ডিং পর্যন্ত হেঁটে যান তিনি। তার সঙ্গে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম সহ ভবানীপুর কেন্দ্রের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। আর ছিলেন হাজারে হাজারে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। সকাল থেকেই হাজরা রোড, কালীঘাট, গোপালনগর এর দখল নেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে মুড়ে ফেলা হয় এইসব এলাকা এবং সার্ভে বিল্ডিং চত্বর। মনোনয়ন জমা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিয়ে জানান, তাঁর ধর্ম, কর্ম, আন্দোলন সব ভবানীপুরে। এখান থেকে জিতেই তিনি ফের সরকার গড়বেন। এসআইআরে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে এদিন সরব হন তৃণমূল নেত্রী। তিনি জানান তার মন ভালো নেই। কারণ, বহু মানুষের নাম বাদ গেছে। মনোনয়ন জমা দিয়ে ফের পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরেন তিনি।

বুধবার আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিং এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের মনোনয়নপত্র পেশ করেন। সকাল পৌনে এগারোটা নাগাদ নিজের বাড়ি থেকে বের হন তৃণমূল নেত্রী। সার্ভে বিল্ডিং পর্যন্ত হেঁটে যান তিনি। রাজ্যের ২৯৪ আসনের মধ্যে সবথেকে আলোচিত আসনটি হল ভবানীপুর।

কলকাতায় অস্ত্র উদ্ধার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ ভোটের আগে এ বার অস্ত্র উদ্ধার হল কলকাতায়। বুধবার দুপুরে কলকাতায় স্ট্র্যান্ড রোডে বিহারের বাসিন্দা এক নাবালকের কাছ থেকে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। এর মধ্যে দু'টি সাত এমএম পিস্তলও রয়েছে। পাওয়া গিয়েছে ৪০টি কার্তুজ। ১৭ বছর বয়সি নাবালকের বাড়ি বিহারের নালন্দা জেলায়। কী কারণে নাবালক ওই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি নিয়ে ঘুরছিল, সে বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল। সেই খবর পেয়েই বুধবার দুপুরে স্ট্র্যান্ড রোড চত্বরে হানা দেয় পুলিশের এসটিএফ। সেখানে রাস্তার ধারের ফুটপাথে একটি সুলভ

শৌচালয়ের কাছে কিশোরকে আটকায় পুলিশ। তাকে তল্লাশির সময়ে মোট পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং সাত এমএম-এর দু'টি পিস্তল। সেগুলির সঙ্গে চারটি ম্যাগাজিনও পাওয়া গিয়েছে। মিলেছে আট এমএম-এর ১৮টি কার্তুজ এবং ৭.৬৫ এমএম-এর ২২টি কার্তুজ। ওই আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করেছেন আধিকারিকেরা। পুলিশ সূত্রে খবর, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের পর সেগুলির বিষয়ে কিশোরের কাছে জানতে চায় পুলিশ। কোথা থেকে সেগুলি তার কাছে এল, সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন আধিকারিকেরা। তবে সন্তোষজনক কোনও উত্তর মেলেনি। একসঙ্গে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন এসটিএফ-এর আধিকারিকেরা। বস্তুত, এর আগেও পশ্চিমবঙ্গে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে বিহার-যোগের কথা উঠে এসেছে। বিহারের বেআইনি অস্ত্র তৈরির কারখানায় অতীতে হানাও দিয়েছিল এ রাজ্যে পুলিশ। বুধবারের উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলির উৎস কী, সে বিষয়ে তথ্যতালাশ শুরু করেছে পুলিশ। নির্বাচনের মুখে গত রবিবারই কলকাতার টালিগঞ্জে একটি গাড়ি থেকে নগদ লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছিল। মঙ্গলবার নাকা তল্লাশি চলাকালীন এক দিনে চার পৃথক ঘটনায় ৫৭ লক্ষ টাকারও বেশি উদ্ধার করে পুলিশ। এ বার কলকাতার স্ট্র্যান্ড রোড থেকে উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্রও। সেগুলি কী উদ্দেশে নিয়ে আসা হচ্ছিল, কাউকে হস্তান্তরের পরিকল্পনা ছিল কি না, সেগুলি খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকেরা।

আজ তিন রাজ্যে ভোটগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিলঃ বৃহস্পতিবার গুরুত্বপূর্ণ দিন ভারতের রাজনীতিতে। ৯ এপ্রিল দু'টি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটগ্রহণ। ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে প্রায় এক মাস। ৪ মে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই প্রকাশিত হবে ফল। অসম, কেরল ও পুদুচেরির নির্বাচনে নজর থাকবে সকলের। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য লড়বে। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ থাকে, তা নিশ্চিত করতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিপুল সংখ্যক ভোটকর্মী মোতায়েন এবং কড়া নজরদারির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কর্নাটক, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরায় উপনির্বাচনেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আদালতের নির্দেশে গোয়ায় একটি উপনির্বাচন বাতিল করা হয়েছে। ৯ এপ্রিল অসমের ১২৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে এক দফায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের মধ্যে। এনডিএ চেষ্টা করবে যারা টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসার। বিরোধী জোট ২০১৬ সালের পর ফের ক্ষমতায় আসবে কি না তার পরীক্ষা।

বাংলায় আসছে আরও দেড়শো কোম্পানি বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি ফ্যাক্স বার্তায় জানানো হয়েছে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট সুনিশ্চিত করতে এ রাজ্যে আরও ১৫০ কোম্পানি অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং ভিনরাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ পাঠানো হচ্ছে। ১৮ এপ্রিলের মধ্যেই এই বাহিনীকে রাজ্যে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, এর আগে ২৪০০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তার অতিরিক্ত হিসেবেই এই ১৫০ কোম্পানিকে পাঠানো হচ্ছে। এই নতুন দফার বাহিনীর মধ্যে রয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী (৯৪ কোম্পানি)-এর মধ্যে থাকছে বিএসএফ (৫৫ কোম্পানি), সিআরপিএফ (৩২ কোম্পানি), সিআইএসএফ (৬ কোম্পানি) এবং এসএসবি (২ কোম্পানি- যা অসম থেকে আসবে)। ভিনরাজ্যের পুলিশ (৫৬ কোম্পানি)-বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও মেঘালয় থেকে ১০ কোম্পানি করে বাহিনী আসছে। এ ছাড়াও মিজোরাম, অসম, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ড থেকে ৫ কোম্পানি করে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হবে। রাজ্যের

মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং ডিজি-কে পাঠানো এই বার্তায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস করা হবে না। ১৮ এপ্রিলের মধ্যে বাহিনী মোতায়েন সম্পূর্ণ হলে স্পর্শকাতর বুথগুলিতে টহলদারির কাজ আরও জোরালো করা সম্ভব হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বস্তুত, প্রথম দফায় ৩১ মার্চের মধ্যে ৩০০ কোম্পানি বাহিনী রাজ্যে পৌঁছবে। এরপর ধাপে ধাপে ৭ এপ্রিল, ১০ এপ্রিল এবং ১৩ এপ্রিলের মধ্যে আরও বাহিনী মোতায়েন করা হবে। ১০ এপ্রিল আসবে ৩০০ কোম্পানি, ৭ এপ্রিল ৩০০ কোম্পানি, ১৩ এপ্রিল আসবে ২৭৭ কোম্পানি, ১৭ এপ্রিল আসবে ফোর্স ৭৪৩ কোম্পানি - অর্থাৎ আরও ১৯২০ কোম্পানি বাহিনী থাকছে রাজ্যে। এই বাহিনীর মধ্যে রয়েছে সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ, আইটিবিপি এবং এসএসবি-র জওয়ানরা। নির্বাচন চলাকালীন এলাকায় দখলদারি, ভোটের দিন নিরাপত্তা, ইভিএম ও স্ট্রংরুম পাহারা, গণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা - সব ক্ষেত্রেই এই বাহিনী ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য, এর আগে কেন্দ্র ৪৮০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের কথা জানিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক মূল্যায়নে আরও বাহিনী প্রয়োজন বলে মনে হওয়ায় এই অতিরিক্ত ৩০০ কোম্পানি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

'আমাদের বলেছেন গেট লস্ট'
জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ডেরেক

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিলঃ কমিশনের সঙ্গে সংঘাত চরমে পৌঁছল তৃণমূলের। বুধবার সকালেই দিল্লির নির্বাচন সদনে পৌঁছেছিল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। উপস্থিত ছিলেন ডেরেক ও ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, মেনকা গুরুস্বামী। কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লির নির্বাচন কমিশনের দফতর থেকে বেরিয়ে আসেন। রণমূর্তি নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। তাঁর দাবি, তৃণমূল সাংসদদের বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছে কমিশন থেকে। পাল্টা অভিযোগ তোলা হয়েছে কমিশনের তরফেও। এসআইআরে ৯০ লক্ষ আজ যা হয়েছে, তার ভিডিয়ো প্রকাশ করুন। আমি ২২ বছর রাজনীতি করছি, ১৬ বছর সাংসদ আছি, কিন্তু আজ যে অভিজ্ঞতা হল, সেটা এক কথায় লজ্জার।'' এছাড়া নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছ'জন এমন অফিসার রয়েছেন যাদের বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করেছে তৃণমূল। এদিকে, নির্বাচন কমিশনের সূত্র বলছে, ডেরেক ও ব্রায়েন ভিতরে ঢুকে চিৎকার করলে, তাঁকে থেমে যেতে বলা হয়। এমনকী জ্ঞানেশ কুমারকে কথা বলতে দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ ডেরেকদের বিরুদ্ধে। আরও জানা যাচ্ছে যে ডেরেককে

নাম বাদ পড়েছে। বাদ পড়া ভোটারদের ভোটাধিকারের দাবি জানিয়ে বুধবার কমিশনে যায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। ইতিমধ্যেই বাংলায় ৯০ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করতে যান তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা। বেরিয়ে এসে ডেরেক বলেন, ''এটা কি নির্বাচন কমিশন না অন্য আরও কিছু। সাত মিনিটের মধ্যে চিফ ইলেকশন কমিশনার আমাদের বলেছেন, গেট লস্ট। চারজন সংসদকে বলেছেন, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'' তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ন'টা চিঠি লিখলেও কেন একটা চিঠিরও প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়নি বলে প্রশ্ন তুলেছেন ডেরেক। তিনি আরও বলেন, ''আমি কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করছি। ভদ্র ব্যবহার করার কথা বলেন কমিশনার। বুঝিয়ে বলেন যে এভাবে চেঁচিয়ে কথা বলা উচিত নয়। তবে ডেরেক বেরিয়ে এসে দাবি করেন, তাঁদের সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি কমিশনারের। এদিকে, তৃণমূলের সঙ্গে কী কী বিষয়ে কথা হয়েছে, তা জানিয়ে সাংবাদিকদের একটি মেসেজ পাঠানো হয় কমিশনের তরফে। ডেরেক মোবাইল হাতে সেই মেসেজ পড়তে পড়তে বলেন, এগুলো মিথ্যা কথা। কোনও কথাই হয়নি ভিতরে। সেই বার্তাও এক্স মাধ্যমেও পোস্ট করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের দাবি, তৃণমূলের সঙ্গে সরাসরি কথা হয়েছে। এবার কমিশন নিশ্চিত করছে যে, পশ্চিমবঙ্গে ভয়-ভীতিহীন, হিংসামুক্ত নির্বাচন হবে। তৃণমূলের দাবি, এমন কোনও কথাই হয়নি ভিতরে।

'সভ্যতা ধ্বংস হবে' বলার কয়েক ঘণ্টা পরই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ট্রাম্পের, খুলবে হরমুজ প্রণালী!

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ৮ এপ্রিলঃ পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইরানের সাথে ২ সপ্তাহের দ্বিপক্ষীয় যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরান হরমুজ প্রণালী খুলে না দিলে ইরানের সেতু, বিদ্যুকেন্দ্র ও অন্যান্য পরিকাঠামো ধ্বংস করা হবে বলে ট্রাম্প এর আগে হুমকি দিয়েছিলেন। এর জন্য তিনি আজ ভারতীয় সময় ভোর সাড়ে ৫টার আল্টিমেটাম বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার ঠিক আগে এই সমঝোতার কথা ঘোষণা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ঠিক কবে থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে তা স্পষ্ট নয়। অবশ্য জানা গিয়েছে, এই চুক্তির আওতায় গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালী' পুনরায় খুলে দেওয়া হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ও ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে আমার আলোচনার ভিত্তিতে আমি ইরানে বোমা হামলার পরিকল্পনা দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত করতে সম্মত হয়েছি। কথোপকথনের সময় তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে আজ রাতে ইরানের উপর বিধ্বংসী হামলা বন্ধ করা যায়। আমার শর্ত ছিল, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান যেন অবিলম্বে হরমুজ প্রণালী খোলার বিষয়ে সম্মত হয়।' ট্রাম্প এই যুদ্ধবিরতিকে 'দ্বিমুখী' বলে বর্ণনা করেছেন এবং দাবি করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে তাদের সমস্ত সামরিক লক্ষ্য পূরণ করেছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে ইরানের ১০ দফা প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য একটি বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করে। এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'পৃথিবীর বুক থেকে একটি সভ্যতা নিশ্চিহ্ন' করে দেবেন তিনি। এর জেরে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তাহলে কি আমেরিকা পরমাণু হামলা চালাবে ইরানের ওপর? যদিও সেই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছিল আমেরিকার হোয়াইট হাউজ। তবে ইরানে যে জোরদার হামলা চালাতে তারা প্রস্তুত, তাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন পেন্টাগন। অবশেষে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় নাকি ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয় আমেরিকা। এদিকে রিপোর্টে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির কয়েক ঘণ্টায় ধরে নাকি উভয় পক্ষের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন গতরাতে। এই নিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ইরানের সেতু, বিদ্যুকেন্দ্র এবং অন্যান্য অসামরিক পরিকাঠামোকে নিশানা করে হামলা চালানোর পরিকল্পনা আপাতত ত্যাগ করেছেন। এদিকে ১০ এপ্রিল পাকিস্তানে শুরু হবে পাকিস্তান এবং আমেরিকার শান্তি আলোচনা।

সব মামলায় জামিন, দীর্ঘ ১৩ বছর পর জেলমুক্তি ঘটছে সারদাকর্তা সুদীপ্ত সেনের! কবে ছাড়া পাবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ দীর্ঘ ১৩ বছর। ২০১৩ সালের এপ্রিলে কাশ্মীর থেকে গ্রেফতার হওয়ার পর গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। কয়েকশো কোটি টাকার চিটফান্ড কেলেঙ্কারির অভিযোগে বিদ্ধ সারদাকর্তা সুদীপ্ত সেন অবশেষে কারামুক্ত হতে চলেছেন। বুধবার আইনি জট কেটে যাওয়ায় তাঁর জেল থেকে বেরোনোর ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা রইল না। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে স্বস্তি পেলেন তিনি। সব ঠিক থাকলে সম্ভবত বৃহস্পতিবারই জেল থেকে মুক্তি পাবেন সুদীপ্ত সেন। সারদার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া পাহাড়প্রমাণ মামলার জালে গত এক দশক ধরে জড়িয়ে ছিলেন সুদীপ্ত সেন। তাঁর আইনজীবীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সারদার বিরুদ্ধে মোট ৩৮৯টি মামলা দায়ের হয়েছিল। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই যে মামলাগুলি হাতে নিয়েছিল, তাতে অনেক আগেই জামিন পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজ্য পুলিশের হাতে থাকা ৩০৮টি মামলা। একের পর এক মামলায় জামিন মিললেও শেষ পর্যন্ত বারাসাত থানার দুটি মামলায় আটকে ছিল তাঁর মুক্তি। সেই দুটি মামলাতেও জামিন মঞ্জুর করল আদালত। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য পুলিশ এবং সিবিআই - উভয় পক্ষকেই কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ২০১৪ সালে চার্জশিট জমা দেওয়ার পরেও কেন এক দশকে বিচার প্রক্রিয়া বা ট্রায়াল শুরু করা গেল না? আদালত স্পষ্ট জানায়, ট্রায়াল শেষ না করে এভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাউকে জেলবন্দি করে রাখা যায় না। বিচারপতির মতে, অভিযুক্ত জামিন পেলে আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর আইনি প্রক্রিয়ায় আদালতের সুবিধাই হবে। সিবিআই-এর আইনজীবীর ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে ডিভিশন বেঞ্চ। ট্রায়াল শেষ করার দায় যে কেন্দ্রীয় সংস্থার ওপর বর্তায়, তা মনে করিয়ে দিয়ে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, শুধুমাত্র জামিন পেয়ে যাওয়াটাই কি সব? বিচার প্রক্রিয়া শেষ করার দায় কি আপনাদের নেই? আদালতের এই কড়া অবস্থানের পরেই সুদীপ্ত সেনের জামিনের পথ প্রশস্ত হয়। যদিও জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে আদালত বেশ কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করেছে। ২০১৩ সালে বিধাননগর থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে সুদীপ্ত সেনের জীবন কেটেছে গারদের ওপারেই। এই দীর্ঘ সময়ে সারদা মামলা নিয়ে রাজ্য তথা জাতীয় রাজনীতিতে তোলপাড় হয়েছে বারবার। আমানতকারীদের চোখের জল আর রাজনৈতিক টানাপড়েনের সাক্ষী থেকেছে বাংলা। তেরো বছর পর যখন সেই সারদাকর্তা মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিতে চলেছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে - কয়েক হাজার আমানতকারীর টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়া এবার কোন গতি পায়।

বঙ্কিমচন্দ্রেরর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে বুধবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পাশাপাশি নাম না করে বিরোধী পক্ষকে নিশানা করে মনীষীদের উত্তরাধিকার নিয়ে 'নোংরা রাজনীতি'র অভিযোগও তুলেছেন তিনি।নিজের বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃ এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিশারি। তাঁর চিন্তাধারার গভীরতা এবং ভাষার ঐশ্বর্য আজও মানুষকে একইভাবে অনুপ্রাণিত করে। মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, পরাধীন ভারতে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা দেশবাসীর মনে আত্মসম্মান এবং দেশপ্রেমের জোয়ার এনেছিল। বিশেষভাবে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সুর আজও দেশভক্তি এবং শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধায় আপামর ভারতবাসীকে আবেগপ্রবণ করে তোলে। একে তিনি দেশের পরিচয়ের এক অবিচ্ছেদ্য স্তম্ভ হিসেবে বর্ণনা করেন।শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী কিছু মানুষের বিরুদ্ধে সস্তা রাজনীতির স্বার্থে বাংলার মহান চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকদের অপব্যবহারের অভিযোগ তোলেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো পূজনীয় ব্যক্তিত্বের নামকেও বিকৃত করার চেষ্টা চলছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দেন যে, বাংলার মনীষীরা রাজ্যের গর্ব এবং আবেগের সঙ্গে যুক্ত। যাঁরা এই আবেগকে অবজ্ঞা বা বিকৃত করার চেষ্টা করবেন, বাংলার জনগণই তাঁদের যোগ্য জবাব দেবে। সবশেষে তিনি জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে নিজের বক্তব্য শেষ করেন বলে জানি।

ভোটদানে সচেতনতা বাড়াতে অভিনব উদ্যোগ, বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন পূর্ব মেদিনীপুরে

রামনগর, ৮এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের উৎসাহিত করতে ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অভিনব পথ বেছে নিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। একদিকে যখন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে জেলাজুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ চলছে, অন্যদিকে তখন সাধারণ মানুষকে ভোটমুখী করতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মতো সৃজনশীল কর্মসূচির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব ভোটদান নিয়ে সম্যক ধারণা তৈরি করতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে লোকগান, ফুটবল প্রতিযোগিতা, পথনাটিকা এবং কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে জেলা নির্বাচনী দফতর। এই প্রতিযোগিতায় মূলত ভোটদান এবং নির্ভয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়বস্তুকে (থিম) প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।এই কর্মসূচিকে সফল করতে জেলা স্তরে গঠিত 'ইলেকটোরাল লিটারেসি ক্লাব' বা নির্বাচনী স্বাক্ষরতা ক্লাবগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ক্লাবের সদস্যদের আলোচনার ভিত্তিতেই প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ও প্রচারের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। মূলত নতুন প্রজন্মের ভোটারদের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।প্রশাসনের এই বহুমুখী প্রচার অভিযানে ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভোটারদের অভয় দান এবং নির্বাচনের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

চুক্তি সইয়ের কয়েক ঘণ্টাতেই ফের বারুদের গন্ধ! ইরানের তেল শোধনাগারে আছড়ে পড়ল মিসাইল

সংবাদ সংস্থা, তেহরান, ৮ এপ্রিলঃ মঙ্গলবার রাতে ঘোষণা করা হয়েছিল দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন তাঁর 'সম্পূর্ণ জয়' হয়েছে। কিন্তু বুধবার সকাল হতেই সেই শান্তিকামনা কার্যত জলে ভেসে গেল। যুদ্ধবিরতির মেয়াদ কয়েক ঘণ্টাও পার হতে পারল না, তার আগেই ইরানের লাভান দ্বীপের একটি বিশাল তেল শোধনাগারে আছড়ে পড়ল 'শত্রু' পক্ষের মিসাইল। যুদ্ধবিরতি কি তবে কেবলই খাতায় কলমে? এদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে ইরানের তেল শোধনাগারের একাংশ। একদিকে যখন ট্রাম্প জয়োল্লাস করছেন, ঠিক তখনই ইরানের গুরুত্বপূর্ণ তৈলক্ষেত্রে এই হামলা নতুন করে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা উসকে দিল। মঙ্গলবারই আমেরিকা, ইরান এবং ইজরায়েলের মধ্যে দু'সপ্তাহের একটি অস্থায়ী শান্তি চুক্তি হয়েছিল। ট্রাম্প প্রশাসন যে চরম ধ্বংসলীলা এবং 'ইরানি সভ্যতা' মুছে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছিল, তা থেকে পিছু হঠার রাস্তা তৈরি হয়েছিল এই চুক্তির মাধ্যমেই। কিন্তু বুধবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টা নাগাদ লাভান দ্বীপের এই হামলা সব হিসেব ওলটপালট করে দিল। ইরানের তেল মন্ত্রকের সংবাদ মাধ্যম 'শানা' জানিয়েছে, ন্যাশনাল ইরানি অয়েল রিফাইনিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির ওই শোধনাগারে হামলা চালানো হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানির খবর মেলেনি, তবে বড়সড় অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকল ও সুরক্ষা বাহিনী হিমশিম খাচ্ছে। হামলার ঠিক আগেই এএফপি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড ট্রাম্প এই যুদ্ধবিরতিকে ওয়াশিংটনের 'একচ্ছত্র ও পূর্ণ বিজয়' বলে দাবি করেছিলেন। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ তিনি লেখেন, তেহরান অবিলম্বে এবং সম্পূর্ণভাবে হরমুজ প্রণালী খুলে দিতে রাজি হয়েছে। ট্রাম্পের দাবি ছিল, এই ১৪ দিনে আমেরিকা কোনও হামলা চালাবে না, বিনিময়ে ইরান তাঁদের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ও খনিজ তেল পরিবহণের ক্ষেত্রে মার্কিন শর্ত মেনে নেবে। এমনকি ইরানের ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারের 'উপযুক্ত ব্যবস্থা' করা হবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। গোটা সামরিক অভিযানের পেছনে ট্রাম্পের মূল যুক্তি ছিল, ইরান গোপনে পরমাণু অস্ত্র তৈরির জন্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করছে। যদিও রাষ্ট্রপুঞ্জের পরমাণু পর্যবেক্ষক সংস্থা ট্রাম্পের এই দাবিকে এখনও সমর্থন করেনি এবং তেহরানও বারবার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। গত মাসেও ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ইরানের 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ' ছাড়া কোনও কথা হবে না। তবে মঙ্গলবারের চুক্তিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি বা জঙ্গি গোষ্ঠীকে মদত দেওয়ার মতো কঠোর শর্তগুলো ঠাঁই পায়নি। যুদ্ধবিরতির চুক্তি কার্যকর হওয়ার দিনই কুয়েত এবং আরব আমিরশাহিতেও হামলার খবর মিলেছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, আমেরিকা বা ইজরায়েল না চাইলেও পর্দার আড়ালে অন্য কোনও শক্তি কি এই শান্তি ভেস্তে দিতে চাইছে? নাকি খোদ ট্রাম্পের 'বিজয়' ঘোষণার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল কোনও সামরিক ফাঁদ? হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক করার যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল, লাভান দ্বীপের শোধনাগারে হামলার পর তা ফের গভীর অনিশ্চয়তার মুখে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ঘিরে তুঙ্গে প্রস্তুতি, উচ্ছ্বাসে তৃণমূল কর্মীরা

আরামবাগ, ৮ এপ্রিল ঃ কালিপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে জনসভা করতে আসছেন মমতা ব্যানার্জী । আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে তাঁর এই সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মাঠ চত্বরে সাজো সাজো রব, প্রশাসন ও দলীয় নেতৃত্ব-সবার মধ্যেই ব্যস্ততা তুঙ্গে।মঙ্গলবার প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে একাধিক দফায় বৈঠক হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই সভাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তৈরি হচ্ছে বিশাল মঞ্চ, বসানো হচ্ছে অস্থায়ী ব্যারিকেড, পাশাপাশি দর্শকদের জন্য আলাদা প্রবেশ ও প্রস্থান পথ নির্ধারণ করা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে মোতায়েন থাকবে বিপুল পুলিশ বাহিনী।অন্যদিকে, দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও প্রবল উৎসাহ চোখে পড়ছে। বিভিন্ন ব্লক ও অঞ্চল থেকে কর্মীদের নিয়ে আসার জন্য পরিবহণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সভাস্থলের আশেপাশে লাগানো হচ্ছে দলীয় পতাকা, ফেস্টুন ও ব্যানার।রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে এই জনসভা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি বিরোধীদের কড়া আক্রমণ করতে পারেন বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে কালিপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্সের এই জনসভা ঘিরে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

শহিদ মঙ্গল পাণ্ডে ও বঙ্কিমচঃদ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ৮ এপ্রিল ঃ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মহানায়ক অমর শহিদ মঙ্গল পাণ্ডের প্রয়াণ দিবস এবং জাতীয় স্তোত্র 'বন্দে মাতরম'-এর রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। বুধবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ পোস্ট করে তিনি এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা জানান।স্বাধীনতা সংগ্রামী মঙ্গল পাণ্ডেকে স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতমাতার অমর সন্তান মঙ্গল পাণ্ডে যেভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়েছিলেন, তা প্রতিটি ভারতীয়র আত্মসম্মানকে জাগ্রত করেছিল। তাঁর আত্মবলিদানের ফলেই ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের শিখা ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। জাতির প্রতি নির্ভীক ও নিবেদিতপ্রাণ থাকার যে বার্তা তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তা আজও অবিস্মরণীয়।অন্য একটি বার্তায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মোহন যাদব বলেন, 'বন্দে মাতরম'-এর মাধ্যমে দেশবাসীর চেতনাকে জাগ্রত করা এই মহান সাহিত্যকারের অবদান অতুলনীয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিপ্লবীদের মূল মন্ত্র ছিল 'বন্দে মাতরম', যা আজও ১০০ বছর পর 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে আমাদের নতুন শক্তি ও দিশা জোগাচ্ছে। দেশ ও সমাজের সমৃদ্ধির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ ও সাহিত্যকর্ম চিরকাল অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

অসমকে ' অনুপ্রবেশকারীদের দখলে' যেতে দেবে না বিজেপি, পাথারকান্দিতে কংগ্রেসের ওপর হামলা করে বলেছেন শাহ

পাথারকান্দি (অসম), ৮ এপ্রিলঃ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) কখনোই অসমকে অনুপ্রবেশকারী-প্রভাবিত অঞ্চল হতে দেবে না। উন্নয়নের জোয়ার অব্যা হত রাখতে এবং অনুপ্রবেশকারীদের প্রতিহত করতে ফের বিজেপিকে ভোটদানের আহ্বান জানিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।আজ সরব প্রচারের শেষ দিন দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার তিন জেলা যথাক্রমে শ্রীভূমির পাথারকান্দি, হাইলাকান্দি এবং কাছাড় জেলা সদর শিলচরে তিনটি ' সংকল্প সভা' শীর্ষক বিশাল নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন বিজেপির শীর্ষ নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শ্রীভূমির পাথারকান্দি সমষ্টির অধীন বাজারিছড়ার লালমাটিতে জনসমুদ্রে পরিণত আজকের প্রথম নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য শুরু করেন বরাক উপত্যকার বীর সেনানীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে।এর পর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে শাহ বলেন, বিজেপি রাজ্যের জনবিন্যাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বিরোধীদের বিরুদ্ধে ভোটব্যাংক রাজনীতির অভিযোগ করে বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।অমিত শাহ জানান, প্রশাসন ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করেছে। আগামীদিনে বিজেপি সরকার এ বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে। তিনি আরও বলেন, অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় সমন্বিত শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠলে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে রোধ করা সম্ভব হবে।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত মজবুত করতে এবং অসম থেকে দেখে দেখে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বিতাড়ন কর্মসূচি চালু রাখতে আপনারা ফের একবার বিজেপির সঙ্গ দিন। বরাক উপত্যকা দীর্ঘদিনের বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। এখানকার সিংহভাগ আসনে এবারও পদ্মফুল ফোটার অপেক্ষায়।দলের সাংস্কৃতিক অ্যাজেন্ডা তুলে ধরে দলের শীর্ষ নেতা শাহ বলেন, কেবল বিজেপিরই ' নাম পরিবর্তন করে ' রাখার দৃঢ়তা রয়েছে। এ সময় তিনি রাহুল গান্ধীর আঞ্চলিক অনুভূতি বোঝার ক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। বিরোধী কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, যাঁদের না।রি টান ইতালির সাথে যুক্ত, তাঁরা শ্রীভূমি আর করিমগঞ্জের তফাটা কীভাবে উপলব্ধি করবেন? অমিত শাহ বলেন, পাথারকান্দি নামের অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে অটুট ইচ্ছে শক্তির দৃঢ় বন্ধন।শাহ আরও বলেন, বিজেপি সরকার কাছাড় জেলার খাসপুর ডিমাসা কছাড়ি ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে শতবিঘা জমি নিয়ে. পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলে সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজরিকাকে মোদীজি ভারত রত্ন সম্মান প্রদান করেছেন। কিন্তু এতে কংগ্রেস বিরোধিতা করেছে।কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগের প্রশংসা করে অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অসমীয়া ও বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তিনি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর পক্ষে বলেন, কংগ্রেস রাজনৈতিক স্বার্থে এর বিরোধিতা করছে।পূর্ববর্তী আইনগুলির প্রসঙ্গ টেনে শাহ অভিযোগ করেন, কংগ্রেস অবৈধ অনুপ্রবেশ মোকাবিলার ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে এবং এমন নীতিমালা এনেছে যা অনুপ্রবেশকারীদেরই সুবিধা দিয়েছে।অমিত শাহ এদিন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকেও একহাত নিয়ে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুনের সাম্প্রতিক এক মন্তব্যের সমালোচনা করে সেগুলিকে অগণতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেন তিনি। শাহ বলেন, মল্লিকার্জুন খাড়গে আরএসএস এবং বিজেপিকে সাপ বলেছেন। রাহুল গান্ধী যখন থেকে কংগ্রেসের নেতা হয়েছেন, তখন থেকেই কংগ্রেস নেতাদের প্রকাশ্য বক্তব্যের মান নেমে গেছে। আসলে রাহুল গান্ধী যখন থেকে কংগ্রেসের নেতা হয়েছেন, তখন থেকেই কংগ্রেস নেতাদের প্রকাশ্য বক্তব্যের মান নেমে গেছে।কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, গুজরাট এবং যেসব রাজ্য বিজেপিকে সমর্থন করে, সেই সব রাজ্য নাকি অশিক্ষিত। যে গুজরাট দয়ানন্দ সরস্বতী, মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং নরেন্দ্র মোদীর মতো নেতাদের দিয়েছে, সেই গুজরাটকে অশিক্ষিত বলার জন্য জনগণ কংগ্রেসকে উচিত জবাব দেবেন, আশা ব্যক্ত করেছেন অমিত শাহ।তিনি অভিযোগ করে বলেন, রাহুলের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের জন্য আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঝুঁকি হয়ে উঠেছে। তাই আগামী ৯ এপ্রিল দুহাতে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে, যাতে নির্বাচনের পর আর রাহুলবাবাকে দূরবিন দিয়েও খুঁজে পাওয়া না যায়। তিনি বলেন, কংগ্রেস কখনও ভারতের উন্নতি চায়নি। সেই জওহরলাল নেহরুজি থেকে আজ পর্যন্ত তারা বিভিন্ন ষ।যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের এক ইঞ্চি ভূমিও কেউ নিতে পারেনি, আর পারবেও না। মোদী অসমে শান্তি ও প্রগতির জন্য নিরলস কাজ করে চলছেন। ফলে অসমে এখন কোটি কোটি টাকার বিনিযোগে হচ্ছে।তিনি বলেন, আগামী পাঁচ বছরে চা শ্রমিকদের মজুরি ৫০০ টাকা অবধি বাড়ানো হবে। চা বাগানে একটি কলি দুটি পাতা ও আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন সহ শ্রমিকদের ভূমি পাট্টা প্রদানের বিষয়ে বলেন তিনি। পাশাপাশি অসমের বৃহত্তম জলাভূমি শনবিলের উন্নয়নে সরকারের নেওয়া উদ্যোগ, শ্রীভূমিতে মেডিক্যাল কলেজ সহ সিভিল হাসপাতালে চাইল্ড কেয়ার ইউনিট গঠনের বিষয়ে বলেন। এছাড়া শিলচরে অসম সচিবালয় এবং বরাক উপত্যকায় এইমস-এর নতুন সেন্টার স্থাপন হবে বলে আজকের নির্বাচনী সমাবেশে অমিত শাহ ঘোষণা করেছেন।লালমাটিতে আয়োজিত 'বিজয়ী সংকল্প সভা' শীর্ষক বিশাল নির্বাচনী সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় তামতা, পাথারকান্দি আসনে বিজেপি-প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু পাল, শ্রীভূমি জেলা বিজেপির সভাপতি সঞ্জীব বণিক, সুনীল শর্মা, লক্ষ্মণসিং রাণা, হৈমন্তী বাসফর, শান্তিলাল সিনহা, অনিলকুমার ত্রিপাঠী, হৃষিকেশ নন্দি, সম্পা চৌধুরী প্রমুখ।

যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় সহমত ইরান, দুই সপ্তাহ উন্মুক্ত থাকবে হরমুজ প্রণালী

তেহরান, ৮ এপ্রিলঃআমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় সহমত প্রকাশ করেছে ইরান। সে দেশের বিদেশ মন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি এক্স মাধ্যমে জানান, হামলা না চালানো হলে, ইরানও প্রত্যাঘাত করবে না। আগামী দুই সপ্তাহ উন্মুক্ত থাকবে হরমুজ প্রণালী, এমনটাও জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল জানিয়েছে, দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি মানে যুদ্ধ পুরোপুরি শেষ নয়।উল্লেখ্য, যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতা করেছে পাকিস্তান, তা স্বীকার করে নিয়েছে আমেরিকা এবং ইরান দু'দেশই। আলোচনার মাধ্যমে বিস্তারিত বিষয়গুলি চূড়ান্ত হলে তবেই ইরান যুদ্ধের অবসান মেনে নেবে। তারা জোর দিয়েছে, আলোচনায় তাদের ১০ দফা পরিকল্পনার কথা কঠোর ভাবে উপস্থাপিত করা হবে। আগামী ১০ এপ্রিল থেকে ইসলামাবাদে এই আলোচনা শুরু হওয়ার কথা আছে বলে জানান।

মনোনয়ন জমা দিয়ে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে বুধবার সকালে কালীঘাট থেকে বর্ণাঢ্য মিছিল করে আলিপুর সার্ভে বিল্ডিংয়ে মনোনয়ন জমা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাস্তার দুপাশে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনার ছবি ধরা পড়ে এ দিন। তৃণমূল সুপ্রিমোর সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষার মানুষেরা এদিন উপস্থিত ছিলেন। মনোনয়ন জমা দিয়ে বাইরে এসে, সকলকে ধন্যবাদ জানান মমতা। সরকার আমরাই গড়ব, নেত্রীর গলায় ধরা পড়ল আত্মবিশ্বাসের সুর।মমতা বলেন, এই ভবানীপুরে আমার ধর্ম-কর্ম সবটাই রয়েছে। ছোটবেলা থেকে এখানেই আছি, এখানেই বড় হয়েছি। সকলকে ধন্যবাদ জানাই। ২৯৪টি কেন্দ্রেই তৃণমূল প্রার্থীদের বাংলার মানুষ ভোট দিয়ে জয়ী করবেন। আমরাই সরকার গড়ব। এদিন ভোটার তালিকার নাম বাদ যাওয়া নিয়ে ফের সরব হন মমতা। বলেন, যে ক'জনের নাম উঠেছে সেটাও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে লড়াই করার জন্য। বিবেচনাধীনদের নাম কেন বাদ যাচ্ছে, শীর্ষ আদালতের নির্দেশেই তো নাম ওঠা উচিত। ভোটের পরে নাম তুলে কী হবে? তাঁরা তো আর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। এদিন নাম না করে নির্বাচন কমিশনকে ফের নিশানা করেন তৃণমূলনেত্রী। মমতা এও বলেন, ট্রাইব্যুনাল চলার সময়ে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি বন্ধ করে দেওয়ার মানে কী! আমরা আবার আদালতে যাব বলে মনে হয় আজ।

জেইলার ২ সিনেমায় অভিনয় করবেন শাহরুখ খান

মুম্বই, ৮ এপ্রিল ঃ সুপারস্টার রজনীকান্তের বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা জেইলার ২ নিয়ে একটি নতুন খবর সামনে এসেছে। এই অ্যাকশন-থ্রিলারটিতে শাহরুখ খান, মোহনলাল, বিজয় সেতুপতি এবং মিঠুন চক্রবর্তীর মতো বড় তারকারা অভিনয় করবেন। সাম্প্রতিক খবর, শাহরুখ খান শীঘ্রই সিনেমাটির জন্য পাঁচ দিনের শুটিং শুরু করবেন।জানা গেছে, শাহরুখ খান সিনেমাটিতে একজন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন। মোহনলাল ইতিমধ্যেই তার অংশের শুটিং শেষ করেছেন। বিজয় সেতুপতিও আগে সিনেমাটিতে একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয়ের কথা নিশ্চিত করেছেন।সম্প্রতি, রজনীকান্ত জানিয়েছেন যে সিনেমাটি পরিচালনা করছেন নেলসন দিলীপকুমার এবং এর শুটিং শেষ পর্যায়ে রয়েছে। জেইলার ২ হলো ২০২৩ সালের ব্লকবাস্টার জেইলার-এর সিক্যুয়েল। শিবরাজকুমার এবং বিদ্যা বালানও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন। মুক্তির তারিখ শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে বলে মনে হয়।

কলকাতা বন্দরে বিজেপির প্রার্থী হলেন রাকেশ সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ গত সোমবার কলকাতা হাই কোর্ট থেকে জামিন পান রাকেশ সিং। বিচারপতি কৌশিক চন্দ বিজেপির এই নেতার অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেন। জল্পনা ছিল, রাকেশকেই এবার কলকাতা বন্দরে ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে প্রার্থী করতে পারে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। বুধবার সেই জল্পনায় সিলমোহর পড়ল। মঙ্গলবার কলকাতা বন্দরের তৃণমূল প্রার্থী তথা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে আক্রমণ শানিয়েছিলেন রাকেশ।বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এর আগে বিজেপি পর্যায়ক্রমে একাধিক দফায় সব মিলিয়ে ২৯২টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। বাঁকুড়ার জয়পুর আসনটি আদিবাসী কুড়মি সমাজকে ছেড়ে দিয়েছে তারা। শুধুমাত্র কলকাতা বন্দর আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা বাকি ছিল। এই আসন, অর্থা কলকাতা বন্দরেই বিজেপির প্রার্থী হিসাবে রাকেশ সিংয়ের নাম ঘোষণা করল বিজেপি।প্রসঙ্গত, বিজেপি নেতা রাকেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় নানা অভিযোগ উঠেছে। এবার কসবা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছিল। সেই মামলাতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। রাকেশ সিংয়ের আইনজীবী ময়ূখ মুখোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমে বলেন, আমাদের তরফে আদালতে বলা হয়, ওঁর বিরুদ্ধে যতগুলি মামলা হয়েছে, সব মিথ্যে মামলা। এখন যে মামলাটি বিচারপতি শুনছেন, সেটাও মিথ্যা মামলা। এই মামলা করা হয়েছিল, যাতে উনি জেল থেকে বেরোতে না পারেন। মহামান্য হাইকোর্ট সব শুনে অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে। বিচারপতি জানিয়েছেন, উনি কলকাতা বন্দর এলাকার বাইরে যাবেন না। ওই বিধানসভা এলাকায় প্রচার করতে পারবেন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

পশ্চিমবঙ্গে ৩২৭ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের অবৈধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ রাখতে নজিরবিহীন তৎপরতা শুরু করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যজুড়ে চালানো বিশেষ অভিযানে মোট ৩২৭.৪৪ কোটি টাকা মূল্যের অবৈধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে নির্বাচন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। নির্বাচনকে স্বচ্ছ রাখতে বিভিন্ন জেলায় ক।া নজরদারি চালানোর ফলেই এই বিপুল পরিমাণ সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাজেয়াপ্ত হওয়া এই বিপুল সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে নগদ টাকা, মদ, মাদকদ্রব্য এবং সোনা-রুপোর মতো মূল্যবান ধাতু। এছাড়া ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে মজুত করা বিভিন্ন উপহার সামগ্রীও উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ফ্লাইং স্কোয়াড, স্ট্যাটিক সার্ভেইল্যান্স টিম এবং পুলিশের যৌথ বাহিনী তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। কমিশনের আধিকারিকদের মতে, এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো নির্বাচনে অর্থশক্তি্র অপব্যবহার রোখা, যাতে সাধারণ মানুষ কোনো প্রলোভন বা ভয়ভীতি ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।উল্লেখ্য যে, চলতি মাসের শেষ দিকেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ পর্বগুলি শুরু হতে চলেছে। সেই কথা মাথায় রেখেই নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে আগামীদিনেও এই ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং নির্বাচনী বিধি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাশিফল

মেষঃ আজ কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন। আর্থিক দিক মোটামুটি ভালো থাকবে, তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। বিবাহের যোগ

বৃষঃ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। কোনও পুরনো সমস্যার সমাধান হতে পারে।

মিথুনঃআজ যোগাযোগের মাধ্যমে লাভ হতে পারে। নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কাজের চাপ থাকলেও সফলতা আসবে। ব্যবসায় লাভ হবে

কর্কট রাশি ঃস্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। হঠাৎ খরচ বাড়তে পারে। তবে পরিবারের সমর্থন পাবেন। সংসারে শান্তি ফিরবে আজ

সিংহঃ নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আসবে। প্রেমের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। সন্তান হতে পারে আজ

কন্যাঃআজ কিছুটা চাপের মধ্যে থাকতে পারেন। ধৈর্য ধরুন, সবকিছু ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। শুভদিন হবে।

তুলাঃ বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগবে। নতুন পরিকল্পনা সফল হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুখবর পেতে পারেন। শুভদিনহবে

বৃশ্চিকঃ আজ কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। আত্মবিশ্বাস রাখুন। সাফল্য আপনার হাতেই। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

ধনুঃ ভ্রমণের যোগ রয়েছে। নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভালো ফল মিলবে। শুভদিন

মকরঃ কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। পরিশ্রমের ফল পাবেন। পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কিছু শেখার আগ্রহ বা।বে। অর্থনৈতিক দিক ভালো থাকবে। বন্ধুর সাহায্য পাবেন। শুভদিন হবে

কুম্ভঃ এখন আপনার ভাবনাগুলি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সময়, যাতে মানুষ আপনার অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা বুঝতে পারে। আপনার কর্মক্ষেত্রও উন্মোচিত হচ্ছে। আপনি নতুন কোনও প্রকল্প বা সুযোগের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন, যা আপনাকে আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ দেবে। অর্থ ব্যয়

মীনঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।জাতক জাতিকাদের জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার চিন্তাভাবনা ও আদর্শে এক নতুন স্বচ্ছতা পরিলক্ষিত হবে। শুভদিন

আবহাওয়া

বুধবারও বাংলাজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি এবং কালবৈশাখীর তাণ্ডব অব্যাহত থাকবে। এমনটাই জানিয়েছে, আলিপুর আবহাওয়া দফতর।ওড়িশা সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে মান্নার উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলীয় সিস্টেমের প্রভাবে এই দুর্যোগের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।আবহাওয়া দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, এদিন বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে তীব্র কালবৈশাখীর জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্ব বর্ধমান, হুগলি এবং উত্তর ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। মূলত বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নচাপ অক্ষরেখা এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আসা প্রচুর জলীয় বাষ্পের কারণে এই বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হচ্ছে।উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে এদিন ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়া মালদা, দুই দিনাজপুর এবং দার্জিলিং জেলায় ৬০ কিমি বেগে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরের জেলাগুলিতেও ঝোড়ো হাওয়ার পাশাপাশি প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা করছে হাওয়া অফিস। বৃহস্পতিবারও দুর্যোগ পুরোপুরি কাটবে না। দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর এবং দুই ২৪ পরগনায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে, যার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার এবং আলিপুরদয়ারে মাঝারি বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪৫ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জাানি আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১ টা ৫০ মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৩ মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৪৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৪মিনিটে হতে পারে।

ক্যানিং এ বিজেপিতে যোগ তৃণমূল নেতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং, ৮ এপ্রিল ঃ চলতি বিধানসভার ভোটের আগে দলবদলের ঘটনা বেড়ে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। গোসাবার পর এবার ক্যানিংয়ে বড় ভাঙন তৃণমূলের ঘরে।এবার তৃণমূল ছাড়লেন একদল নেতা। শৈবাল লাহিড়ীর নেতৃত্বে বিজেপিতে যোগদান একঝাঁক হেভিওয়েট নেতার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং-১ ব্লকের তৃণমূল ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ীর হাত ধরে পদ্ম শিবিরে সামিল হলেন এলাকার একাধিক প্রভাবশালী নেতৃত্ব। আর এই যোগদানের ফলে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের সাংগঠনিক ভিত খানিকটা নড়ে গেল বলে ও মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। কারণ, তৃণমূলের অত্যন্ত দক্ষ একজন সংগঠক ছিলেন এই শৈবাল। ফলত, তাঁর নেতৃত্বে এই যোগদান নিতান্তই তাৎপর্যপূর্ণ। তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান করেছেন -বিজন কৃষ্ণ মন্ডল, বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান অঞ্চল সভাপতি ও প্রাক্তন প্রধান।খতিব সরদার, ইটখোলা অঞ্চলের বর্তমান সভাপতি ও প্রাক্তন প্রধান।আসমত মোল্লাঃ গোপালপুর অঞ্চলের বর্তমান সভাপতি। অর্পব রায়, দিঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ বারের প্রাক্তন প্রধান। প্রতিমা সরদারঃ হাটপুকুরিয়া জিপি-র দীর্ঘদিনের প্রাক্তন প্রধান (২০১৩-২০২৩)। সুমিত ঘোষঃ ক্যানিং-১ ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বর্তমান সভাপতি। এছাড়াও সিরাজউদ্দিন দেওয়ান (প্রাক্তন উপ-প্রধান, বাঁশড়া), রফিক সেখ(যুগ্ম আহ্বায়ক, নিকারীঘাটা), নন্দকিশোর সরদার (প্রাক্তন প্রধান, গোপালপুর), বদরোদ্দোজা সেখ (প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতি), এবং সঞ্জয় নস্কর ও শম্ভু বৈদ্যের মতো নেতৃত্বরা বিজেপির দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন।

খাটিয়া থেকে হাওয়াই চটি-বাংলার ভোটে ১৮৯ প্রতীকের রঙিন লড়াই, নজরে নির্দল প্রার্থীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ বাংলার বিধানসভা ভোট মানেই শুধু রাজনৈতিক প্রচার বা সভা-মিছিল নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এক বিশেষ দৃশ্যমান ভাষা-প্রতীক বা চিহ্নের রাজনীতি। বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত গ্যাস সিলিন্ডার থেকে শুরু করে ভোটযুদ্ধ অসম্পূর্ণ। সেই কারণেই স্বীকৃত ও নির্দল প্রার্থীদের জন্য নির্বাচন কমিশন বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে মোট ১৮৯টি প্রতীক অনুমোদন করেছে। ডিজিটাল যুগে দাঁ।য়ে অনেকেই ভাবতে পারেন প্রতীকের গুরুত্ব কমে গিয়েছে, কিন্তু বাস্তব চিত্র একেবারেই ভিন্ন। মোজা, প্যান্ট, টিউবলাইট, মানিব্যাগ কিংবা দাঁতের মাজনের মতো একেবারে পরিচিত জিনিসও জায়গা পেয়েছে কমিশনের তালিকায়। যদিও তালিকায় 'পার্স' থাকলেও তা বাংলায় ব্যবহারের অনুমতি নেই, কারণ প্রতীক বণ্টনে কিছু নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ রয়েছে।

খাটিয়া, বালিশ, ঢেঁড়শ, ক্যাপসিকাম, এমনকি হাওয়াই চটি- সবই এখন ভোটের ময়দানে প্রতীকের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। এই হাওয়াই চটি আবার অনেকের কাছে মনে করিয়ে দেয় তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি-এর সরল জীবনযাপনকে, যা বাংলার রাজনীতি থেকে দিল্লির ক্ষমতার করিডোর পর্যন্ত আলোচিত। এই দহনজ্বালার ভোটে গরমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এয়ার কন্ডিশনার, কুলার, আইসক্রিম, রেফ্রিজারেটর কিংবা তরমুজের মতো প্রতীকও নজর কা।ছে। তবে এত প্রতীকের ভি।রে মধ্যেও মূল বিষয়টি একটাই- প্রার্থী যতই থাকুন, প্রতীক ছাড়া এখনও এমন বহু ভোটার রয়েছেন যাঁদের অক্ষরজ্ঞান সীমিত। তাঁদের কাছে প্রার্থীকে চেনার প্রধান মাধ্যম এই প্রতীকই। ফলে দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া-সব জায়গাতেই প্রতীককে সামনে রেখে প্রচার চালানো হচ্ছে। সভা-সমিতি কিংবা মিছিলে বারবার শোনা যাচ্ছে নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দেওয়ার আবেদন। এই দীর্ঘ তালিকায় এমন অনেক প্রতীক রয়েছে যা সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জ।ায়ে। কোমরবন্ধনী, বেবি ওয়াকার, ফ্রায়িং প্যান, টিফিনের কৌটো, নুডলস ভরা বাটি, ফোনের চার্জার, কাঁচি, বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের তালিকায় ৭টি জাতীয় দল ও ৬৪টি আঞ্চলিক দলের জন্য নির্দিষ্ট প্রতীক সংরক্ষিত রয়েছে। তবে একই প্রতীক বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন দল ব্যবহার করতে পারে। এই কারণেই অস্বীকৃত বা নির্দল প্রার্থীদের জন্য আলাদা করে প্রতীকের তালিকা তৈরি করা হয়, যাতে কোনও বিভ্রান্তি না তৈরি হয়। এই প্রতীকগুলির মধ্যেই নিজেদের রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দিতে চান প্রার্থীরা। যেমন, এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের প্রার্থী শোভা মাহাতো জানালেন, তাঁদের দল দীর্ঘদিন ধরে টর্চ প্রতীক নিয়েই লড়াই করে আসছে। তাঁর কথায়, এই প্রতীক আলোর দিশা দেখানোর প্রতীক, যা ভোটারদের কাছে একটি বার্তা বহন করে। তবে তিনি এটাও স্বীকার করেন, তাঁদের দল স্বীকৃত না হওয়ায় সবসময় একই প্রতীক পাওয়া নিশ্চিত নয়। অন্যদিকে, ঝা।খণ্ড থেকে বাংলার ভোটে অংশ নেওয়া একটি অস্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতীক কাঁচি। সেই প্রতীক নিয়েই তাঁরা ভোটের ময়দানে নামতে চাইছেন।

ভারতে প্রতীক ব্যবস্থার ইতিহাসও বেশ পুরনো। স্বাধীনতার পর যখন ১৯৫১ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন দেশের স্বাক্ষরতার হার ছিল অত্যন্ত কম। সেই সময় মাত্র ১৪টি প্রতীক অনুমোদন করেছিল নির্বাচন কমিশন। ওই সময় কমিশনের এক কর্তা এম এস শেঠি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসের উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু প্রতীকের নকশা তৈরি করেছিলেন। বেলচা, কোদাল, ফুল, গাছের পাতা কিংবা উদীয়মান সূর্যের মতো সহজ চেনা প্রতীকই ছিল তাঁর সৃষ্টির মূল ভাবনা। শেঠির আঁকা প্রায় ১০০টি প্রতীকের মধ্যে অনেকগুলোই এখনও ব্যবহৃত হয় নির্দল প্রার্থীদের জন্য। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন প্রতীক যুক্ত হয়েছে, কিন্তু সেই পুরনো ভাবনাই আজও প্রাসঙ্গিক।

সব মিলিয়ে, বাংলার ভোটে প্রতীকের এই বহুরূপী উপস্থিতি শুধু ভোটপ্রক্রিয়াকে সহজ করে না, বরং রাজনীতিকে আরও জীবন্ত ও রঙিন করে তোলে। প্রতিটি প্রতীক যেন এক একটি গল্প বলে, এক একটি বার্তা বহন করে। আর সেই বার্তার মধ্য দিয়েই ভোটাররা নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নেন। এইভাবেই প্রতীকের লড়াইয়ে গ।ে ওঠে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব।

সরকারি কর্মীদের জন্য কড়া বার্তা

রাজনৈতিক যোগ থাকলে এফআইআর-নির্বাচনের আগে নির্দেশ মুখ্যসচিবের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনিক মহলে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও সরকারি কর্মচারী সরাসরি বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধু বিভাগীয় শাস্তিই নয়, প্রয়োজনে এফআইআর পর্যন্ত দায়ের করা হবে। ইতিমধ্যেই এই মর্মে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। রাজ্যে আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল দুই দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক তপরতা তুঙ্গে। নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য, এবারের ভোট যেন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। সেই উদ্দেশ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের তরফে মোট আটটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে শহরে এসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-এর নেতৃত্বে কমিশনের ফুলবেঞ্চ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে। সেখানে সরকারি কর্মচারীদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। তাঁদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয় যে, ভয় বা প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু সেই নির্দেশ সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গায় কিছু সরকারি কর্মীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনৈতিক প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প।ছেন, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করছে। এই প্রেক্ষাপটেই মুখ্যসচিবের এই কঠোর অবস্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। তাঁর পাঠানো নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কোনও সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে যদি রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার প্রমাণ মেলে, তবে তা গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হবে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এমনকি সরাসরি এফআইআর দায়ের করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি শক্ত বার্তা হিসেবে ধরা হচ্ছে। মুখ্যসচিব আরও জানিয়েছেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে যে আটটি নির্দেশিকা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে ভোটারদের ভয় দেখানো বা প্রলোভন দেখিয়ে ভোট প্রভাবিত করা বন্ধ করা, ছাপ্পা ভোট রোধ, বুথ জ্যামিং প্রতিরোধ এবং ভোটারদের বুথে যেতে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। পাশাপাশি নির্বাচন চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে বলা হয়েছে। জেলাশাসকদের এই নির্দেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদেরকে পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের আগে প্রশাসনের এই কড়া অবস্থান স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, কোনও ধরনের অনিয়ম বা পক্ষপাতিত্ব বরদাস্ত করা হবে না। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে প্রশাসনিক স্তরে এই কড়াকড়ি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ করতে সাহায্য করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার, মাঠপর্যায়ে এই নির্দেশ কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং তা ভোটের সামগ্রিক পরিবেশে কতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বাসন্তীতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, অটো-গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ বুধবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ এলাকায় কলকাতা-বাসন্তী হাইওয়েতে ঘটে গেল মর্মান্তিক স।ক দুর্ঘটনা। একটি যাত্রীবাহী অটো এবং একটি প্রাইভেট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান দু'জন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত মৃতদের পরিচয় জানা যায়নি। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন, যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। স্থানীয়দের বর্ণনা অনুযায়ী, মিনাখাঁ গ্রামপঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন এলাকায় এদিন সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সংঘর্ষ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে অটোর সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। অন্যদিকে, লাল রঙের প্রাইভেট গাড়িটিও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনার অভিঘাতে আশপাশে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্রুত স্থানীয় মানুষজন উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, সকালে রাস্তা তুলনামূলক ফাঁকা থাকায় গাড়িগুলি দ্রুতগতিতে চলছিল। সেই কারণেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মিনাখাঁ থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, একই দিনে হিঙ্গলগঞ্জের বরুণহাট এলাকাতেও আরও একটি দুর্ঘটনার খবর সামনে এসেছে। সেখানে একটি ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহীর। ফলে একদিনেই পরপর দুর্ঘটনায় কার্যত আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বাসন্তী হাইওয়েতে দীর্ঘদিন ধরেই বেপরোয়া গাড়ি চলাচল হচ্ছে। বারবার দুর্ঘটনা ঘটলেও প্রশাসনের তরফে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ফলে প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই ঘটনার পর আবারও প্রশ্ন উঠছে রাস্তার নিরাপত্তা এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে।

দ্বিতীয় দফার ভোটে তৃণমূলের ৪০ তারকা প্রচারক, তালিকায় মমতা-অভিষেক থেকে নুসরত-দেব

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটকে সামনে রেখে তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো চিঠিতে মোট ৪০ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই তালিকায় যেমন রয়েছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব, তেমনই রয়েছেন জনপ্রিয় তারকা ও সেলিব্রেটিরা। দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচার চালাবেন এই তারকা প্রচারকরা, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তালিকার শীর্ষে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় .এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি রয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। এঁদের পাশাপাশি আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতার নাম রয়েছে, যাঁদের অনেকেই এবারের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবেও লড়াই করছেন। ফলে প্রচারের পাশাপাশি নিজেদের কেন্দ্রেও জোর দিতে হবে তাঁদের। এই তালিকায় নজর কেড়েছে বেশ কয়েকজন পরিচিত মুখ। অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক,যিনি বর্তমানে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ, রয়েছেন এই তালিকায়। এছাড়া রয়েছেন নুসরত জাহান, যিনি বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদ। গত লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী না করায় কিছুটা আড়ালে ছিলেন তিনি, তবে এবার ফের তাঁকে সক্রিয়ভাবে প্রচারে নামাচ্ছে দল। রাজনৈতিক মহলের মতে, দ্বিতীয় দফার প্রচারে নুসরতের উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে। একইসঙ্গে তালিকায় জায়গা পেয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল ও প্রতীক উর রহমানের মতো নেতারাও। প্রতীক সম্প্রতি সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন, ফলে তাঁর অন্তর্ভুক্তি রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া ফিরহাদ হাকিম, কুণাল ঘোষ, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশী পাঁজা, অরূপ বিশ্বাস, বীরবাহা হাঁসদা, পার্থ ভৌমিক, সায়নী ঘোষ ও মমতা ঠাকুরের মতো হেভিওয়েট নেতাদেরও এই তালিকায় রাখা হয়েছে। সেলিব্রেটিদের মধ্যেও রয়েছে চমক। অভিনেতা দেব, জুন মালিয়া, পরিচালক রাজ চক্রবর্তী, গায়িকা অদিতি মুন্সী, অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান এবং বাবুল সুপ্রিয়-র মতো পরিচিত মুখ রয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকেই সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং কেউ লোকসভা, কেউ রাজ্যসভা বা বিধানসভায় দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই তালিকায় থাকা অনেকেই নিজেরাও এবারের নির্বাচনে প্রার্থী। যেমন রাজ চক্রবর্তী ও অদিতি মুন্সী আবারও ভোটের লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন। ফলে তাঁদের দায়িত্ব দ্বিগুণ-একদিকে নিজের কেন্দ্র সামলানো, অন্যদিকে দলীয় প্রচারে অংশ নেওয়া। রাজ্যে এবারের বিধানসভা নির্বাচন দু'দফায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফার ভোট ২৯ এপ্রিল।

জয়নগরে নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৮ এপ্রিল ঃ ১৬ বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক জয়নগরে।জয়নগর থানার নারায়নীতলা পঞ্চায়েত এলাকার এক নাবালিকাকে খুঁজে না পেয়ে তার পরিবার জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।আর সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম সোর্সের গুরুত্ব অনুযায়ী বারুইপুর এলাকা থেকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে এক যুবককে। উদ্ধার হয় নাবালিকা। ধৃত যুবকের নাম অমিত কুমার রায় (২২),বাড়ি জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতের বেলিয়াডাঙা এলাকায়। ধৃতকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। আর উদ্ধার হওয়া নাবালিকাকে সরকারি হোমে পাঠানো হয়।

জয়নগরে বেআইনি ভাবে দেশী মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ৮ এপ্রিল ঃ বিধানসভার নির্বাচনের আগে তপর জয়নগর থানার পুলিশ। এবার জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশ টিম দুটি পৃথক এলাকা থেকে বেআইনি ভাবে দেশী মদ বিক্রির অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে।এদিন জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়া বাজার এলাকা থেকে দাশু দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়া এলাকায়। আবার জয়নগর থানার নলিকাটা মো। থেকে সুদাম নস্কর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত দুজনকেই বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত দুজনকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

হুগলী ও পানিহাটিতে ছাপ্পা,ভয়, হিংসা মুক্ত ভোটের বার্তায় স্বপন বাউল

বনস্পতি দে, হুগলী, ৮ এপ্রিল ঃ ১৬ টি জেলায় ঘুরে ঘুরে শান্তিপূর্ণ ভোট সচেতন করে এবারে হুগলির সিঙ্গুরে , কামার কুন্ডু ঘুরে ঘুরে এবং পানিহাটিতে,সোদপুর স্টেশন রোড,পানিহাটি পৌরসভা বাজারে জমজমাট এলাকায় ভয. মুক্ত ভোটের বার্তা দিলেন বাউল গানে, ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। স্বপন দত্ত বাউলের বার্তা আর একটিও ছাপ্পা ভোট নয়, ভয়,হিংস মুক্ত ভোট চাই। তার লক্ষ্য রাজ্যের ২৩ টি জেলায় ঘুরে ঘুরে তিনি অবাধ পক্ষপাত হিন ভোট সচেতন করছেন। ভবানীপুর কলকাতায় শান্তি পূর্ন ভোট সচেতনে প্রশংসা পেলেন। রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল গানে গানে বলেন , শান্তিপূর্ণ ভোট দাও কেউ শান্তি ভঙ্গ করবেন না। নিজের ভোট নিজে দাও। নির্ভয়ে ভোট দাও। ভোট দানে কেউ পিছু হেঁটো না। কেউ ভোট নষ্ট কোরো না। বক্তব্যে স্বপন দত্ত বাউল বলেন গনতন্ত্রের উপর আস্থা ভরসা রাখুন। অবাধ পক্ষপাতহিন ভোট করতে হবে । ধর্ম জাতি ভেদা ভেদ কেউ কোরো না। সকলেই শান্তিপূর্ণ ভোটের অঙ্গীকার করো। ভোট আমাদের বড় উৎসব । ভোটের দিনে যেনো কোনো প্রাণহানি না ঘটে প্রাণহানি মুক্ত ভোট করতে হবে। স্বপন বাউল এর আগে পঞ্চায়েত, পৌরসভা ও লোক সভা ভোটে রাজ্যের ২৩ টি জেলায় ও ৪২ টি লোক সভা কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ ভোট সচেতন করে প্রাণহানি মুক্ত ভোট হওয়ায় সফলতা পেয়েছেন। তাই বিধান সভা ভোটে রাজ্যের ২৩ টি জেলায় শান্তিপূর্ণ ভোট সচেতন করতে জেলায় জেলায় বাউল গানে ঘুরছেন। বিনা পারিশ্রমিকে খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানর স্বপন দত্ত বাউলের এই মহতী উদ্যোগ কে সকলেই সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ভোটের আগে 'ড্রাই ডে' ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য আবগারি দপ্তর। নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে ভোটগ্রহণ ও ফল ঘোষণার দিনগুলিতে 'ড্রাই ডে' ঘোষণা করা হয়েছে। নবান্নের তরফে ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে । বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফা এবং ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত মদের দোকান, বার এবং পানশালা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। শুধু ভোটের দিনই নয়, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগেই এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। ফলে ২৩ এপ্রিল যেসব আসনে ভোট রয়েছে, সেখানে ২১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকেই মদের দোকান ও বার বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া

পর্যন্ত তা কার্যকর থাকবে। একইভাবে দ্বিতীয় দফার ভোটের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। ২৯ এপ্রিল যেসব এলাকায় ভোটগ্রহণ হবে, সেখানে ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে মদের দোকান এবং পানশালা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের মতে, এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হল ভোটের আগে এবং ভোট চলাকালীন কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা বা অশান্তি এড়ানো। এছাড়াও আগামী ৪ মে রাজ্যে ভোটের ফলপ্রকাশের দিনও 'ড্রাই ডে' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেদিন গোটা রাজ্যজু।ে সমস্ত মদের দোকান ও বার বন্ধ থাকবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রয়োজনে যদি কোনও কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন হয়, সেখানেও একই নিয়ম কার্যকর হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং ভোটাররা নির্বিঘ্নে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উলুবেড়িয়ায় মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন একাধিক দলের প্রার্থীরা

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ৮ এপ্রিল ঃ বুধবার একাধিক মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেন তৃণমূল কর্মীরা। বুধবার হাওড়ার উলুবেড়িয়া এস ডি ও অফিসে মনোনয়ন জমা দিলেন বিদায়ী মন্ত্রী পুলক রায়। এছাড়া এদিন মনোনয়ন জমা দেন আমতার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুকান্ত পাল, শ্যামপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নদেবাসী জানা, উলুবেড়িয়া পূর্বের প্রার্থী ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। এরপর বিজেপি প্রার্থীরা একে একে মনোনয়ন দাখিল করতে আসেন। মনোনয়ন দাখিল করা বিজেপি প্রার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্যামপুরের বিজেপি প্রার্থী ডক্টর হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় ওরফে অভিনেতা হিরণ। বিজেপির মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ।

মনোনয়ন ঘিরে রাজ্যজুড়ে উত্তেজনা, বারুইপুর-উলুবেড়িয়া-কৃষ্ণনগরে সংঘর্ষের আবহ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ বুধবার মনোনয়ন পেশকে কেন্দ্র করে রাজ্যের একাধিক জেলায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। বারুইপুর, উলুবেড়িয়া ও কৃষ্ণনগর-এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘাত, স্লোগান যুদ্ধ এবং পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ ক্রমশ তপ্ত হয়ে উঠছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। উলুবেড়িয়ায় দিনের শুরু থেকেই পরিস্থিতি ছিল টানটান। কামারশাল মোড় সংলগ্ন এলাকায়, উলুবেড়িয়া পুরসভার কাছে তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেঃদ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনাস্থলের খুব কাছেই রয়েছে মন্ত্রী পুলক রায়-এর অফিস, ফলে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কড়া। দুপুর নাগাদ তৃণমূল প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়ে ফেরার সময় এবং বিজেপি প্রার্থীরা জমা দিতে যাওয়ার পথে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াতে পুলিশ প্রথমে কয়লা মোড়ের কাছে বিজেপির মিছিল আটকে দেয়। তৃণমূলের মিছিল এলাকা ছেড়ে যাওয়ার পর বিজেপির মিছিলকে এগোতে দেওয়া হয়। তবুও একসময় দুই পক্ষ মুখোমুখি পড়ে যায়। শুরু হয় স্লোগান যুদ্ধ-তৃণমূলের পক্ষ থেকে ' বাংলা', আর বিজেপির পালটা ' শ্রীরাম' ধ্বনি গোটা এলাকা কাঁপিয়ে তোলে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলেও পুলিশ ও কেঃদ্রীয় বাহিনীর তপরতায় বড় ধরনের সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। অন্যদিকে, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে

তৃণমূল প্রার্থী বিভাস সর্দার মনোনয়ন জমা দিতে গেলে এসডিও অফিসের সামনে তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পুলিশি বাধার মুখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন তৃণমূল কর্মীরা। যদিও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং কোনও বড় অশান্তি হয়নি। কৃষ্ণনগরেও মনোনয়ন পেশকে কেন্দ্র করে চড়ে উত্তেজনার পারদ। গর্ভমেন্ট কলেজ মাঠ চত্বরে তৃণমূল প্রার্থী সমীর পোদ্দারের সমর্থকেরা আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত ঘোষও তাঁর কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সেখানে পৌঁছন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ বিজেপি কর্মীদের মাঠে প্রবেশে বাধা দেয়। এই নিয়েই পুলিশের সঙ্গে তুমুল বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি সমর্থকেরা। একসময় তাঁরা জোর করে মাঠে ঢুকে পড়েন, ফলে দুই পক্ষের কর্মীরাই একই জায়গায় উপস্থিত হয়ে পড়েন। এতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সব মিলিয়ে, বুধবারের এই ঘটনাগুলি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মনোনয়ন পর্বেই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আগামী দিনে ভোট যত এগিয়ে আসবে, ততই এই উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছে বিভিন্ন মহল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হলেও রাজনৈতিক সংঘাত যে এখনও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে, তা এদিনের ঘটনাবলিই প্রমাণ করে দিল।

উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক
আপনার আশার হিসাব
(একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক)
আঞ্চলিক কার্যালয়ঃ উৎকর্ষ টাওয়ার, এনএইচ-৩১ (বিমানবন্দর সড়ক), সেহমলপুর, কাজী সরাই, হরহুয়া, বারাণসী-উত্তর প্রদেশ ২২১১০৫
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃউৎকর্ষ টাওয়ার, এনএইচ-৩১ (বিমানবন্দর সড়ক), সেহমলপুর, কাজী সরাই, হরহুয়া, বারাণসী, ইউপি-২২১ ১০৫
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮(২) অনুযায়
স্থাবর সম্পত্তির দখল বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা 'আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ বলবকরণ আইন, ২০০২' (Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)-এর অধীনে এবং 'নিরাপত্তা স্বার্থ (বলবকরণ) বিধিমালা, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর প্রতি একটি 'দাবি নোটিশ' (Demand Notice) জারি করেছেন-যা নিচে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব(সমূহ)-এর বিপরীতে বর্ণিত তারিখে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নোটিশে তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা দাবি নোটিশটি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, দাবিকৃত অর্থের সাথে প্রযোজ্য হারে সুদ এবং পরিশোধের তারিখ ওঅথবা অর্থ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত ভবিষ্যৎ সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জসহ সমুদয় অর্থ পরিশোধ করেন। যেহেতু ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতাবন্ধকদাতা(গণ) তাঁদের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এতদ্বারা নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতাবন্ধকদাতা এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে-অনুমোদিত কর্মকর্তা উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর সাথে পঠিত বিধি ৮-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিচে উল্লিখিত ঋণ হিসাবের বিপরীতে বর্ণিত তারিখে, নিচে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত সম্পত্তিটির (যা 'নিরাপত্তা সম্পদ' বা Secured Assets হিসেবে গণ্য) দখল গ্রহণ করেছেন। ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতাবন্ধকদাতা এবং বিশেষত সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যেন তাঁরা এই 'নিরাপত্তা সম্পদ'-এর বিষয়ে কোনো প্রকার লেনদেন বা হস্তান্তর না করেন এই সম্পত্তির বিষয়ে যেকোনো প্রকার লেনদেন বা হস্তান্তর, নিচে উল্লিখিত ঋণ হিসাবের বিপরীতে বর্ণিত অর্থের পরিমাণ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদের বিপরীতে 'উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড'-এর 'চার্জ' (Charge) বা অধিকারের অধীন বলে গণ্য হবে। নিচে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতাবন্ধকদাতা(গণ)-এর দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে এই উপধারায় 'নিরাপত্তা সম্পদ' বা বন্ধকী সম্পত্তিটি ছাড়িয়ে নেওয়ার (Redeem) জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সম্পর্কে বিধান বর্ণিত রয়েছে।

ক্রম নং	শাখার নাম	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ	বকেয়া অর্থের পরিমাণ দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী
১	বেহালা কলকাতা	১৫৪৮০৬০০০ ০০৬০৩৪	১. সঞ্জীব মৃধা এস / ও মুরারি মোহন মৃধা (ঋণগ্রহীতা / বন্ধক) ২. রাধারাণী মৃধা ডব্লু / ও সঞ্জীব মৃধা (গ্যারেন্টর / বন্ধক)	১১-১২-২০২৫	০৭-০৪-২০২৬	৬৬০৭৫০.০৯ /-

সম্পত্তি(সমূহ)-এর বিবরণ (সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অংশ ও অঙ্গ)ঃ সম্পত্তির যে অংশে কাঠামোসহ জমি অবস্থিত, যার আয়তন আনুমানিক ৬৩০ বর্গফুট (কম-বেশি) উক্ত সম্পত্তিটি মৌজা - রাজাপুর, জে.এল. নং - ৭৯, তৌজি নং - ১৪৩৭-এর অন্তর্গত এটি আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮০-এর অধীন আর.এস. দাগ নং ৯৮ এবং এল.আর. কৃষি খতিয়ান নং ১১৯৮-এর অন্তর্ভুক্ত অবস্থিত - তালদি গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা - ক্যানিং, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৭৬, এ.ডি.এস.আর. অফিস - মাতলা, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, ভারত দলিল নং - ০১৬৬৯ (সাল - ২০১২)। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপঃ পূর্ব - প্রমিলা পাইলান-এর সম্পত্তি পশ্চিম - শঙ্কর সাফুই-এর সম্পত্তি উত্তর - ৬ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ দক্ষিণ - শঙ্কর সাফুই-এর সম্পত্তি।

তারিখঃ ০৯০৪২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বাক্ষরিত-
(ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)
উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লি.

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১২৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫ চৈত্র, ১৪৩২

বারাকপুরের মঙ্গল পাণ্ডে

১৮৫৭' র অগ্নিশিখা মঙ্গল পাণ্ডে। ভারতের বুকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম আলোকশিখা জ্বলে উঠেছিল কলকাতার ব্যারাকপুর উপকণ্ঠে। এই ক্যান্টনমেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর অন্যতম প্রধান ঘাঁটি ছিল। এখন থেকেই বিদ্রোহের ধ্বজা আকাশের বুকে উড়েছিল। মঙ্গল পান্ডে নামের এক সামান্য সিপাহী তার হাতের বন্দুক থেকে নিক্ষেপ করেছিলেন বিদ্রোহের প্রথম গুলিটি। তিনিই প্রথম বারুদের স্তুপে ছুড়ে দিয়েছিলেন জ্বলন্ত মশাল। যদিও তার এই প্রয়াস সফল হয় নি। দেখতে দেখতে এই আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই আন্দোলনে পরিকল্পনা নানা সাহেবেরও ছিল। তার পাশে দাঁড়িয়েছেন ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈ, তাতিয়া টোপি, আরো আছেন আজিমুল্লাহ আরো অনেকে। তবে নানা সাহেব আর আজি মুল্লাহ মিলে ধীরে ধীরে গোটা ভারতের সেনা ছাউনীগুলিতে বিদ্রোহ সংগঠিত করে তোলেন। উত্তর প্রদেশের বলিয়া জেলার গোড়া এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদের আকবরপুর তহশীলে ১৮২৭ সালের ১৯ জুলাই মহাবিদ্রোহের অগ্নিশিখা মঙ্গল পান্ডে এর জন্ম হয়। তার পিতার নাম ছিল দিবাকর পান্ডে। কৃষকের বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন তার পিতা। দরিদ্রতার কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে পান্ডে পরিবার কিশোর মঙ্গলকে ইংরেজদের সেনা ছাউনীতে পাঠিয়ে দিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল আর্মিতে যোগ দিলেন মঙ্গল, তিনি হলেন নেটিভ ইনফ্যানট্রি রেজিমেন্টের সিপাহী, কোম্পানি নং ৫, রেজিমেন্ট নং ৩৪ এবং তার নম্বর ১৪৪৬। তখনকার দিনে ৫৩ এনফিল্ড রাইফেলের টোটার সামনের অংশ দাঁত দিয়ে ছিড়ে বন্দুকে বারুদ ভরতে হত। মঙ্গল পান্ডে খবর পান গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো আছে ওই টোটায়। সেই টোটা দাঁত দিয়ে ছিড়তে বাধ্য হয় তারা। জাতি ও ধর্ম নির্বিবেশে হিন্দু ও মুসলমানরা। ১৮৫৭ সালের ২৯ শে মার্চ সেনা ছাউনীতে সিপাহীরা তৈরি হচ্ছে আর একটি নতুন দিনের কাজ শুরু করার জন্য। মঙ্গল পান্ডে শেষ রাত্রে উঠে পুজো পাঠ শেষ করে ফেলেন। তার কপালে জ্বলজ্বল করছে রক্ত চন্দনের তিলক। চোখে মুখে দৃপ্ত অঙ্গীকার। কিসের? তা কেউ জানে না। সকালে কেউ কেউ মঙ্গল পান্ডে এর কাছে যান। তার পুজো, শাস্ত্র পাঠের সময় চুপ করে বসে থাকে। তার পর তাকে প্রণাম করে চলে যায়। সেদিন যারা মঙ্গল পান্ডের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল তারা ফেরার পথে বলাবলি করছিল। ইংরেজ সামরিক বাহিনীর অফিসাররা আজ পান্ডেজিকে স্যাটিং রেঞ্জে নিয়ে যাবে বাধ্য করবে তাকে গরুর চর্বি মেশানো টোটা ছিড়তে। বোধ হয় মঙ্গল পান্ডে কিছুতেই রাজি হবেন না। মঙ্গল পান্ডে ক্ষিপ্ত প্রায় ছুটে এলেন মাঠে একহাতে বন্দুক ধরে চিৎকার করে বলে উঠলো, ভাই সব আর চুপ করে বসে থেকো না। ভগবানের দোহাই তোমরা বেরিয়ে এসো। গুলি করে মেরে ফেলো ইংরেজ শয়তানদের। এসো মারো মারো। সার্জেন্ট মেজর হিউসন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই দৃশ্য দেখে বাকি সিপাহীদের আদেশ দিলেন, গ্রেপ্তার করো ওকে----- অ্যারেস্ট হিম।

বাগবাজারের মা অন্নপূর্ণা

বাগবাজারের অন্নপূর্ণা ঘাটের ঠিক উল্টোদিকে যেখানে বাগবাজার স্ট্রিট আর রবীন্দ্রসরণী এসে মিশেছে, সেখানেই রাস্তার উপর একটা তিনতলা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে যে বাড়িটির ঠিকানা, ৬০৮ রবীন্দ্র সরণী। বাড়িটি সাদামাটা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। তবে বাড়ির প্রবেশ পথের ওপরে যে অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান আছে, সেখানে যে অলংকরণ করা আছে সেটা খুবই আকর্ষণীয়। ওই দরজা দিয়ে সোজা সরু পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলে বাড়ীর পিছন দিকে চলে যাওয়া যাবে। আর চোখে পড়বে একটা নাতি উচ্চ ভিতের ওপর পশ্চিমমুখী একতলার দালান মন্দির। সামনে তিনটি থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বারান্দা। বারান্দার ওপরে তিন দিকে চুন সুড়কির তৈরী জাফরীর কাজ চোখে পড়বে। গর্ভগৃহের প্রবেশপথের উপরেও রয়েছে স্ট্যাকোর ফুলকারি নকশা। বারান্দার পরে মাঝারি আকারের গর্ভগৃহে একটা ছোট্ট সিংহাসনে রয়েছে ধাতব অন্নপূর্ণা মূর্তি। তবে ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এই অন্নপূর্ণা মূর্তি আর পাঁচটা অন্নপূর্ণা মূর্তি থেকে আলাদা। সাধারণ অন্নপূর্ণা মূর্তিতে শিবের হাতে থাকে ভিক্ষাপাত্র, মা অন্নপূর্ণার এক হাতে অন্নপাত্র অন হাতে হাতা থাকে। এখানে শিব আর অন্নপূর্ণা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। এই গর্ভগৃহে আর একটি ছোট সিংহাসনে আছে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। এই অন্নপূর্ণা মন্দিরের কাছেই রয়েছে চারটি আটচালা শৈলীর শিব মন্দির। চারটি মন্দিরই জীর্ণ হয়ে পড়েছে। তবে তার মধ্যে দুটোর অবস্থা খুবই খারাপ। প্রত্যেকটি শিব মন্দিরেই কালো পাথরের শিবলিঙ্গ আছে। সব ক'টা মন্দিরেই নিত্যপুজো হয় নমো নমো করে। বলা যায় পুরোহিত মশাই সব বিগ্রহের উদ্দেশ্যে দু চারটে ফুল দিয়ে যান। শিব মন্দির ও শিবলিঙ্গের দেখা পেলেও মা অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে একমাত্র অন্নপূর্ণা পুজোর দিন গেলে। কেবলমাত্র ওই দিন গেলেই অন্নপূর্ণা বিগ্রহ দেখা সম্ভব। আর এই মন্দির প্রাঙ্গনে যে চারটে শিব মন্দির ও অন্নপূর্ণা মন্দির মোট পাঁচটি মন্দির যে রয়েছে , তা বাইরে থেকে বিন্দুমাত্র বোঝার উপায় নেই। কারণ এই মন্দিরগুলির সামনেই একটা তিনতলা বাড়ী উঠে গেছে। এখানকার চারটে শিব মন্দিরের মধ্যে একটা শিব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ফলক আছে। শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ও গবেষক প্রাণকৃষ্ণ দত্তের পাঠোদ্ধার করা প্রতিষ্ঠালিপি, শাকে বিলেশয় বিলর্ভুবি ধৌবিধা, যে চিত্তেহ বিলাপ ফলদং গুরুপদ পদ্মমাবাস্য। সংনির্মতে দ্বিজ বিষ্ণু রামতো কার্যীদ্ধি মন্দিরমিদং পবমৈ একাক্ষীঃ। এই লিপির পাঠোদ্ধার করলে বোঝা যায় যে এই মন্দিরগুলি তৈরী হয়েছিল ১৬৯৮ শকাব্দ বা ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে। তৈরী করেছিলেন বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী। যিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কলকাতার আমিন পদে নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

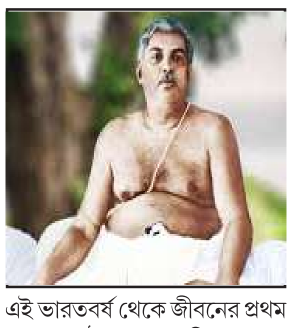

এই ভারতবর্ষ থেকে জীবনের প্রথম স্তোত্র পাঠ করা হয়েছিল। 'জবা কুসুমাসং কাশ্যপেয়িং মহাদ্যুতিম'। মহা মন্ত্র এই ভারত থেকে উচ্চারিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করবেন। সন্তানদের বলতে হবে না। মা তাঁর নিজের ইচছাতে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র উচ্চারিত ঙওয়ার খুবই প্রযোজন। নাহলে কিন্তু তা কোনও সময়ে মানব সমাজের কাজে লাগবে না। মানব সমাজকে রক্ষা তরত গেলে সেবা করতে গেলে প্রযোজন মানবিকতা।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

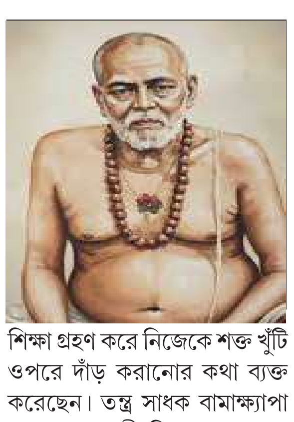

শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে। তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি পরাস্ত করতে পারবে না।

সমগ্র দেশ জুড়ে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি ধ্বনিত হয়ে চলেছে

রবীন্দ্রকুমরা শীল

(সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২৬ জুন ১৮৩৮ সালে এবং তিনি পরলোকগমন করেন ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ সালে। আজ প্রায় ১৩৩ বছর আগে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর রচিত 'বন্দেমারতম' সঙ্গীত সারা দেশজুড়ে ১৫০ বর্ষ দিবস পালিত হচ্ছে। এই 'বন্দেমাতরম' গানটি এখন রাষ্ট্রীয়

সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত। বিপ্লবী অরবিন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বন্দেমাতরম' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিচিত করান। বিপ্লবী অরবিন্দ তো 'বন্দেমাতরম' নাম দিয়ে একটি ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক হয়ে প্রকাশ করতেন। রাজা সুবোধ মল্লিক তো নিজে স্বয়ং তাঁর পরিবারের সঙ্গে নিজের বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গাইতেন। এমনকী তাঁর বাড়ির বাড়ির পাশেই তৈরি হয়েছিল 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার অফিস। ইংরেজ সরকার 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা নিষিদ্ধ করেছিল। আর সেই নিষিদ্ধকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্র। মজফফপুরে গিয়ে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি বোম নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে মারতে গিয়ে নিজেদের প্রাণ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বন্দেমারতরম' গানের সুর দিয়েছিলেন এবং কংগ্রেস অধিবেশনে এই সঙ্গীত নিজ কণ্ঠে গেয়েছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম' স্লোগান নির্মাণ করেন যা আজকে প্রত্যেক বিপ্লবীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে। তার ফলে এই স্লোগান ইংরেজ সরকারের বিদায়ের স্লোগানে পরিণত হয়। এক সময়ে ব্রিটিশ সরকার 'বন্দেমাতরম' স্লোগানও দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত ছিল একটি শক্তিশালী অস্ত্র।)

তাকে ঘিরেও তৈরি 'আনন্দমঠ' (১৮৪৪) উপন্যাস রচনার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজে জাতীয় চেতনার বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে সেটা উপলব্ধি করতে পেরেই তিনি এই ধরনের উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। তিনি 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত রচনা করলেন। দেশ উদ্ধারের আসল শক্তি হলো ভক্তি সেটাকে তিনি এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করলেন। আসলে সেই সময়ে জাতীয় জাগরণের একটি ক্ষুদ্র উন্মাদনা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই জাতীয় জাগরণের ক্ষুদ্র উন্মাদনকে আরও বিকাশ করতেই আন্দমঠ উপন্যাসটি রচিত হল। সন্ন্যাস বিদ্রোহকে সামনে রেখে একটি উপন্যাসের পট রচনা। তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের আন্দোলন দেখে যেতে পারেনি বটে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর উপন্যাসটি বিপ্লবীদের মুখ্যপাঠ্য হয়েছিল। বিপ্লবী অরবিন্দ বাংলায় এসে বিপ্লবীদের 'আনন্দমঠ'কে বিপ্লবী দের অবশ্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রহণ করলেন। 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতকে বিপ্লবীদের মুখ্য বীজমন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বিপ্লবী অরবিন্দ না আসলে বাংলায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি গুরুত্ব প্রায় থাকতো না বলতে গেলে চলে। জাতীয় জাগরণে মন্ত্র হিসাবে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতকে প্রাধান্য দেওয়া হলো। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে 'বন্দে মারতম' সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়। আবার কংগ্রেস অধিবেশনের জাতীয় সঙ্গীত ছিল 'বন্দে মাতরম' গানটি। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি 'বন্দে মাতরম' স্লোগানকে তাঁর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করলেন। ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের মন্ত্র এই সঙ্গীতের মধ্যে উচ্চারিত হতে দেখা গেল। আজকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'ভারত মাতা কি জয়' বলে স্লোগান দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 'ভারত মাতা'র ছবিটাতে কি কোনও রাজনৈতিক দল অধিবেশন করার আগে মাল্যদান করে অধিবেশন শুরু করে। সেটা বোধ এখন আর হয় না। 'বন্দে মাতরম' রাজনৈতিক দলের স্লোগানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সেই গানটি কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে এবং 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের তাৎপর্য কি তা নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের বর্তমান নেতারা আর মাথা ঘামান না। তারা শুধু ভোট আর ক্ষমতা পেলেই হল। জাতীয় জাগরণের সূত্র কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। তার ফলে এতখানি অধঃপতন। বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের কথা বলেছেন সেখানে কোনও বিভেদ নীতি ছিল না। সেখানে সব ভারতীয়দের স্থান প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে বঙ্কিমবাবুর জাতীয় জাগরণের মধ্যে হিন্দুত্বের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে তাকে এক শ্রেণির লোকেরা বর্জন করতে শুরু করলো। কালের গতিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে জাতি ভাগের অংশীদারে পরিণত হলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মীয় জাতীয় জাগরণ সবার কাছে গ্রহণীয় ছিল। স্বাধীনতার পর কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থের রাজনীতির কবলে পড়ে বঙ্কিমকে ভাগ হতে হল। এটা কিন্তু ভারতের রাজনীতির করুণ ট্র্যাজেডি। আসলে আমরা ভাগ করতে শিখেছি। এক করতে জানি না। এক কাকে বলে সেটা শেখিনি। খণ্ডিত করতে শিখেছি মাত্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানে এক হয়ে চলার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীতে এক হওয়ার কথা বলেছেন। 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করলো ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে। সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াতেন 'বন্দে মাতরম'। জাতীয় চেতনা শক্তিকে বলিয়ান করতে কবিগুরু বঙ্কিমবাবুর রচিত এই গানটিকে অস্ত্র করে ইংরেজদের বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ফলে সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রে 'বন্দে মাতরম' বাংলা তথা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হতে থাকে। মহাত্মা গান্ধি তাঁর রচিত 'স্বরাজ হিন্দ' বইতে লিখেছেন বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই ভারতের জাতীয় জগরণের পথ তৈরি করে দেয়। সেই সময়ে রচিত হয়েছিল দুটি বিখ্যাত সঙ্গীত। একটি হচ্ছে- 'বাংলার মাটি বাংলার জল পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।' আর একটি সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' যা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। এর পাশাপাশি ছিল 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত। প্রকৃত অর্থে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের মধ্যে একটি শক্তি রয়েছে সেটা বুঝতে পারা যায় যদি এক মনে এই গানটি গাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রে ভাষার মধ্যে শক্তি ছিল। সেই শক্তি আরও বেশি করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত এই সঙ্গীতে। সেই কারণে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত দুটো- একটি হচ্ছে 'বন্দে মারতম।' আর এর একটি হচ্ছে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'। কংগ্রেস অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' সভা অনুষ্ঠান শুরু হওয়া আগে গাওয়া হয়ে থাকে। সভার শেষে গাওয়া হয় 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে।' বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের কথা তিনি বললেন। ধর্মকে আধুনিক হতে হবে। ধর্মকে মানুষের ব্যবহারে কাজে লাগাতে হবে। ধর্ম কেবল মাত্র মানুষের হিতার্থে ব্যবহৃত হবে। ধর্ম কিন্তু শোষনের অস্ত্র নয়। ধর্ম হচ্ছে মানুষকে চলার পথ তৈরি করে দেবে। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণ চরিত্র' রচনা করলেন। তিনি সেখানে কৃষ্ণ চরিত্রে ভাগবত গীতার কৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন না। তিনি মহাভারতের কৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন। বীর শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে চর্চা করলেন। তিনি কৃষ্ণকে ভারত মুক্তি অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ভারতবর্ষকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন দেখে ছিলেন মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ। বীর শ্রীকৃষ্ণ। চতুর শ্রীকৃষ্ণ। প্রেম ভক্তি ময় শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বেশি মাথা ঘামাননি। তিনি স্বাধীন ভারত দেখতে শ্রীকৃষ্ণের মতো একজন বলিষ্ঠ নেতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। পরাক্রমশালী শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন রয়েছে বলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই কারণে তিনি মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে বঙ্কিম তাঁর নিজস্ব ধাঁচে 'কৃষ্ণ চরিত' রচনা করলেন যিনি বুদ্ধি এবং শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়তে সক্ষম। মহাভারতে যুগে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই কৃষ্ণ চরিত্রকে তিনি তাঁর রচনায় প্রকাশ করলেন। জাতীয় জাগরণে চিন্তার স্ফূরণ দেখতে পান বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে। শক্তির পুজারি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। পরবর্তীকালে তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণ পুজারিতে পরিণত হন।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন ১৮৪৪ সালে।

বাংলার ভোট যুদ্ধে বাদ পড়ে না উত্তম -সুচিত্রার রোমান্টিকতা

অশোক মজুমদার

রায়গঞ্জ মিটিং কভার করে বিকালে মালদা স্টেশনে পৌঁছালাম। ট্রেনের এখনও অনেকটাই দেরি। খুবই খিদে পেয়েছে। জায়গায় জায়গায় অবরোধ হওয়ায় মিটিং ধরতে অনেকটা সকালেই বেরিয়ে গেছি বলে খাওয়া হয়নি আজ প্রায় কিছুই। স্টেশনের বাইরেই ওল্ড গ্যালারি নামে একটা রেস্টুরেন্ট দেখে আন্দাজেই ঢুকে পড়লাম। সত্যি বলতে বাইরে থেকে দেখে আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি। কিন্তু ভিতরে ঢুকেই আমি থ! পুরো ইন্টিরিয়রটাই সত্যজিৎ রায় এবং উত্তম সুচিত্রার ছবি দিয়ে সাজানো। ওই গরমের দুপুরেও প্রায় সব চেয়ারই হাউসফুল। ওয়েটার বলল, সন্ধ্যার পর ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়েও থাকতে হয়। ঠিক যেমন পার্ক স্ট্রীট পিটার ক্যাট। আমি তো শুনে অবাক। এটা কি সেই মালদা যেখানে আমি বন্যা কবলিত এলাকা কভার করতে আসতাম....একটা থাকার জন্যই ভালো হোটেল ছিল না, খাওয়া তো দূরের বিষয়!

ওল্ড গ্যালারি রেস্টুরেন্টে সব রকম খাবার পাওয়া যায়। আমি নিলাম তন্দুর রুটি, কড়াই পনির আর টক দই। খাবারও খুব ভালো। অন্যকিছু নিইনি কারণ ইলেকশনের সময় আমি ভীষন রেস্ট্রিক্টেড ফুড হ্যাবিটে চলে যাই। একেবারে ভেজিটেরিয়ান হয়ে যাই। কোনো ড্রিঙ্কস বা রিচ মশলাদার খাবার সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলি। নাহলে এই কঠিন শিডিউল আর ভয়ংকর গরমে কিছুতেই ম্যানেজ করতে পারবো না। শরীর খারাপ হয়ে যাবে। খাওয়া দাওয়ার পর পাইলট আজিজকে বললাম কয়েকটা ছবি তুলে দাও।

আমি ক্যামেরা হাতে দেশ বিদেশ ঘুরেছি। কত সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখেছি। কিন্তু নিজেকে সেই জায়গার মধ্যে দেখার তেমন স্পৃহা জাগেনি। কিন্তু আজকাল আমার এগুলো ইচ্ছে করছে। পরে ছবিগুলো দেখে আমার নিজেরই মজা লাগছে খুব। এখানে সেলফি জোনও আছে। তাতে উত্তম সুচিত্রার বিখ্যাত গান এই পথ যদি না শেষ হয় এর ব্যাকগ্রাউন্ড সামনে একটা স্কুটার। বাহ চমৎকার ভাবনা। পোজ দিলাম। কয়েকটা টেবিল থেকে আমায় এরকম দেখে কেউ কেউ মিটিমিটি হাসছে, কেউ কেউ দু একটা কথা বলছে। এই সোশ্যাল মিডিয়ার জন্যই এবারের ইলেকশন কভার করতে গিয়ে অনেকেই আমাকে চিনতে পারে, কথা বলে, কেউ কেউ সেলফিও তোলে। আমার ছবিওয়ালা জীবনের একটা কাজ আমি করতে পারিনি নাকি নতুন নতুন আসা প্রফেশনে ভাবিনি হয়তো সেভাবে কিন্তু উত্তম সুচিত্রার ছবি আমার ক্যামেরায় ধরা নেই। এদের দুজনেরই সিনেমার পাগল এদেরই ছবি তুলিনি কোনোদিন। উত্তম সুচিত্রার সব ছবিই একবার নয় একাধিকবার দেখেছি। আমাদের কৈশোর যৌবনকালে প্রেমের অনুভূতিই তো উত্তম সুচিত্রা।

আমার মায়ের উত্তম সুচিত্রার সিনেমা ভীষন প্রিয় ছিলো। বিয়ের আগে বাড়ি থেকে স্কুলে যাবার জন্য বেরিয়ে পাড়াতে কারোর বাড়িতে পোশাক বদলিয়ে স্টেশনের কাছে রানাঘাট টকিজে চলে যেত উত্তম সুচিত্রার সিনেমা দেখতে। ছোটবেলায় মামারবাড়ি রানাঘাটে গেলেই পাড়াতুতো মামা দাদুরা আমাকে দেখলেই বলতো, তুই সুধার ছেলে তো ? তোর মা জানিস কি করতো?....বলেই মায়ের এই সিনেমা দেখতে যাবার গল্পটা খুব করতো। সে এক মজার দিন গেছে। মা কলকাতা এসেও উত্তম সুচিত্রার সিনেমা টিভিতে হলেই দেখতে বসে পড়তো।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা বলি.... সাদা বাড়ির কালো গ্রিলে তখন কাজ করি। কালীপুজোর আগে দীপাবলির এডভ্যান্স ছবি তোলার জন্য সুচিত্রা সেনের নাতনি রাইমা সেনের বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে গেছি। রাইমার ছবি তোলার পর খুব কাকুতি মিনতি করছিলাম রাইমাকে যে একবার দিদার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য কারণ আমি জানতাম, সুচিত্রা সেনেরও ওদের পাশেই ফ্ল্যাট। ভিতর দিয়েও যাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ছবি তুলবো না। শুধু একবার দেখবো...বারবার এই অনুরোধ করলে খুব হেসে রাইমা বলেছিল, তুমি তো দেখলে দিদাকে। মানে ? রাইমা বললো, তোমাকে তো দিদাই দরজা খুলে দিলো! আমি তো চমকে গেলাম....হ্যাঁ ঠিকই আমাকে একজন মহিলা দরজা খুলে দিয়েছিল। তারপর আর তাঁকে দেখিনি। কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ পোশাক পরা, কোনো সাজগোজ ছাড়া ওটা যে আমার স্বপ্নের সুচিত্রা সেন সেটা আমি কল্পনাতেও আনি নি। রাইমা হাসতে হাসতে বলল, দিদা এদিকে আসে তো কিন্তু কেউ চিনতে পারলে আর সামনে আসে না।

ইশ কি আফসোস। দরজা খোলার সময় ঠিক করে যে দেখলাম না কেন ? প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, আনন্দ বাজারের সানন্দা বিভাগে কাজ করতো নিবেদিতা....আপনারা এখন অনেকেই হয়তো চিনবেন ওর পডকাস্ট সূত্রে....ও এরকমই একবার রাইমার কোনো ইন্টারভিউ নিতে এসে সুচিত্রা সেনের সঙ্গেই অনেকক্ষণ নাকি বসে কফি খেতে খেতে গল্প টল্প করেছিলো। তারপর রাইমার সঙ্গে কথোপকথন হয়ে যাবার পর আমার মতোই ওকে অনুরোধ করে যে সুচিত্রা সেনের সঙ্গে একবার দেখা করবো?রাইমা বলে, দেখা তো হয়ে গেছে। নিবেদিতা অবাক! রাইমা হাসতে হাসতে ওকে বলে যে, যাঁর সঙ্গে কফি খেলে ওই তো দিদা! সুচিত্রা সেন একবারই জনসমক্ষে এসেছিলেন আর সেই বিখ্যাত ছবিটি তুলেছিলো সাদাবাড়ি কালো গ্রিলে কাজ করা আমারই সহকর্মী রাজীব বোস। আপনারা জানেন পঁচানব্বই সালে প্রথম ভারতীয় ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র করার কাজ শুরু হয়।

ভারতের গণতন্ত্র রক্ষাকর্তা হচ্ছে শক্তিশালী সংবিধান

অনিকেত নস্কর

গণতন্ত্রে পুরস্কারের নামে শাস্তি রাষ্ট্রক্ষমতার সীমা কোথায়? একটি সংবিধান-নির্ভর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার কেবল একটি নৈতিক আদর্শ নয়, বরং তা আইনের দ্বারা সুরক্ষিত একটি মৌলিক নিশ্চয়তা। সেই রাষ্ট্রে যদি শাসকগোষ্ঠী কোনও নাগরিকের মাথার উপর পুরস্কার ঘোষণা করে, তবে তা নিছক একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না; বরং তা রাষ্ট্রের চরিত্র, শাসনের নৈতিকতা এবং আইনের শাসনের প্রতি গভীর প্রশ্ন তোলে।

প্রশ্নটি তাই শুধু আইনি নয়, বরং তা এক গভীর রাজনৈতিক ও নৈতিক বিতর্কের বিষয়;কীভাবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এমন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, যা স্বভাবতই মধ্যযুগীয় দমননীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ?

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল আইনের শাসন, যেখানে প্রত্যেক নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি পদক্ষেপ আইন ও সংবিধানের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এই কাঠামোর মধ্যে কোনও নাগরিক অপরাধী হলে তার বিচার হবে নিরপেক্ষ আদালতে, প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে। কিন্তু যখন রাষ্ট্র বা শাসকগোষ্ঠী কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুরস্কার ঘোষণা করে, তখন তা কার্যত বিচার প্রক্রিয়ার আগেই তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার শামিল। এটি বিচার ব্যবস্থার মৌলিক নীতির পরিপন্থী এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকারের উপর সরাসরি আঘাত।

এই ধরনের পদক্ষেপ সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে দেখা যায়, যেখানে রাষ্ট্র কোনও ব্যক্তিকে 'রাষ্ট্রের শত্রু' বা 'অপরাধী' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তাকে গ্রেফতার করার জন্য সাধারণ মানুষের সহায়তা চায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি যখন নিয়ন্ত্রিত এবং আইনি কাঠামোর মধ্যে থাকে, তখন তা একটি বৈধ অনুসন্ধান পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সমস্যা তখনই শুরু হয়, যখন এই 'পুরস্কার' বা 'বাউন্টি' রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, অথবা যখন তা এমনভাবে ঘোষণা করা হয়, যা ব্যক্তির জীবন ও নিরাপত্তাকে সরাসরি হুমকির মুখে ফেলে।

গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষা করা। যদি সেই রাষ্ট্রই কোনও নাগরিকের বিরুদ্ধে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে তার উপর আক্রমণ বা সহিংসতা উসকে দেওয়া হয়, তবে তা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই ধরনের পদক্ষেপ কার্যত একটি বিপজ্জনক বার্তা দেয়;যে রাষ্ট্র আইনকে পাশ কাটিয়ে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে প্রস্তুত। এটি শুধু একটি ব্যক্তির জন্য নয়, বরং পুরো সমাজের জন্যই এক অশনি সংকেত।

এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ক্ষমতার অপব্যবহার। ইতিহাস সাক্ষী যে, যখনই রাষ্ট্রের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তখনই তা নাগরিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের পথ খুলে দিয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাই ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। বিচার বিভাগ, সংবাদমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজ;এই তিনটি স্তম্ভ সেই ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু যদি এই স্তম্ভগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে রাষ্ট্রের এমন সিদ্ধান্তগুলি অপ্রতিহত হয়ে ওঠে।

আরও একটি দিক হল এই ধরনের পদক্ষেপের সামাজিক প্রভাব। যখন রাষ্ট্র কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুরস্কার ঘোষণা করে, তখন তা সমাজের মধ্যে একটি ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে। মানুষ বুঝতে পারে যে, যে কোনও সময় রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হলে তাদেরও একই পরিণতির মুখোমুখি হতে হতে পারে। এর ফলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমালোচনার অধিকার এবং নাগরিকের আত্ম বিশ্বাস;সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গণতন্ত্র তখন ধীরে ধীরে একটি ভীতিকর কাঠামোয় পরিণত হয়, যেখানে নাগরিকরা নিজেদের মত প্রকাশ করতে ভয় পায়।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের সংবিধানের মূল চেতনার দিকে ফিরে তাকাতে হয়। সংবিধান কেবল একটি আইনি দলিল নয়; এটি একটি সামাজিক চুক্তি, যেখানে রাষ্ট্র এবং নাগরিকের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি নির্ধারিত হয়। সেই চুক্তির মূল কথা হল;রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার রক্ষা করবে, এবং নাগরিক রাষ্ট্রের আইন মেনে চলবে। এই পারস্পরিক বিশ্বাসের উপরই দাঁড়িয়ে থাকে একটি সুস্থ গণতন্ত্র। কিন্তু যখন রাষ্ট্র নিজেই সেই চুক্তি লঙ্ঘন করে, তখন সেই বিশ্বাস ভেঙে পড়ে।

এখানে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নও উঠে আসে। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। কিন্তু যদি সেই শাসকরাই এমন সিদ্ধান্ত নেন, যা গণতন্ত্রের মূল মূল্যবোধের পরিপন্থী, তবে তা তাদের নৈতিক দায়িত্বের প্রশ্ন তোলে। জনগণের উচিত সেই সিদ্ধান্তগুলিকে প্রশ্ন করা এবং প্রয়োজনে প্রতিবাদ জানানো।

এই প্রেক্ষাপটে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যম এই ধরনের ঘটনাকে সামনে নিয়ে আসে, বিশ্লেষণ করে এবং জনমত গঠনে সাহায্য করে। কিন্তু যদি সংবাদমাধ্যমও চাপের মুখে পড়ে বা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে ওঠে, তবে সত্য চাপা পড়ে যায় এবং সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ায়। সবশেষে, এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো একটি সরল বাক্যে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এটুকু স্পষ্ট যে, একটি সংবিধান-নির্ভর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনও নাগরিকের উপর পুরস্কার ঘোষণা করা একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং বিতর্কিত পদক্ষেপ, যা কেবল আইনি নয়, বরং নৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকেও গভীরভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে। এটি একটি সতর্কবার্তা, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, গণতন্ত্রের সুরক্ষা শুধুমাত্র আইনের উপর নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে আমাদের সকলের সচেতনতা, দায়িত্ববোধ এবং ন্যায়ের প্রতি অঙ্গীকারের উপর। গণতন্ত্রের শক্তি তার প্রতিষ্ঠানে নয়, বরং তার চর্চায়। যদি সেই চর্চা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে শক্তিশালী সংবিধান।

ভারতের কম্পিউটার সায়েন্সে দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে

বুদ্ধদেব মিশ্র

CSIR - CGCRI ইনস্টিটিউট কম্পিউটেশনাল এবং ডেটা ড্রাইভেন অ্যাডভান্সড ম্যাটেরিয়ালস (CDAM ২০২৬) এর উপর দুই দিনের সম্মেলন এবং কর্মশালার আয়োজন করছে, যা সারা দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকদের একত্রিত করছে। দুই দিন ধরে, নেতৃস্থানীয় অধ্যাপক, বিজ্ঞানী এবং পণ্ডিতরা মাল্টিস্কেল সিমুলেশন, মেশিন লার্নিং, উচ্চ-থ্রুপুট পরীক্ষা, এবং সমন্বিত কম্পিউটেশনাল-পরীক্ষামূলক কাঠামোর সাম্প্রতিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনায় নিযুক্ত হবেন, যা পদার্থ বিজ্ঞানে ডেটা-চালিত পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।

ইভেন্টটি বৌদ্ধিক বিনিময়ের জন্য একটি মূল্যবান প্ল্যাটফর্ম অফার করে, যা অংশগ্রহণকারীদের অত্যাধুনিক গবেষণা শেয়ার করতে এবং অর্থপূর্ণ সহযোগিতা তৈরি করতে সক্ষম করে যা উন্নত উপকরণ এবং তাদের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে গণনামূলক এবং ডেটা-চালিত পদ্ধতির ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্মেলনের একটি মূল হাইলাইট হল এই দ্রুত বিকশিত ক্ষেত্রটিতে গবেষকদের মধ্যে ক্রস-শৃঙ্খলা সহযোগিতা এবং সংলাপকে উত্সাহিত করার উপর দৃঢ় ফোকাস।

আজকে ভারতের কম্পিউটার সায়েন্সে এআই এসে গিয়েছে। তার ফলে ভারতের কম্পিটার বিজ্ঞান যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে গিয়েছে। যেভাবে ভারতের প্রতিটি তরুণ সমাজ কম্পিউটার সায়েন্সকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে তারা একটি সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের কম্পিউটার সায়েন্সের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে। আমেরিকার বহু জাতিক কম্পিউটার কোম্পানি গুলিতে ভারতের তরুণদের অংশ গ্রহণ বেশি দেখা যায়।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

ডানা মেলতে পারছে না হুমায়ুনের দলের নতুন সারথি

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৮ এপ্রিল ঃ রাজ্যে নির্বাচনের প্রচারে দার্জিলিং থেকে দীঘা হয়ে সুন্দরবন পর্যন্ত যাতে দ্রুত চষে ফেলা সম্ভব হয় তা সুনিশ্চিত করতে একটি হেলিকপ্টার ভাড়া করা হয়েছে রাজ্যের নবীনতম রাজনৈতিক দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র তরফে। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে হেলিকপ্টার ওড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় 'এনওসি' না পাওয়ায় হুমায়ুন কবীরের নতুন রাজনৈতিক দলের 'সারথি' তার ডানা মেলতে পারছে না। সুদূর চেন্নাই থেকে কলকাতা এসে বিমানবন্দরের 'হ্যাঙ্গারে' দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটি। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হওয়ায় এবছরের শুরুতে নিজের নতুন রাজনৈতিক দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' তৈরি করেছেন ভরতপুরের বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুনের দল এবছর এআইএমআইএম- এর সঙ্গে জোট করে ভোটে লড়ছে। দু'টি রাজনৈতিক দল মিলে রাজ্যের ১৮০ টির বেশি কেন্দ্রে প্রার্থীও দিয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র জমাও করেছেন। নির্বাচনী প্রচারে যাতে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর এবং এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দ্রুত পৌঁছে যেতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতেই সম্প্রতি হুমায়ুনের রাজনৈতিক দল এবং এআইএমআইএম -এর পক্ষ থেকে একটি হেলিকপ্টার ভাড়া করা হয়েছে। সূত্রের খবর, হেলিকপ্টারটির মালিক চেন্নাই-এর একটি কোম্পানি। প্রাথমিকভাবে স্থির হয়েছিল ৪ এপ্রিল থেকে শুরু করে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত হেলিকপ্টারটি দুই রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব প্রচারের কাজে ব্যবহার করবেন। হেলিকপ্টারটি ইতিমধ্যে কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছালেও এখনও পর্যন্ত মাত্র এক দিনই আমজনতা উন্নয়ন পার্টি চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর হেলিকপ্টারটি ব্যবহার করতে পেরেছেন। মঙ্গলবার তিনি ওই হেলিকপ্টারটি ব্যবহার করে বেলডাঙা থেকে স্বল্প দূরত্বের ডোমকলে গিয়ে একটি রাজনৈতিক জনসভা করেন। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে হুমায়ুনের রাজনৈতিক দল হেলিকপ্টার ব্যবহার করে আরও একাধিক রাজনৈতিক জনসভায় পৌঁছানোর চেষ্টা করলেও কোথাও তারা সময় মতো 'এনওসি' পাচ্ছেন না। তার ফলে এক প্রকার বসিয়ে রেখে হেলিকপ্টার সংস্থাটিকে ভাড়া দিতে হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের নওদা বিধানসভা কেন্দ্রে আসাদউদ্দিন ওয়াইসিকে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে হুমায়ুন কবীর ঘোষণা করেছিলেন মিম প্রধান এবং তিনি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একসঙ্গে কুড়িটি নির্বাচনী জনসভা করবেন। এর পাশাপাশি হুমায়ুন কবীরের নিজের তাঁর দলের প্রার্থীদের সমর্থনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আরও ৩০ টি নির্বাচনী জনসভা করার কথা রয়েছে। 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' সূত্রের খবর একদিনে যাতে একাধিক নির্বাচনী সভা হুমায়ুন কবীর এবং আসাদউদ্দিন ওয়াইসি করতে পারেন সেই কারণেই হেলিকপ্টারটি দলের পক্ষ থেকে ভাড়া করা হয়েছিল। কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাতেই হুমায়ুনের রাজনৈতিক দল হেলিকপ্টারটি নামানোর জন্য প্রয়োজনীয় 'এনওসি' দিতে পারছে না বলে জানা গিয়েছে। 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর বলেন, আগামী ১০ তারিখ উত্তর দিনাজপুর এবং বীরভূমে , ১১ তারিখ মালদা এবং ভগবানগোলায় একাধিক নির্বাচনী জনসভায় হেলিকপ্টারটি ব্যবহার করার কথা ছিল। কিন্তু হেলিকপ্টার অবতরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি পেতে আমাদের প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। কোথাও কোথাও 'এনওসি' দেওয়ার পরও তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর ভোট প্রচারে যে কোনও রাজনৈতিক দল হেলিকপ্টার ব্যবহার করলে তা ওড়ানোর আগে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক ছাড়াও ডিজিসিএ, স্থানীয় পুলিশ এবং দমকল সহ আরও কয়েকটি দপ্তরের অনুমতি নিতে হয়। হুমায়ুনের দলের নেতাদের অভিযোগ অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট অন্য দপ্তর থেকে হেলিকপ্টার ওড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়া গেলেও স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে বাকি অনুমতি পেতে অসুবিধা হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে উত্তরবঙ্গের একটি স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের মাঠে হুমায়ুনের হেলিকপ্টার অবতরণ করার জন্য হেলিপ্যাড তৈরির অনুমতি দিলেও শেষ মুহূর্তে তা প্রত্যাহার করে নেয়। এরফলে ওই এলাকায় বাতিল হয় হুমায়ুনের রাজনৈতিক সভা। হুমায়ুন কবীর বলেন, আগামী দু'দিনের মধ্যেই ফের রাজ্যে আসছেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তাঁর সঙ্গে আমার একাধিক নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে। কিন্তু হেলিকপ্টার ওড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি না পাওয়ায় আসাদউদ্দিন ওয়াইসি সাহেবকে কলকাতায় একটা দিন সম্পূর্ণ বসে থাকতে হবে। তার পরের দিন আমরা নির্বাচনী প্রচারে হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারব বলে এখনও পর্যন্ত খবর রয়েছে।

আকাশ থেকে নজরদারিঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে বিশৃঙ্খল রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মকে নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত করছে

কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ কল্পনা করুন সন্ধ্যা ৭টার ব্যারাকপুর স্টেশন। প্ল্যাটফর্ম জুড়ে অগণিত মানুষের ভিড় বাতাসে রাস্তার খাবারের গন্ধ আর লোকাল ট্রেনের কান ফাটানো শব্দ। ট্রেনে ওঠার উন্মত্ত হুড়োহুড়ির মধ্যে এক শিশুর হাত তার মায়ের হাতের বাঁধন থেকে ফসকে গেল। নিমেষের মধ্যে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল শিশুটি। অতীতে এটি একজন অভিভাবকের কাছে ছিল এক চরম দুঃস্বপ্ন-চলন্ত জনসমুদ্রে সূঁচ খোঁজার মতো। কিন্তু আজ গল্পের শেষটা অন্যরকম। বিশৃঙ্খলার অনেক উপর থেকে এক ডিজিটাল অভিভাবক দেবদূত সবকিছু লক্ষ্য করছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, AI-চালিত ক্যামেরাগুলি পথ হারানো শিশুকে শনাক্ত করতে সাহায্য করে, যার ফলে ট্রেন স্টেশন ছাড়ার আগেই আরপিএফ কর্মীরা শিশুটিকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন। এটি কোনো কল্পবিজ্ঞান নয় এটি এখন পূর্ব রেলওয়ের যাত্রী নিরাপত্তার এক নতুন বাস্তবতা। যাত্রী নিরাপত্তা বৃদ্ধির এক বিশাল প্রচেষ্টায়, ভারতীয় রেল সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে আইপি-ভিত্তিক ভিডিও সারভেইল্যান্স সিস্টেম (VSS) স্থাপন করছে। নির্ভয়া ফান্ডের অর্থায়নে তৈরি এই উচ্চ-প্রযুক্তি সম্পন্ন নেটওয়ার্কে রয়েছে ২৪৭ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, হাই-ডেফিনিশন ইমেজিং এবং AI-সক্ষম সিসিটিভি প্রযুক্তি। এই সিস্টেমটি বিশেষভাবে ফেসিয়াল রিকগনিশন (মুখাবয়ব শনাক্তকরণ) ক্ষমতার সাথে ডিজাইন করা হয়েছে এবং আরপিএফ কর্মীদের দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণের জন্য এটিকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এর লক্ষ্য হলো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কমানো এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, মহিলা যাত্রীদের মর্যাদা রক্ষা করা। স্টেশনের প্রধান প্রবেশপথ, ওয়েটিং হল, টিকিট কাউন্টার, প্ল্যাটফর্ম এবং পার্কিং এরিয়াতে কৌশলগতভাবে ক্যামেরা বসিয়ে সামগ্রিক কভারেজ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই আইপি ক্যামেরাগুলিতে রেকর্ডিংয়ের জন্য উন্নত স্টোরেজ ব্যবস্থা রয়েছে এবং এর ফিডগুলি স্থানীয় আরপিএফ পোস্টের পাশাপাশি বিভাগীয় এবং জোনাল সদর দফতর থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয় যাতে কোনো অংশই নজরদারির বাইরে না থাকে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পের পরিধি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। আগে থেকে সজ্জিত ১৯১টি স্টেশনের পাশাপাশি, আরও ৬৩টি স্টেশনে ১,২৪৩টি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এই সম্প্রসারণটি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছেঃ হাওড়া ডিভিশনে ১৪টি স্টেশন, শিয়ালদহ ডিভিশনে ৪৭ টি স্টেশন এবং মালদা ডিভিশনে ২টি স্টেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যদিও এই নির্দিষ্ট বছরে আসানসোল ডিভিশনে কোনো নির্ভয়া ভিএসএস স্টেশন তালিকাভুক্ত ছিল না, তবুও আসানসোল পূর্ব ও পশ্চিম সহ ১৬টি আরপিএফ পোস্টে ৪৮টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এছাড়াও, একই সময়ে ভিএসএস স্থাপনের মাধ্যমে আরও ২০টি ছোট স্টেশনকে নিরাপত্তা নজরদারির আওতায় এনে তৃণমূল স্তরে নিরাপত্তার জাল বিস্তৃত করা হয়েছে। এই প্রযুক্তিগত অভিযানের পাশাপাশি নারী ও শিশুদের লক্ষ্যবস্তু করা অপরাধীদের বিরুদ্ধে পূর্ব রেলওয়ের আরপিএফ-এর কঠোর ফিল্ড অপারেশনও জারি রয়েছে। অপারেশন নানহে ফরিস্তে-র অধীনে আরপিএফ দল ১,৪০৭ জন শিশুকে উদ্ধার করেছে, যার মধ্যে ৮৭৬ জন ছেলে এবং ৫৩১ জন মেয়ে। আরও গুরুতর অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে অপারেশন আহাট-এর অধীনে ১২৪ জন শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে ৮০ জন ছেলে এবং ৪৪ জন মেয়ে ছিল। এদের পাচারকারীদের কবল থেকে উদ্ধার করে ৮৮ জন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিশেষত এই সমস্যা মোকাবিলায় বর্তমানে ৭০ টি মানব পাচার বিরোধী ইউনিট কাজ করছে। উপরন্তু, অপারেশন ডিগনিটি উদ্যোগের মাধ্যমে ৮৪ জন মহিলাসহ ১৩৬ জন প্রাপ্তবয়স্ককে উদ্ধার করা হয়েছে, যা যাত্রীদের মর্যাদা রক্ষায় পূর্ব রেলওয়ের অবিচল অঙ্গীকারের প্রমাণ। সম্প্রতি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং নারী ক্ষমতায়নের পথে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব রেলওয়ে অ্যাসিড আক্রান্তদের জন্য একটি বিশেষ 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' স্টল বরাদ্দ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগটি এই সাহসী মানুষদের মর্যাদা এবং আর্থিক স্বাধীনতার পথে একটি শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। এই উন্নয়ন প্রসঙ্গে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান যে, এই উদ্যোগগুলি প্রতিটি যাত্রাকে নিরাপদ করতে এবং রেলওয়ে চত্বরকে বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জন্য একটি সুরক্ষিত পরিবেশ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বর্ধমানে উৎসবের আবহে সবুজ আবীর খেলে মনোনয়ন জমা দিল তৃণমূল প্রার্থীরা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমানে ভোটের আগেই মনোনয়ন জমাকে ঘিরে উৎসবের আবহ তৈরি করল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার জেলা সদর দপ্তরে মনোনয়ন জমা দিতে এসে যেন এক প্রকার উৎসবেই মেতে ওঠেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। সবুজ আবিরে রাঙা চারপাশ, সঙ্গে ডিজে-র তালে নাচ, মাদলের বাদ্য এবং আদিবাসী নৃত্যের পরিবেশনা-সব মিলিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি যেন রূপ নেয় এক আনন্দ উৎসবে। পূর্ব বর্ধমান জেলার মোট ১৬টি বিধানসভার মধ্যে এদিন ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন পত্র জমা দেন। এদিন যারা মনোনয়ন জমা করেন, তারা হলেন-আউশগ্রাম কেন্দ্রের শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, বর্ধমান দক্ষিণের খোকন দাস, মেমারির রাসবিহারী হালদার, বর্ধমান উত্তরের নিশীথ মালিক, খণ্ডঘোষের নবীন চন্দ্র বাগ, জামালপুরের ভূতনাথ মালিক, গলসির অলোক কুমার মাঝি, ভাতা।রে শান্তনু কোঙার এবং রায়নার মন্দিরা দলুই। মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে থেকেই জেলা সদর দপ্তরের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল করে এসে তারা অংশ নেন এই কর্মসূচিতে। হাতে দলীয় পতাকা, গায়ে সবুজ আবির, মুখে স্লোগান-পুরো এলাকা হয়ে ওঠে তৃণমূলের রঙে রঙিন। ডিজে-র তালে তালে নাচে মেতে ওঠেন কর্মীরা, অন্যদিকে আদিবাসী নৃত্যের দল মাদলের ছন্দে পরিবেশন করে ঐতিহ্যবাহী নাচ, যা উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে। শুধু রাজনৈতিক আনুষ্ঠানিকতা নয়, এদিনের কর্মসূচিতে ছিল স্পষ্টভাবে আত্মবিশ্বাসের বার্তা। মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগেই কর্মীদের মধ্যে সবুজ আবির খেলার দৃশ্য যেন আগাম জয়ের ইঙ্গিত বহন করে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা আউশগ্রাম বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি বাংলার মানুষের সঙ্গে বঞ্চনা করেছে এবং বিভিন্ন প্রকল্পে মানুষকে বারবার লাইনে দাঁড় করিয়ে হয়রানি করেছে। এছাড়াও, এসআইআর এর নামে বৈধ ভোটারদের বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। তিনি আরও বলেন, বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করে বাংলার সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। তবে এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ ক্ষুব্ধ এবং আসন্ন নির্বাচনে তার জবাব দেবে। শ্যামাপ্রসন্ন লোহার দাবি করেন, রাজ্যের ২৯৪ টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা জয়লাভ করবেন। রাজ্য সরকার যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করছে, তাতে তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের জয়ের সম্ভাবনা নেই বলেও তিনি দৃঢ়ভাবে মতপ্রকাশ করেন। কর্মীদের এই আগাম উদ্‌যাপন সেই আত্মবিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ বলে জানান তিনি। সব মিলিয়ে, পূর্ব বর্ধমানে এদিনের মনোনয়ন জমা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সাক্ষী থাকল, যা আসন্ন নির্বাচনের আবহকে আরও তীব্র করে তুলেছে।

মন্তেশ্বরে নমিনেশন ঘিরে উত্তেজনা, প্রার্থীর গাড়িতে হামলার অভিযোগে সরগরম কালনা

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৮ এপ্রিল ঃ মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে বুধবার দুপুরে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তর চত্বরে। আসন্ন নির্বাচনের আগে নমিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হতেই রাজনৈতিক সংঘাত নতুন মাত্রা পেল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী শামসুল হক ভোটার তালিকার সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করতে দপ্তরে পৌঁছান। সেই সময়ই তাঁর গাড়ির উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। শামসুল হকের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তিনি জানান, দপ্তরের সামনে তাঁর গাড়ি ঘিরে ফেলা হয় এবং তাঁর ড্রাইভারকে জোর করে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করা হয়। এমনকি গাড়ির সামনে লাগানো দলের পতাকাও খুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এই ঘটনায় সরাসরি মন্তেশ্বরের প্রভাবশালী নেতা ও মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর অনুগামীদের দায়ী করেছেন শামসুল হক। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। আমি বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে জানাব। পাশাপাশি অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবিও জানান তিনি। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ একেবারেই অস্বীকার করেছেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। বুধবার বিকেলে তিনি স্পষ্টভাবে জানান, তাঁর দলের কোনও কর্মী বা সমর্থক এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। তাঁর কথায়, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই জেলার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে। মন্তেশ্বরের এই ঘটনা সেই উত্তাপেরই প্রতিফলন-যেখানে অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষে ক্রমশ তপ্ত হয়ে উঠছে নির্বাচনী।

দুষ্কৃতি এনে জমায়েত করেছে বিজেপি .. উদয়ন গুহ .. দিনে দুটো করে রক্তচাপের ওষুধ খেতে হবে .. পাল্টা অজয় রায়

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৮ এপ্রিল ঃ বিজেপি ভিন রাজ্য থেকে দুস্কৃতি এনে জমায়েত করছে। মজুত করছে অস্ত্র-শস্ত্র দিনহাটায় সাংবাদিক বৈঠক করে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী উদয়ন গুহ। বুধবার দিনহাটা শহরের কমল গুহ ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন - দিনহাটা শহরের দুই নাম্বার ওয়ার্ড একটি বাড়িতে বহিরাগতরা অস্ত্রশস্ত্র বোম বন্দুক নিয়ে রয়েছে। বাইরের রাজ্য থেকে এসে এরা জমায়েত করেছে। গোটা বিষয়টি পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনকে জানানো সত্ত্বেও এই বিষয় নিয়ে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি আরো বলেন - এদের মূল উদ্দেশ্য নির্বাচনের আগে কোনরকম বড়সড়ো অশান্তি লাগানো। যদি কোনরকম অশান্তি হয় তার জন্য দায়ী থাকবে নির্বাচন কমিশন বিজেপি ও পুলিশ। পাশাপাশি অনুমতি নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি জায়গাগুলিতে পতাকা ফেস্টুন লাগানো হলেও নির্বাচন কমিশন তা খুলে ফেলছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এদিকে ইতিমধ্যেই দিনহাটা দুই নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়িতে অবৈধ জমায়েত সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলেও জানান তিনি। যদিও এই প্রসঙ্গে পাল্টা দিনহাটা বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়। অজয় রায় বলেন - উনার বয়স হয়েছে তাই এই সমস্ত উল্টোপাল্টা কথা বলছেন। নির্বাচনের চাপ নিতে পাচ্ছেন না। আমি বলব দিনে দুটো করে রক্তচাপের ওষুধ খেতে হবে উনাকে। ভোটের যে চাপ বা প্রেসার এরকম চাপ আরো বাড়বে। এই ধরনের কথা আরো শুনতে পারবেন। প্রসঙ্গত, দিনহাটা শহরে দুই নাম্বার ওয়ার্ডের বার্নিং ঘাট রোড এলাকায় বাড়ি দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়ের। সাংবাদিক বৈঠকে নাম না করে তার বাড়িকে উদ্দেশ্য করেছেন তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ। স্বভাবতই বক্তব্য ও পাল্টা বক্তব্যে গরম হতে শুরু করেছে দিনহাটা রাজনৈতিক মহল।

খড়গ্রামে ধ্রুবজ্যোতি সাহার দ্বিমুখী সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গ্রাম, ৮ এপ্রিল ঃ নির্বাচনী ব্যস্ততার মাঝেও মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন খড়গ্রামের সিপিএম প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি সাহা। খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত ঠাকুরপাড়া আগড়া এলাকায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া এক ব্যক্তিকে দেখে তিনি নিজে এগিয়ে আসেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে দ্রুত তাকে তুলে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। নির্বাচনী উৎসবের তুমুল ব্যস্ততার মধ্যেও মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর এই ঘটনা এলাকায় ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। ভোটের রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে মানুষের পাশে থাকার এই ছবি ফের প্রমাণ করল- মানুষের বিপদে যিনি সবার আগে এগিয়ে আসেন, তিনিই প্রকৃত নেতা। মানুষের পাশে মানুষের প্রার্থী - ধ্রুবজ্যোতি সাহা। অন্যদিকে, খড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএমের শক্তি বৃদ্ধি পেলো। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি শিবির থেকে শতাধিক কর্মীর যোগদান করে সিপিএমে। কীর্তিপুর অঞ্চলের মহম্মদপুর এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা বুধবার দলত্যাগ করে সিপিআই(এম)-এ যোগ দেন। খড়গ্রামের প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি সাহা নিজে তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। সিপিআই(এম) নেতৃত্ব এই যোগদানকে ব। রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে দেখছেন। প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি সাহা বলেন ,এই ধরনের যোগদান প্রমাণ করছে যে সাধারণ মানুষের সমর্থন ক্রমশ বামফ্রন্টের দিকে ঝুঁকছে। তৃণলের দুর্নীতি বিরুদ্ধে এবার মানুষ বামফ্রন্টকে জয়ী করবে। খড়গ্রামে রাজনৈতিক সমীকরণে এই নতুন মোড় বাম শিবিরকে আরও শক্তিশালী করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Jatragachi Pranabananda High School near Jatragachi Bridge, PS- New Town, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 14.04.2026) (Ref. Id - 20008706 & 20008708)" **Tender No: NIQ No- 13/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **10.04.2026 up to 07:30 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Sri Arabindo Institute of Education, BK Block, Sec-II, Salt Lake, PS-Bidhannagar (E), BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 11.04.2026) (Ref. Id - 20011189)" **Tender No: NIQ No- 14/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **10.04.2026 up to 07:30 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e RAJARHAT SIKSHANIKETAN FOR BOYS, PS- Rajarhat, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 14.04.2026) (Ref. Id -20009893 & 20009577)." **Tender No: NIQ No-12/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: 11.04.2026 up to 07:30 P.M. Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-

NIQ NO. - 14/Q of 2026-27

N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026.

Location:- dhadika high school, banarjeedanga high school, monglapota high school, raskundu high school, jharboni saradamoyee girls high school, kadra high school, nayabasat parbati moyee sikshaniketan, Santrapur Lal Bahadur (SC) High School, gopinathpur high school, Purunda High School. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **11.04.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **11.04.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **11.04.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **11.04.2026 at 04.00 P.M.**

**SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-

NIQ NO. - 13/Q of 2026-27

N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026.

Location:- Palashpai Girls High School, Kheput Girls High School, Ranichak Deshapran High School, Sauri Bholanath Vidyapith, andharnayan high school, Garh Haripur G.N High School, digri senetorium high school, uttarbil bidhanchandra sikshayatan, shyamnagar sri ramkrishna vidyamandir. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **11.04.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **11.04.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **11.04.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **11.04.2026 at 04.00 P.M.**

**SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-

NIQ NO. - 12/Q of 2026-27

N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026.

Location:- Konarpur High School, Hat Sarberia BC Roy High School, andanpur High School, Panchberia Ramchandra Smriti Siksha Niketan, Kalora High School, Sagarpur High School, Basudebpur Vidyasagar Vidyapith, Khkurdaha ICMM High School, Brahmanbasan High School, Patharpara High School. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **11.04.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **11.04.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **11.04.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **11.04.2026 at 04.00 P.M.**

**SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.**

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Bidhannagar Municipal School of FE-175/1, Fourth Avenue, FE Block, Sec-III, Salt Lake City, PS- Bidhannagar (S), BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 13.04.2026) (Ref. Id - 20007353)" **Tender No: NIQ No-16/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **11.04.2026 up to 07:30 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Begum Rokeya Smriti Balika Vidyalaya, PS-Bidhannagar (E), BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 11.04.2026) (Ref. Id - 20011187)" **Tender No: NIQ No-15/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **10.04.2026 up to 07:30 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-

NIQ NO. - 11/Q of 2026-27

N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026.

Location:- Birsingha Bhagabati Vidyalaya, Radhanagar Dinamoyee Vidyamandir, Natuk Vivekananda Vidyamandir (HS), Marx Mrtyu SB Vidyalaya, Ghatal Y.S.S Vidyapith (HS), Hoomgarh Girls High School, Kharar Shri Aurobindo Vidya Mandir (HS), Joynagar Thakurdas Vidya Mandir (HS), Narajole Raj College, Amlasuli Indranarayan High School. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **11.04.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **11.04.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **11.04.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **11.04.2026 at 04.00 P.M.**

**SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-

NIQ NO. - 10/Q of 2026-27

N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026.

Location:- matkatpur b.ed. college & renaissance international school, Ghatal B.ed College, Harirhat Anath Smriti Balika Vidlaya, Dantan Binapani Girls High School, Godapiasal Mahatma Gandhi Memorial High School (HS), Janardanpur High School (H.S.), Kaji Najrul Islam Minority College of Education, Kharagpur Priyanath Roy Vidyaniketan School, Chuadanga High School, Siromoni Birsha Munda High School. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **11.04.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **11.04.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **11.04.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **11.04.2026 at 04.00 P.M.**

**SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.**

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of "**Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District,Hooghly..**" NIQ No.- **WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-13** of 2026-27. Bid submission closing date: **11/04/2026 upto 02.30 P.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

**Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division**

টেন্ডার

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল-এসডিএইচ-কন-টিআরএল-১৭৮আর-২০২৫-এনআইটি, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এসডিএইচ-কন-টিআরএল-১৭৮আর-২০২৫, ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা প্রমুখ যাদের বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স আছে তৎসহ যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা এবং নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাদের নিকট থেকে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনে গোড্ডা থেকে পীরপৈন্তী নতুন বিজি লাইনের পরিপ্রেক্ষিতে গোড্ডা থেকে মহাগামার মধ্যে নতুন বিজি লাইন নির্মাণের সুবিধার্থে ট্রান্সমিশন টাওয়ার নং ৫২ এবং ৫৩-র মধ্যে কেবলিং সিস্টেম দ্বারা বিদ্যমান ৬৬ কেভি ওভারহেড ট্রান্সমিশন ক্রশিংকে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্রশিং-এ রূপান্তর। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৭,০৪,৬৭০.৭৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,১৩,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথি মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৫.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। উপরিল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে অথবা তার পূর্বে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে "টেন্ডার নথির মূল্য" এবং "বায়না অর্থ" অনলাইনে প্রদান করার পর **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সবদিক থেকে সম্পূর্ণ ও যা ওপরে বলা হয়েছে সেই সব নথি সমেত টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতে হাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মৌলিক তথ্য **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ স্থিত কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডে দেখতে পাওয়া যাবে।

CON-01/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ওএফসি-ডার্ক-ফাইবার-এইচডব্লুএইচ, তারিখ ০৭.০৪.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ওএফসি-ডার্ক-ফাইবার-এইচডব্লুএইচ-এর প্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনে ইউএফএসবিআই/এসএসবিপিএসি-র জন্য ওএফসি (ই১ চ্যানেল বা ডার্ক ফাইবার) এবং কোয়াড মিডিয়া, উভয়ের ব্যবস্থা করার কাজ। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৮,৮৩,৮৯,৭০১.১৭ টাকা। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১৭,৬৭,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু ঃ** ১৬.০৪.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

HWH-16/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৬/০৩ তারিখ ঃ ০৬.০৪.২০২৬

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিসনের রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনে ফার্মেসি সহ জরুরিভিত্তিক চিকিৎসার কক্ষ, বোলপুর এবং রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনে ডিজিটাল স্টোরেজ লকার, আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে "ভ্রমণ সহায়তা কেন্দ্র/পর্যটকদের তথ্য এবং পর্যটন প্রসার কিয়স্ক"-এর সুবিধা এবং শেওড়াফুলি ও তারকেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে মাল্টি-শপিং আর্কেড-এর চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৬-০৩

এসইকিউ নং ঃ এএ/১, লট নং ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-এমইডিএসটিএন-৪২-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্টেশনে চিকিৎসার সুবিধা)। বিবরণ ঃ পাঁচ (৫) বছরের মেয়াদের জন্য রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনে ফার্মেসি সহ জরুরিভিত্তিক চিকিৎসা কক্ষ স্থাপন এবং পরিচালনার চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নং ঃ এবি/১, লট নং ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচপি-ডিজিল-৩২-২৫-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্টেশনে ডিজিটাল লকার)। বিবরণ ঃ** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য বোলপুর স্টেশনে ডিজিটাল স্টোরেজ লকার স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নং ঃ এবি/২, লট নং ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-ডিজিল-৩৩-২৫-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্টেশনে ডিজিটাল লকার)। বিবরণ ঃ** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য রামপুরহাট স্টেশনে ডিজিটাল স্টোরেজ লকার স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নং ঃ এসি/১, লট নং ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এজেড-টিএইচডিপিকে-৭০-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-ভ্রমণ সহায়তা কেন্দ্র/পর্যটকদের তথ্য এবং পর্যটন প্রসার কিয়স্ক)। বিবরণ ঃ** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে 'ভ্রমণ সহায়তা কেন্দ্র/পর্যটকদের জন্য তথ্য এবং পর্যটন প্রসার কিয়স্ক স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নং ঃ এডি/১, লট নং ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এসএইচই-এসটিজিইএন-৭৮-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্ট্যাটিক জেনারেল)। বিবরণ ঃ** দশ (১০) বছরের মেয়াদের জন্য শেওড়াফুলি রেলওয়ে স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম স্টেশন বিল্ডিং (২য় ও ৩য় তল)-এ মাল্টি-শপিং আর্কেড স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নং ঃ এডি/২, লট নং ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-টিএকে-এসটিজিইএন-৭৯-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্থায়ী সাধারণ)। বিবরণ ঃ** দশ (১০) বছরের মেয়াদের জন্য তারকেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে মাল্টি-শপিং আর্কেড স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ২১.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা।

HWH-13/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জানেন কি

জন্মদাগ কি বলে দেয় পূর্বজন্মের গল্প? শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় লুকিয়ে থাকা রহস্য

পূর্বজন্মের অস্তিত্ব নিয়ে যুগে যুগে মানুষের কৌতূহল ও বিতর্কের শেষ নেই। কেউ বিশ্বাস করেন, কেউ আবার একে নিছক কল্পনা বলে উড়িয়ে দেন। তবুও একটি প্রশ্ন প্রায় সকলের মনেই ঘোরে-আগের জন্মে আমরা কেমন ছিলাম? কী করতাম? আমাদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল? এই অজানা রহস্যের উত্তর খুঁজতে অনেকেই বিভিন্ন শাস্ত্র, দর্শন ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আশ্রয় নেন। এমনই এক আকর্ষণীয় ধারণা হল শরীরের জন্মদাগ, যা নাকি পূর্বজন্মের নানা ইঙ্গিত বহন করে। শাস্ত্র মতে, মানুষের শরীরে থাকা জন্মদাগ শুধু শারীরিক বৈশিষ্ট্য নয়, বরং তা অতীত জীবনের প্রতিফলনও হতে পারে। যদিও এই ধারণার কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, তবুও প্রাচীন বিশ্বাস ও লোককথায় এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, শরীরের বিভিন্ন স্থানে থাকা জন্মদাগ কী ইঙ্গিত দেয় বলে মনে করা হয়।

হাতে জন্মদাগ-অনেক মানুষের হাতের বিভিন্ন স্থানে জন্মদাগ দেখা যায়। শাস্ত্র অনুসারে, হাতে জন্মদাগ থাকা ব্যক্তিরা পূর্বজন্মে অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করলেও জীবনে প্রত্যাশিত সাফল্য পাননি। এই কারণে, তাঁদের কর্মফল যেন অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। বর্তমান জন্মে সেই অপূর্ণতার ছাপই নাকি জন্মদাগ হিসেবে প্রকাশ পায়। এই ধরনের মানুষদের সাধারণত অধ্যবসায়ী ও দায়িত্ববান হিসেবে

দেখা যায়।

পায়ে জন্মদাগ-যাদের পায়ে জন্মদাগ থাকে, তাঁদের সম্পর্কে বলা হয় তারা ভ্রমণপ্রিয়। শাস্ত্র মতে, পূর্বজন্মে এই ব্যক্তিরা হয়তো অনেক ভ্রমণ করেছেন অথবা ভ্রমণসংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঘুরে বেড়ানো, নতুন জায়গা দেখা এবং অজানাকে জানার প্রতি তাদের আগ্রহ প্রবল ছিল। এই স্বভাব বর্তমান জীবনেও বজায় থাকে। এমন মানুষদের কাছে ভ্রমণ যেন জীবনের অপরিহার্য অংশ-প্রায় শ্বাস নেওয়ার মতোই প্রয়োজনীয়।

কাঁধে জন্মদাগ-কাঁধে জন্মদাগ থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা রয়েছে। বলা হয়, পূর্বজন্মে এদের ওপর ছিল পরিবারের বা সমাজের বড় দায়িত্ব। তারা ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি, যাদের উপর অন্যরা ভরসা করত। এই গুণ বর্তমান জীবনেও দেখা যায়। তারা সাধারণত পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে দ্বিধা করেন না এবং অন্যদের সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত থাকেন। তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বদানের ক্ষমতাও লক্ষ্য করা যায়।

মুখে জন্মদাগ-মুখে জন্মদাগ থাকা ব্যক্তিদের নিয়ে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বেশ আকর্ষণীয়। মনে করা হয়, পূর্বজন্মে এরা কর্মজীবনে অত্যন্ত সফল ছিলেন এবং সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছিলেন। তাঁদের প্রতিভা ও পরিশ্রমের জন্য তাঁরা খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তবে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা ততটা সুখী ছিলেন না। মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা ব্যক্তিগত সমস্যাই ছিল তাঁদের নিত্যসঙ্গী। বর্তমান জন্মে সেই অভিজ্ঞতার ছাপ নাকি জন্মদাগের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

অন্যান্য জায়গায় জন্মদাগ-শরীরের অন্যান্য অংশেও জন্মদাগ দেখা যায়, এবং প্রতিটিরই আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। যদিও এই ব্যাখ্যাগুলি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস ও সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল, তবুও মানুষের কৌতূহল মেটাতে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সবশেষে বলা যায়, জন্মদাগ ও পূর্বজন্মের সম্পর্ক একটি রহস্যময় ও বিতর্কিত বিষয়। আধুনিক বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত এই ধারণাকে সমর্থন করেনি। তবুও প্রাচীন শাস্ত্র ও লোকবিশ্বাসে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। অনেকের কাছে এটি নিছক কৌতূহলের বিষয়, আবার কেউ কেউ এতে গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ খুঁজে পান। আপনি বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, জন্মদাগকে ঘিরে এই গল্পগুলি মানুষের মনকে ভাবায়, কৌতূহল জাগায় এবং জীবনের অজানা দিকগুলি নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করে। শেষ পর্যন্ত, এটি একান্তই ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়-আপনি কীভাবে দেখছেন, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সন্তানের মঙ্গল কামনায় কি নীলষষ্ঠী, শিবপূজায় কী করবেন

সন্তানের সুস্থতা, দীর্ঘায়ু এবং মঙ্গল কামনায় মায়েরা যুগে যুগে নানা ব্রত ও উপাসনা করে আসছেন। বাংলার সংস্কৃতিতে এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রত হল নীলষষ্ঠী। বিশেষত চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিনে এই ব্রত পালন করা হয় অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে। চলতি বছর ১৩ এপ্রিল পালিত হবে নীলষষ্ঠী, আর সেই উপলক্ষে শিবমন্দিরগুলিতে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন অসংখ্য নারী ভক্ত। নীলষষ্ঠী মূলত শিব ও মা ষষ্ঠীর আরাধনার সঙ্গে জড়িত। বিশ্বাস করা হয়, এই ব্রত পালন করলে সন্তানের জীবনে অমঙ্গল দূর হয় এবং সে সুস্থ ও নিরাপদ থাকে। তাই সন্তানসম্ভবা বা সন্তানসম্ভবা মায়েদের কাছে এই দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই ব্রতকে ঘিরে রয়েছে নানা পৌরাণিক কাহিনি ও লোকবিশ্বাস। একটি প্রচলিত কাহিনি অনুসারে, রাজা নীলধবজ একদিন বিল্ববনে এক কন্যাশিশুকে খুঁজে পান। তিনি তাকে নিজের সন্তানের মতো করে লালন-পালন করেন এবং পরে তার বিয়ে দেন ভগবান শিবের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের রাতেই সেই কন্যার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় রাজা ও রানি শোকে ভেঙে পড়েন। সেই দিনটিকেই স্মরণ করে নীলপুজোর প্রচলন হয়েছে বলে মনে করা হয়।

আরেকটি লোককথা অনুযায়ী, এক ব্রাহ্মণ দম্পতির সন্তান বারবার অকালমৃত্যুর শিকার হচ্ছিল। দু ঃখে ভেঙে পড়ে তারা কাশীর গঙ্গার ঘাটে কান্নাকাটি

করছিলেন। তখন মা ষষ্ঠী এক ব্রাহ্মণীর রূপে তাদের সামনে উপস্থিত হন এবং চৈত্র সংক্রান্তির দিনে নীলষষ্ঠীর ব্রত পালনের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ মেনে ব্রত পালন করার পর থেকে তাদের সন্তানের অকালমৃত্যু বন্ধ হয়ে যায়। এই বিশ্বাস থেকেই নীলষষ্ঠীর গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। নীলষষ্ঠীর দিন সাধারণত মহিলারা উপবাস পালন করেন। সারাদিন নিরাহারে থেকে সন্ধ্যাবেলায় শিবের আরাধনা করা হয়। শিবলিঙ্গে জল ঢেলে, বেলপাতা, ফুল এবং ফল নিবেদন করে পূজা সম্পন্ন করা হয়। অনেকেই মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালিয়ে ভক্তিভরে প্রার্থনা করেন সন্তানের মঙ্গল কামনায়। তবে এই পুজো করার সময় কিছু নিয়ম মানা অত্যন্ত জরুরি। শাস্ত্র মতে, কিছু নির্দিষ্ট জিনিস শিবপূজায় ব্যবহার করা একেবারেই অনুচিত। এগুলি অর্পণ করলে পুজোর ফল নষ্ট হতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়। প্রথমত, নীলষষ্ঠীর দিন কালো রঙের পোশাক পরা এড়িয়ে চলা উচিত। কালো রংকে অনেক সময় অশুভ বলে মনে করা হয়, তাই এই দিনে উজ্জ্বল বা হালকা রঙের পোশাক পরাই শ্রেয়।

দ্বিতীয়ত, শিবপূজায় বেলপাতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তা যেন কোনওভাবেই ছেঁড়া বা পোকা ধরা না হয়। বিশুদ্ধ ও অক্ষত বেলপাতাই শিবকে অর্পণ করা উচিত। তৃতীয়ত, তুলসীপাতা শিবের পুজোয় ব্যবহার করা হয় না। যদিও তুলসী হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত পবিত্র, তবুও শিবপূজায় এটি নিষিদ্ধ বলে ধরা হয়। এছাড়া কদম ও কেতকী ফুলও শিবের পুজোয় ব্যবহার করা উচিত নয়। শাস্ত্র মতে, এই ফুলগুলি শিবের কাছে অগ্রহণযোগ্য। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভাঙা চাল শিবকে নিবেদন করা যাবে না। পূজার জন্য সর্বদা অক্ষত ও পরিষ্কার চাল ব্যবহার করা উচিত। অনেকেই শিবপূজায় নারকেল ব্যবহার করেন, যা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য। তবে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে-নারকেলের জল সরাসরি শিবলিঙ্গের উপর ঢালা উচিত নয়। এটি শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে মনে করা হয়। পুজোর শেষে উপবাস ভঙ্গ করারও কিছু নির্দিষ্ট রীতি রয়েছে। অনেকেই ভিজিয়ে রাখা সাবুদানা খান। এর সঙ্গে ফল, দই ইত্যাদি খাওয়া হয়। আবার কেউ কেউ লুচি বা পরোটা খেয়েও উপবাস ভঙ্গ করেন। অঞ্চলভেদে এই খাদ্যাভ্যাসে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। নীলষষ্ঠী শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি মায়ের ভালোবাসা, বিশ্বাস ও সন্তানের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রার্থনার প্রতীক। আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে অনেকেই এসব ব্রতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তবুও, বিশ্বাস ও ভক্তির জায়গা থেকে এই রীতিগুলি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সবশেষে বলা যায়, নীলষষ্ঠী এমন একটি দিন, যা মায়েদের মনে আশার আলো জ্বালায়। সন্তানের সুস্থতা ও নিরাপত্তার জন্য তারা এই দিনটিতে ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা করেন। তবে পুজোর নিয়মগুলি সঠিকভাবে পালন করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ভক্তি ও বিশ্বাসের পূর্ণতা বজায় থাকে।

ইরান ইস্যুতে তীব্র উত্তেজনা পরমাণু হামলার জল্পনা উড়িয়ে দিল হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন, ৭ এপ্রিরল ঃ আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে ফের চরম উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়েছে আমেরিকা ও ইরানকে ঘিরে। সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্য এবং কূটনৈতিক টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে জল্পনা-আমেরিকা কি ইরানের বিরুদ্ধে পরমাণু হামলার মতো চরম পদক্ষেপ নিতে চলেছে? এই প্রশ্ন ঘিরেই উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তবে এই জল্পনার মাঝেই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে হোয়াইট হাউস-পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কোনও পরিকল্পনা নেই। ঘটনার সূত্রপাত মার্কিন প্রেসিডেন্ট-এর একাধিক মন্তব্যকে ঘিরে। ইরানকে হরমুজ প্রণালী খোলার বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। সেই সময়সীমা শেষের পথে আসতেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। মঙ্গলবার নিজের সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম -এ একটি পোস্ট করে ট্রাম্প উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দেন। সেই পোস্টে তিনি লেখেন, আজ রাতের মধ্যে একটি গোটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, যা আর কখনও ফিরে আসবে না। এই মন্তব্য ঘিরেই আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অনেকেই এই মন্তব্যকে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। ট্রাম্প আরও দাবি করেন, তিনি এমন পরিস্থিতি চান না, কিন্তু বাস্তবতা হয়তো সেই দিকেই এগোচ্ছে। পাশাপাশি তিনি ইরানের রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ করেন এবং বলেন, উগ্রপন্থী শক্তির প্রভাব কমছে, ফলে চমৎকার কিছু ঘটতেও পারে। এই মন্তব্যে একদিকে যেমন কূটনৈতিক চাপের ইঙ্গিত ছিল, অন্যদিকে তা ভবিষ্যৎ সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে আশঙ্কাও তৈরি করে। বিশেষ করে একটি সভ্যতার ধ্বংস সংক্রান্ত মন্তব্য অনেকের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। পরিস্থিতি আরও ঘনীভূত হয় যখন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট একটি পৃথক বার্তায় জানান, আমেরিকার কাছে এমন একটি বিকল্প রয়েছে, যার ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত একমাত্র প্রেসিডেন্টই নিতে পারেন। তিনি আরও বলেন, ইরান যদি তাদের আচরণ পরিবর্তন না করে, তাহলে সেই বিকল্প ব্যবহার করা হতে পারে। ভ্যান্সের এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই আন্তর্জাতিক মহলে শুরু হয় তীব্র জল্পনা। অনেক বিশ্লেষক এবং সাধারণ মানুষ ধরে নেন, তিনি হয়তো পরমাণু অস্ত্রের কথাই ইঙ্গিত করছেন।

কারণ, এমন অস্ত্র ব্যবহারের সিদ্ধান্ত সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধানের একক ক্ষমতার মধ্যেই পড়ে।

এই জল্পনা দ্রুত সামাজিক মাধ্যম এবং সংবাদমাধ্যমে ছা।য়ে পড়ে। বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকে-বিশেষ করে এমন এক সময়ে, যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইতিমধ্যেই নানা সংঘাত ও অনিশ্চয়তায় জর্জরিত। তবে এই পরিস্থিতিতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে হোয়াইট হাউস। একটি সরকারি বিবৃতিতে তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ভাইস প্রেসিডেন্টে র বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়, ভ্যান্স কোথাও পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথা বলেননি এবং এই ধরনের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। হোয়াইট হাউসের তরফে আরও জানানো হয়, মার্কিন প্রশাসন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কূটনৈতিক ও কৌশলগত পথেই এগোতে চায়। পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের মতো চরম সিদ্ধান্তের কোনও ইঙ্গিত বা পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।

এই স্পষ্টীকরণের পর কিছুটা হলেও উদ্বেগ কমে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের মন্তব্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং তা ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি করে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমেরিকা ও ইরানের সম্পর্ক বরাবরই টানাপোড়েনপূর্ণ। পারমাণবিক কর্মসূচি, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, এবং আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার নিয়ে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোনও উত্তেজক মন্তব্য পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। হরমুজ প্রণালী নিয়েও এই বিরোধ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহন পথ হিসেবে পরিচিত এই প্রণালী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এই অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধি মানেই বিশ্ব অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়তে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্পের মন্তব্য একদিকে চাপ সৃষ্টির কৌশল হতে পারে, অন্যদিকে তা অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত থাকতে পারে। একইভাবে ভ্যান্সের বক্তব্যও শক্ত অবস্থান প্রদর্শনের অংশ হতে পারে। তবে এই ঘটনাপ্রবাহ আবারও প্রমাণ করে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শব্দের গুরুত্ব কতটা। একটি মন্তব্যই কীভাবে বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক ও জল্পনার জন্ম দিতে পারে, তারই সাম্প্রতিক উদাহরণ এটি। সবশেষে বলা যায়, ইরানকে কেন্দ্র করে আমেরিকার অবস্থান এখনও কঠোর হলেও, পরমাণু হামলার মতো চরম পদক্ষেপের সম্ভাবনা আপাতত নাকচ করা হয়েছে। তবুও পরিস্থিতি যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়, তা বলাই বাহুল্য। বিশ্ব এখন নজর রাখছে পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে-কূটনীতি কি এই উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারবে, নাকি নতুন করে সংঘাতের দিকে এগোবে পরিস্থিতি, সেটাই দেখার।

গোরখপুর জংশন স্টেশনের পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে দ্রুতগতি

গোরখপুর, ০৮ এপ্রিলঃ গোরখপুর জংশন স্টেশনের পুনর্নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। গোরখপুর জংশন স্টেশনের ৫ এবং ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণের জন্য যান চলাচল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায়, ট্রেন বাতিল, নির্ধারিত স্থানের আগেই যাত্রা শেষ এবং নির্ধারিত স্থান থেকে যাত্রা শুরু করার মতো নিয়মগুলি নিম্নরূপভাবে কার্যকর করা হবে। এই কাজ সম্পন্ন হলে, যাত্রীরা এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে সহজে যাতায়াত করতে পারবেন। বাতিল -২৯ এপ্রিল থেকে ০৮ মে, ২০২৬ পর্যন্ত বারাণসী সিটি থেকে চলাচলকারী ১৫১৩২ বারাণসী সিটি-গোরখপুর এক্সপ্রেস এবং ৩০ এপ্রিল থেকে ০৯ মে, ২০২৬ পর্যন্ত গোরখপুর থেকে চলাচলকারী ১৫১৩১ গোরখপুর-বারাণসী সিটি এক্সপ্রেস বাতিল করা হবে।- ৩০ এপ্রিল থেকে ০৯ মে, ২০২৬ পর্যন্ত গোরখপুর এবং বাহরাইচ থেকে চলাচলকারী ০৫১৩১০৫১৩২ গোরখপুর-বাহরাইচ-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটি বাতিল থাকবে।- ৩০ এপ্রিল থেকে ০৯ মে, ২০২৬ পর্যন্ত গোরখপুর এবং গোন্ডা থেকে চলাচলকারী ৫৫০৩১ / ৫৫০৩২ গোরখপুর-গোন্ডা-গোরখপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বাতিল থাকবে।- ৩০ এপ্রিল থেকে ০৯ মে, ২০২৬ পর্যন্ত ছাপরা এবং নউতনওয়া থেকে চলাচলকারী ১৫১০৫১৫১০৬ ছাপরা-নৌতনওয়া-ছাপরা এক্সপ্রেসটি বাতিল থাকবে।- ২৯ এপ্রিল থেকে ০৮ মে, ২০২৬ পর্যন্ত গোরখপুর এবং লখনউ জংশন থেকে চলাচলকারী ১৫০৩১ / ১৫০৩২ গোরখপুর-লখনউ জংশন-গোরখপুর এক্সপ্রেসটি বাতিল থাকবে। সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিসংক্ষিপ্ত সূচনা -- ১৫০৭০ আইশবাগ-গোরখপুর এক্সপ্রেস, যা ২৯শে এপ্রিল থেকে ০৯ই মে, ২০২৬ পর্যন্ত আইশবাগ থেকে চলাচল করবে, সেটি গোরখ পুরের পরিবর্তে নাকাহা জঙ্গল স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে। এই ট্রেনটি নাকাহা জঙ্গল-গোরখপুরের মধ্যে বাতিল থাকবে।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Rikab Seikh (old name) S/o- Saleman Seikh residing at Radhanagar, Chhototurigram, Mayureswar Dist-Birbhum, Pin-731213 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RIKAB SEIKH to REKAB SEKH and henceforth I shall be known as REKAB SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 08/04/2026. RIKAB SEIKH (old name) and REKAB SEKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Serjahan Saikh (old name) S/o-Insan Khan residing at Pathanpara, Lalgola, Lalgola, Dist-Murshidabad, Pin-742148 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SERJAHAN SAIKH to SERJAHAN KHAN and henceforth I shall be known as SERJAHAN KHAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 08/04/2026. SERJAHAN SAIKH (old name) and SERJAHAN KHAN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rajina Bibi (old name) W/o- Aslam Seikh residing at Radhanagar, Chhototurigram, Mayureswar Dist-Birbhum, Pin-731213 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RAJINA BIBI to NAJINA BIBI and henceforth I shall be known as NAJINA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 08/04/2026. RAJINA BIBI (old name) and NAJINA BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mousumi Hazra (old name) W/o-Bilwa Hazra residing at Jalangi Road, Nimtala Greenfarm, Berhampore, Dist-Murdhidabad, Pin-742102 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOUSUMI HAZRA to MOUSUMI GHOSH HAZRA and henceforth I shall be known as MOUSUMI GHOSH HAZRA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 08/04/2026. MOUSUMI HAZRA (old name) and MOUSUMI GHOSH HAZRA (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Joyeeta Chakraborty, Joyeeta Chakroborty (Old Name) W/o Jhantu Chakraborty Residing at Pioneer Park, Barasat (M), P.o - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Joyita Chakraborty (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-04-2026. Joyeeta Chakraborty, Joyeeta Chakroborty (Old Name) and Joyita Chakraborty (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jhantu Chakroborty, Jhontu Chakraborty (Old Name) S/o Bhupendra Nath Chakraborty Residing at Ave Vila, Noapara Purbasha Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Jhantu Chakraborty (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-04-2026. Jhantu Chakroborty, Jhontu Chakraborty (Old Name) and Jhantu Chakraborty (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sekh Jamirul Alam (Old Name) S/o Late Sk Lutfar Rahaman Residing at Vill - Uttar Sonamui, P.o - Uttar Sonamui, P.s - Tamluk, District - East Medinipur, Pin - 721648, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Jamirul Alam (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit Dated 08-04-2026. Sekh Jamirul Alam (Old Name) and Sk Jamirul Alam (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sashi Bhusan Pandey (Old Name) S/o Jagannath Pandey Residing at Beledanga Road, Near Rainbow Home, Maheshtala (M), , District - South 24 Parganas, Pin - 700141, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shashi Bhushan Pandey (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit Dated 08-04-2026. Sashi Bhusan Pandey (Old Name) and Shashi Bhushan Pandey (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sufia Bibi (Old Name) S/O– Nawab Hossain resident of Vill-Mangaljan , Po-Ghorshala , Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742229 do hereby declared that I have changed my name from Sufia Bibi to Sufiya Bibi and henceforth I shall be known as Sufiya Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 08/04/2026. My name Sufiya Bibi & Sufia Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Majanu Sekh (Old Name) S/O– Hasan Ali resident of Vill & Po-Jikra , Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742174 do hereby declared that I have changed my name from Majanu Sekh to Majnu Sk and henceforth I shall be known as Majnu Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 08/04/2026. My name Majnu Sk & Majanu Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sukanya Pal (Old Name), W/o.-Susanta Kumar Pal R/o. SPR 401, Siddha Pines, Rajarhat Main Road, Rajarhat, Kolkata-700136 WB, that have change my name & shall henceforth be known as Sukanya Bera Pal (New Name),vide an Affidavit Sl. No. 09 dtd. 08.04.2026, before the Notary Public at Kolkata. That, Sukanya Pal (Old Name) & Sukanya Bera Pal (New Name) both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Masud Rana Mondal (Old name) S/o-Sirajul Islam Mondal, Resident at, Dhoradaha East Mollapara And Palpara South, Po-Dhoradaha, Ps-Thanarpara, Nadia,West Bengal, 741152. I have changed my name Masud Rana Mondal to Md Masud Rana Mondal (New name) I shall be known as Md Masud Rana Mondal vide no. 18AC 980073 affidavit before the Notry at Domkal on 08/04/2026 Md Masud Rana Mondal & Masud Rana Mondal same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Firoja Bibi, (Old name) W/o- Baitulla Sarkar, Resident at, Vill & Po-Gudhia, Ps & Dist-Murshidabad, West Bengal, 742302. I have changed my name Firoja Bibi to Firoja Nasrin (New name) I shall be known as Firoja Nasrin vied affidavit No.01AC 337124 before the Executive Magistrate Berhampore on 2504/2025 Firoja Nasrin & Firoja Bibi same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sarzan Bibi (old name) W/o- Abul Hosen residing at Paglachandi, Radhakantapur, Kaliganj, Dist-Nadia, Pin-741181 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SARZAN BIBI to SAREJAN SEKH and henceforth I shall be known as SAREJAN SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 08/04/2026. SARZAN BIBI (old name) and SAREJAN SEKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Hossain Abul (old name) S/o- Marafat Ali Sekh residing at Paglachandi, Radhakantapur, Kaliganj, Dist-Nadia, Pin-741181 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD HOSSAIN ABUL to ABUL HOSSEN SEKH and henceforth I shall be known as ABUL HOSSEN SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 08/04/2026. MD HOSSAIN ABUL (old name) and ABUL HOSSEN SEKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rajab Ali (Old Name) S/O–Said Sk resident of Vill-Lakshmi Narayanpur , Po-Jibanti , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Rajab Ali to Rajab Ali Sk and henceforth I shall be known as Rajab Ali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 01/04/2026. My name Rajab Ali Sk & Rajab Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Swapan Kumar Ghosh (Old Name) S/O–Jiban Ghosh resident of Vill-Ghoshcolony , Po-Nandighat , Ps-Ranaghat , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741255 do hereby declared that I have changed my name from Swapan Kumar Ghosh to Swapan Ghosh and henceforth I shall be known as Swapan Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/04/ 2026. My name Swapan Ghosh & Swapan Kumar Ghosh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdus Sattar Mondal (Old Name) W/O–Ghenu Mondal resident of Vill-Nuddinagar , Po-Islampur , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Abdus Sattar Mondal to Abdus Sattar and henceforth I shall be known as Abdus Sattar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 08/04/2026. My name Abdus Sattar & Abdus Sattar Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Angura Bibi (Old Name) W/O–Maniruzzaman resident of Vill-Teghari Dakshinpara , Po-Nazirpur , Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Angura Bibi to Angura Khatoon and henceforth I shall be known as Angura Khatoon (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 08/04/2026. My name Angura Khatoon & Angura Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Najir Sk (Old Name) S/O–Abdul Sukur Sekh resident of Vill & Po-Salisanda , Ps-Nalhati , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731237 do hereby declared that I have changed my name from Najir Sk to Md Najir Sekh and henceforth I shall be known as Md Najir Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 08/04/2026. My name Md Najir Sekh & Najir Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Manoj Jaiswara, S/o Late Mohan Jaiswara, resident of 1st Floor, FL no B/1/G, 25 SV Path, Baramastan near jyoti tailor, Titagarh, North 24 Parganas, PIN code-700119 do hereby declare that I have changed my name from Manoj Jaiswara to Manoj Kumar Jaiswara and henceforth I shall be known as Manoj Kumar Jaiswara in all purpose, vide affidavit no. 19AC 328582 sworn before the Notary Public at Barrackpore on 07/04/26 Manoj Kumar Jaiswara and Manoj Jaiswara both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, FARID AHMAD (Old Name) S/o.-Ainul Huda R/o. 4, Madartala Lane, P.S. Golabari, Dist. Howrah, Pin-711101 WB, that have change my name & shall henceforth be known as FARID AHMED (New Name),vide an Affidavit dtd. 01.04.2026, before the Ld. Executive Magistrate at Sadar, Howrah. That, FARID AHMAD & FARID AHMED both are same & one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Dost Mahammad SO Md Serajul Islam গ্রামঃ ঘুসকিরা, পোঃ রামচন্দ্রপুর, থানাঃ মুরারই, জেলাঃ বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার বাবার নাম Md Serajul Islam যা WBBSE এডমিড কার্ড, মাধ্যমিক সার্টিফিকেট এবং আসাম রাইফেলস সার্ভিস বুকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার প্যান কার্ডে বাবার নাম Mahammad Serajul Islam লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার বাবার আধার, ভোটার এবং প্যান কার্ডে বাবার নাম Serajul লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার মায়ের আধার, প্যান এবং ভোটার কার্ডে মায়ের নাম Monowara Bibi লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার সার্ভিস বুকে মায়ের নাম Monara Bibi লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০১.০৪.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Md Serajul Islam Mahammad Serajul Islam Serajul এবং আমার মা Monowara Bibi Monara Bibi এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Anil Sekh SO Late Tuluraj Sekh গ্রামঃ মাড়গ্রাম, মাহিপাড়া, পোঃ থানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Anil Sekh যা আধার এবং ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার মেয়ে Barsha Khatun এর ভোটার কার্ড, W.B.B.M.E. এডমিড কার্ডে আমার ডাক নাম Robiul Sk লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৬.১২.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Anil Sekh and Robiul Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Asikul Sekh SO Salim Sekh গ্রামঃ পোঃ রূপরামপুর, থানাঃ মুরারই, বীরভূমের বাসিঃদা। আমার নাম Asikul Sekh SO Salim Sekh যা আধার কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে। আমার WBBSE সার্টিফিকেটে আমার নাম Asikul Saikh SO Selim Saikh নথিভুক্ত রয়েছে। ০৬.০৩.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট প্রথম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Asikul Sekh SO Salim Sekh and Asikul Saikh SO Selim Saikh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি SK Mohammad Dabiruddin পিতা Mohammad Sultan Seikh গ্রাম- বত্রিশবিঘা, পোঃ - জামালপুর, জেলা- পূর্ববর্ধমান এর বাসিন্দা। আমার কন্যা Sahanaj Parvin এর জন্মসার্টিফিকেটে আমার নাম SK Mohammad Dabiruddin এর পরিবর্তে SK Dabiruddin এবং আমার স্ত্রীর নাম Rajia Khatun SK এর পরিবর্তে Rajia Begum হয়ে আছে। গত ১৮.০২.২৬ তারিখ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমান কোর্টের এফিডেভিট বলে SK Dabiruddin ও SK Mohammad Dabiruddin এবং Rajia Begum ও Rajia Khatun SK এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হালাম।

পতাকা, শাড়ি, গেঞ্জি, টুপি...কী নেই! রাজনৈতিক ছোঁয়ায় জমজমাট বাজার, লক্ষ্মীলাভে খুশি ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল ঃ আর মাত্র দিন ১৫ এর অপেক্ষা, তারপরে প্রথম দফার

বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে, প্রকাশ্যে এসেছে সমস্ত দলের প্রার্থীদের নামের তালিকা। মিছিল, সভা, দেওয়াল লিখনের পাশাপাশি এবার নজর কেড়েছে বাজারের রঙিন চেহারা। শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের একাধিক দোকানে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পতাকা, প্রতীক ছাপা শাড়ি, টুপি, গেঞ্জি, ছাতা-সহ বেশ কিছু জিনিস। প্রত্যেকবারই নির্বাচনের সময় এই বিশেষ ব্যবসা বেশ ভালো লাভ দেয়, আর এ বছর তার ব্যতিক্রম নয়। প্রতিবারের মতো এবছরও নির্বাচনকে ঘিরে দোকানগুলো সেজে উঠেছে দলীয় রঙে। বিশেষ করে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক ছাপা শাড়ি, গেঞ্জি ও ছাতা ক্রেতাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। শুধু স্থানীয় ক্রেতাই নয় দূর-দূরান্ত থেকেও আসছে বড় বড় অর্ডার। ব্যবসায়ীদের দাবি ভোট যতই এগোচ্ছে ততই বাড়ছে বিক্রি। বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআইএম ও কংগ্রেসের জিনিসের চাহিদা ব্যাপক। তুলনামূলকভাবে বিজেপির জিনিসপত্র একটু কম বিক্রি হচ্ছে কারণ হিসেবে ব্যবসায়ীরা বলেন বিজেপি সমস্ত কিছুই বাইরে থেকে আসে, যে কারণে লোকাল বাজারে তেমন একটা বিক্রি হয় না। এক ব্যবসায়ী বলেন, প্রতিবারই ভোটের সময় ব্যবসা ভালো হয়, তবে এবছর চাহিদা অনেকগুণ বেশি। বিশেষ করে প্রতীক ছাপা শাড়ি মহিলাদের বেশি আকর্ষণ করছে। যে কারণে বিভিন্ন দলের মনোনয়নপত্র প্রার্থীদের জমা দেওয়ার সময় এই শাড়ি বেশ ভাল বিক্রি হয়েছে। অপর এক ব্যবসায়ী জানান, শুধু শিলিগুড়ি নয়, অসম থেকেও বড় বড় অর্ডার আসছে কারণ সেখানেও বিধানসভা নির্বাচন। পাশাপাশি পাহাড় থেকেও এবছর প্রচুর অর্ডার হয়েছে, যে কারণে আগে-ভাগেই স্টক বাড়িয়ে রেখেছিল, তাই ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে পারছি। অন্যদিকে ছাতা ও টুপির বিক্রি বেশ বেড়েছে যেহেতু ধীরে ধীরে গরম পড়ছে। পাহাড়ি বিভিন্ন এলাকা থেকে পাইকারি ক্রেতারাও যোগাযোগ করছেন। সবমিলিয়ে বলা যায়, রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝেই শিলিগুড়ির বাজারে জমে উঠেছে রঙিন বেচাকেনা। ভোটের প্রচার যত তুঙ্গে উঠছে ততই চাঙ্গা হচ্ছে এই বিশেষ ব্যবসা যা একদিকে যেমন রাজনৈতিক আবহকে আরও দৃশ্যমান করছে তেমনি অন্যদিকে ছোট- বড় ব্যবসায়ীদের মুখে এনে দিচ্ছে বাড়তি হাসি।

ময়না- নন্দকুমার, এবার ভোটে সাধারণ মানুষের দাবি কংক্রিটের ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৮ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের সময় ফাঁকা প্রতিশ্রুতি আর না। এবার চাই পাকাপোক্ত কংক্রিট ব্রিজ। প্রতিনিয়ত প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আশঙ্কায় নদী পারাপার করতে হয় ময়না ও নন্দকুমার ব্লকের মানুষজনদের। নিয়ম করে ভোট আসে। নিয়ম করে ভোট যায়। ভোটের সময় আসে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু ভোটের পর সেই প্রতিশ্রুতি যেন এক প্রকার ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রায় কয়েক দশক ধরে এ যেন একই দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১১ সালে পালাবদলের সরকার আসার সময় নন্দকুমার ব্লকের পুরঘাট এবং ময়না ব্লকের মধ্যে কংক্রিট ব্রিজে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তারপরে পেরিয়ে গেছে অনেকগুলো নির্বাচন। প্রতিশ্রুতি একগুচ্ছ কাজ ভোট বৈতরণী পার ছাড়া আর কিছুই না সাধারণ মানুষের কাছে। কারণ নন্দকুমার ব্লক ও ময়না ব্লকের মধ্যে এই কাঁসাই নদীতে এখনও তৈরি হয়নি ব্রিজ। ভরসা সেই বাঁশের সাঁকো। প্রতিনিয়ত দুটি ব্লকের কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করছে। শুধু তাই নয় ছোট মালবাহী গাড়ি থেকে নানান ধরনের গাড়ি যাতায়াত করছে প্রতিনিয়ত। একপ্রকার প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই তাদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। ফলে ওই দুই ব্লকের মানুষের দাবি ছিল ওই জায়গায় কংক্রিট ব্রিজের মানুষের এই দাবিকে নিজেদের নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি হিসাবে কাজে লাগিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের। তাই পরপর কয়েকটি নির্বাচন গেলেও এই জায়গায় বর্তমানে ভরসা সেই বাঁশের সাঁকো। আর বর্ষাকালে জলভরা যৌবনবতী নদীতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নৌকো ছাড়া গতি নেই। ময়না ব্লকের এক ব্যক্তি জানান, প্রতিদিন এই সাঁকো পেরিয়ে নিমতৌড়ি ও তমলুকে যাতায়াত করতে হয়। বছরের পর বছর বছর ধরে শুধু আশ্বাসই পেয়ে আসছি। ভোট এলেই ব্রিজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। পূর্ব

মেদিনীপুর জেলার ময়না ও নন্দকুমার বিধানসভাকে সংযুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ যাতায়াতের ব্রিজ তৈরির হয়নি কোনও উদ্যোগ। বাধ্য হয়ে দিনের পর দিন বাঁশের তৈরি সাঁকো দিয়েই পারাপার করতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়েই প্রতিদিন পারাপার করেন কয়েক হাজার মানুষ। বিশেষ করে ময়না বিধানসভার পূর্ব দক্ষিণ ময়না, সামগঞ্জ ও লালুয়াগেড়া এলাকার বাসিন্দারা জীবিকার তাগিদে পান, মাছ ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক সামগ্রী নিয়ে যাতায়াত করেন। স্কুল পড়ুয়াদেরও একই সাঁকো পেরিয়ে যেতে হয়। এমনকি রোগী পারাপারের জন্য বাঁশের সাঁকো ভরসা। কাঁসাই নদীর উপর এই সংযোগ সেতুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার উন্নয়নে নেই কোনও স্থায়ী উদ্যোগ। বহুবার প্রতিশ্রুতি মিললেও বাস্তবে কাজের অগ্রগতি শূন্য।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ফরাক্কার অর্জুনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিপাকে পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৮ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রভাব এবার সরাসরি পড়ল শিক্ষাঙ্গনে। মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা ব্লকের অর্জুনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে জানানো হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে। নির্বাচনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের থাকার ব্যবস্থা করতে গিয়ে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রায় ১১ হাজার ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনায় বড়সড় প্রভাব পড়ল বলে মনে করা হচ্ছে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহম্মদ সোহরাব আলি এক নোটিশের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি জানান, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী এলাকায় মোতায়েন করা হচ্ছে এবং তাঁদের থাকার জন্য বিদ্যালয়ের ভবন ব্যবহার করা হবে। সেই কারণে স্কুলের স্বাভাবিক পঠনপাঠন চালানো সম্ভব নয়। তাই মঙ্গলবার থেকে সমস্ত শ্রেণির ক্লাস এবং পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে। জওয়ানরা চলে যাওয়ার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে স্কুল কবে থেকে খোলা হবে, তা পরে জানানো হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। সশস্ত্র জওয়ানরা স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে এলাকায় টহল দিচ্ছেন এবং ‘এরিয়া ডমিনেশন’-এর কাজ চালাচ্ছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে তাঁরা নিরুপদ্রব নির্বাচনের আশ্বাসও দিচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ ভোট পরিচালনার জন্য আগেভাগেই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা বাড়ছে। অসমর্থিত সূত্রে খবর, ভোটের সময় পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আড়াই লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হতে পারে। এই বিপুল সংখ্যক বাহিনীর থাকার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ভবন এবং ছোটখাটো আবাসন ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিঘ্ন ঘটছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অর্জুনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্কুলের ত্রিতল ভবনে বহু ঘর থাকলেও সেগুলির অধিকাংশই এখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণিকক্ষ এবং অন্যান্য পরিকাঠামো অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির নির্ধারিত পরীক্ষাগুলি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ভর্তি প্রক্রিয়া চালু রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে। স্কুল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আগামী ৯ এপ্রিল থেকে ধাপে ধাপে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা বিদ্যালয়ে এসে উঠতে শুরু করবেন। তাঁদের থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে গিয়েই মঙ্গলবার থেকে স্কুল কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যদিও ক্লাস বন্ধ থাকলেও শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের নির্দিষ্ট দিনে স্কুলে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন নথিপত্র এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য তাঁদের উপস্থিতি প্রয়োজন বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষক মহলেও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাবিব আহসান পারভেজ এই পরিস্থিতির জন্য নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকেই দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, ভোটের অনেক আগে থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে আমরা বাধ্য হচ্ছি পড়ুয়াদের পড়াশোনার সঙ্গে আপস করতে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত দু ঃখজনক। স্থানীয় অভিভাবকদের মধ্যেও এই নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হলেও তার জন্য শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার মুখে ফেলা উচিত নয়। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষতি হবে, বিশেষ করে যাঁরা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সব মিলিয়ে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা জোরদারের এই পদক্ষেপ শিক্ষাক্ষেত্রে বড়সড় প্রভাব ফেলছে। অর্জুনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা সেই বাস্তবতারই এক স্পষ্ট উদাহরণ, যেখানে ভোটের প্রস্তুতির চাপে আপাতত থমকে গিয়েছে শিক্ষার স্বাভাবিক গতি।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদের প্রতিবাদে বিক্ষোভ কালিয়াগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ৮ এপ্রিল ঃ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। কালিয়াগঞ্জের মালগাঁও পঞ্চায়েতের কালুডাঙা এলাকার ঘটনা। কালুডাঙার ১৯০ নম্বর বুথে ৪১৭ জন ভোটারের মধ্যে ১৪১ জনের নাম বাদ যাওয়ায় জাতীয় পতাকা হাতে কালিয়াগঞ্জ দুর্গাপুরগামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বুধবার সকাল থেকে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। আইসি ও যুগ্ম বিডিও বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রায় দুঘণ্টা পরে পথ অবরোধ উঠে যায়। কালিয়াগঞ্জের বিডিও বলেন, যাঁদের নাম বাদ গেছে তাঁদের ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

ভোট দিতে পারবেন কিনা তা নিয়ে বাড়ছে দুশ্চিন্তা! ট্রাইব্যুনালের আবেদনে কৃষ্ণনগরে উপচে পড়ছে ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৮ এপ্রিল ঃ যে সমস্ত মানুষের এসআইআরে নাম বাদ দিয়েছে তাদেরকে ট্রাইবুনালে আবেদন করার জন্য এর আগেই সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন নদীয়া জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসক। এদিন কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে দেখা গেল অসংখ্য মানুষের ভিড় ট্রাইব্যুনালে নাম নথিভুক্ত করার জন্য। একাধিক মানুষের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রশ্ন, এবছর ভোট দিতে পারবেন কিনা কিংবা নাগরিকত্ব থাকবে কিনা তাই নিয়েই তাদের মধ্যে রয়েছে একাধিক প্রশ্ন। তারপরই কেউ জানাচ্ছেন, তার পরিবারে সকলের নাম থাকলেও পরিবারের একজন সদস্যের নাম বাদ দিয়েছে, যার জন্য পরিবারে এক সদস্যের মৃত্যু হওয়ার পরেও সাদা বস্ত্র করেই আসতে হয়েছে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করার জন্য। অনেকে জানাচ্ছেন এসআইআরে সমস্ত নথিপত্র জমা দেওয়া সত্ত্বেও পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যের নাম বাদ গিয়েছে। অধিকাংশ মানুষেরই মনের মধ্যে সংশয় প্রকাশ করছেন নিজেদের ভবিষ্য নিয়ে। প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লে কীভাবে ট্রাইবুনালে আবেদন করা যাবে, তা ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিশদে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নাম বাদ পড়লে অনলাইন এবং অফলাইন- দুই মাধ্যমেই পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা যাবে। অনলাইনে কমিশনের ওয়েবসাইটে (voter.eci.gov.in) গিয়ে ‘সাবমিট অ্যাপিল্স ফর ইন্ডিভিজুয়াল্স’ নামের ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। সেখানে আবেদন জানাতে পারবেন ভোটারেরা।

লাচেনে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারকাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, গ্যাংটক, ৮ এপ্রিল ঃ সিকিমের লাচেনে আটকে পড়া প্রায় এক হাজার পর্যটককে উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে তাঁদের উদ্ধার করতে শুরু করেছে ভারতীয় সেনা ও বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন। তারেম চু এলাকার যে অংশে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তা সারিয়ে ফেলা হয়েছে বলে সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর। জানানো হয়েছে, লাচেন-ডংকিয়া-শিবমন্দির-জিরো পয়েন্ট- ইয়ুমথাং করিডর দিয়ে ছোট ছোট দল করে পর্যটকদের সরিয়ে আনা হচ্ছে। মঙ্গনের জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার উদ্ধারকাজ পরিদর্শন করছেন। উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত সিকিম। গত রবিবার চুংথাও থেকে লাচেনে যাওয়ার পথে তারেম চু নদীর উপরে তৈরি সেতুর কাছে প্রায় একশো মিটার সড়ক ধসে নীচে নেমে যাওয়ায় লাচেনে আটকে পড়েন কয়েকশো পর্যটক। সোমবার পর্যটকদের লাচেন থেকে ডংকিয়া লা পাস, জিরো পয়েন্ট, লাচুং হয়ে গ্যাংটকে ফেরানোর পরিকল্পনা হলেও, দিনভর ডংকিয়া লা এলাকায় তুষারপাতের জেরে পর্যটকদের ফেরাতে পারেনি মঙ্গন জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার সকালে রোদ উঠতেই বাড়ি ফেরার আশায় ছিলেন পর্যটকরা। কিন্তু সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ফের বৃষ্টি এবং তুষারপাত শুরু হওয়ায় লাচেনে আটকে থাকা পর্যটকদের গ্যাংটকে ফেরার আশা মাটি হয়ে যায়। যদিও, বুধবার সকাল থেকে তাঁদের উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে।

অবৈধ কাঠ পাচার রুখতে গিয়ে আক্রান্ত বনকর্মী, বুদবুদে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৮ এপ্রিল ঃ অবৈধ গাছ পাচারের অভিযোগে হানা দিতে গিয়ে বুদবুদের চাকতেঁতুল এলাকায় আক্রান্ত হলেন দুই বনকর্মী। তাঁদের গাছে বেঁধে মারধরের অভিযোগ উঠেছে একটি কাঠকলের মালিক ও কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বনবিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকায় একটি সেকেন্ডারি কাঠকলে অবৈধভাবে গাছ কেটে মজুতের অভিযোগ ছিল। সেই সূত্রে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কসবা বিটের দুই বনকর্মী হানা দিতে গেলে তাঁদের আটক করে কাঠকলের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, সেখানে তাঁদের বেঁধে মারধর করা হয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বনবিভাগের আধিকারিকরা সক্রিয় হন। পানাগড় রেঞ্জের আধিকারিক সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সংশ্লিষ্ট কাঠকলটির বিরুদ্ধে আগেই অবৈধ কাঠ মজুতের অভিযোগে নোটিশ জারি করা হয়েছিল। এবার সরকারি কাজে বাধা ও বনকর্মীদের উপর হামলার ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে। তিনি জানান, পুলিশকে ঘটনাটি জানানো হয়েছে এবং আক্রান্ত কর্মীদের উদ্ধারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বুদবুদ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ঝাড়গ্রামে ভোটার তালিকা যাচাইয়ে বাদ ১,২৪০ নাম, প্রভাব নিয়ে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৮ এপ্রিল ঃ ভোটার তালিকা সংশোধনের যাচাই প্রক্রিয়া শেষে ঝাড়গ্রাম জেলায় ১ হাজার ২৪০ জনের নাম বাদ পড়েছে। অন্য জেলার তুলনায় এই সংখ্যা কম বলেই জানা গেছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বাদ যাওয়ার হার কম হওয়ায় নির্বাচনের ফলাফলে বড় প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কম, তবে শাসক শিবির কিছুটা সুবিধা পেতে পারে। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, জেলায় মোট ৬ হাজার ৬৮২ জনের নাম বিচারাধীন তালিকায় ছিল। তার মধ্যে ৫ হাজার ৪৪২ জনকে যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ১ হাজার ২৪০ জনকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে, যা মোটের প্রায় ১৮.৬ শতাংশ। প্রশাসনের দাবি, নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির লক্ষ্যে এই যাচাই প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে রাজ্যের ২৩টি জেলার জন্য ১৯ টি ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে, যেখানে নাম বাদ পড়া ভোটাররা আবেদন করতে পারবেন। জানা গিয়েছে, জেলায় এখনও পর্যন্ত ৪০ জন অফলাইনে আবেদন জমা দিয়েছেন। জেলা নির্বাচনী আধিকারিক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর জানান, প্রাপ্ত আবেদনগুলির তথ্য যাচাই করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অনলাইনে কতজন আবেদন করেছেন, সেই তথ্য এখনও হাতে আসেনি। তালিকা প্রকাশের পর অনেক ক্ষেত্রেই একই পরিবারের একজনের নাম থাকলেও অন্যজনের নাম বাদ পড়ায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ফলে, বিবেচনাধীন তালিকায় থাকা ভোটারদের ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার-সহ গ্রেফতার ভিন জেলার মাদক পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি শহরকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এক বড়সড় সাফল্য পেয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে ব্রাউন সুগার পাচার করতে আসা এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম শাহজাহান সরকার, যার কাছ থেকে প্রায় ৬০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে এনজেপি থানার পুলিশ এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) তিনবাত্তি মোড় এলাকায় ওৎ পেতে ছিল। তল্লাশি চালানোর সময় অভিযুক্তের ব্যাগ থেকে এই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বাসে করে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে শিলিগুড়িতে এসেছিল। উদ্ধার হওয়া এই মাদক শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল তার। পুলিশ এখন এই পাচারচক্রের মূল নেটওয়ার্ক এবং এর সঙ্গে জড়িত অন্য ব্যক্তিদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে। ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ।

মনোনয়ন জমা দিলেন প্রার্থী অদিতি মুন্সির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ঃ ১১৭ রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অদিতি মুন্সি বুধবার মনোনয়ন জমা দিলেন। বুধবার বেলায় সল্টলেকে উন্নয়ন ভবন থেকে বর্ণাঢ্য মিছিল করে মহকুমা শাসকের দফতরে যান প্রার্থী। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তী। মনোনয়ন জমা করে বেরিয়ে অদিতি জানান, মানুষ উন্নয়নের সঙ্গে রয়েছে। তিনি মানুষের আশীর্বাদ ও সমর্থন পাচ্ছেন। উল্লেখ্য, আগেরবার অদিতি ছিলেন রাজনীতিতে আনকোরা! কিন্তু এবার তিনিই হেভিওয়েট। রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী সঙ্গীতশিল্পী অদিতি মুন্সি ভোট ঘোষণার পর থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন প্রচারে। জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী তিনি।

ফরাক্কায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, মৃত ২ আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৮ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার গভীর রাতে ফরাক্কার বল্লারপুর এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে বেসরকারি ভলভো বাস ও সব্জি বোঝাই ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দু’জনের। মৃতদের নাম ও পরিচয় বুধবার সকাল পর্যন্ত জানা যায়নি । সংঘর্ষের তীব্রতায় দুমড়ে- মুচড়ে গেছে ছোট গাড়িটি এবং ভেঙে চুরমার বাসের সামনের কাচও। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিলিগুড়ি থেকে কলকাতাগামী ভলভো বাসটির সঙ্গে উল্টো দিকের ভুল লেন দিয়ে আসা একটি সব্জিবাহী গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই মারা যান পণ্যবাহী গাড়ির দুই যাত্রী। স্থানীয়দের তৎপরতায় গুরুতর আহত আরও এক যাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। অন্যদিকে ভলভো বাসের কমপক্ষে ১৫ জন যাত্রী আহত হলেও কোনও হতাহতের খবর নেই। দুর্ঘটনার জেরে বুধবার সকাল থেকেই বল্লারপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে তীব্র যানজট তৈরি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরাক্কা থানার পুলিশ। তাদের হস্তক্ষেপে বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ভুল লেন দিয়ে আসার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই অংশে রাস্তার হাল খারাপ। ফলে নিত্য যানজট লেগেই থাকে। সম্ভবত যানজট এড়াতেই সব্জিবাহী গাড়িটি ভুল লেনে ঢুকে পড়েছিল। বেসরকারি বাসের ম্যানেজার মতিউর রহমান জানান, সব্জি ভর্তি গাড়িটি হঠাৎই ভুল লেন ধরে আমাদের বাসের মুখোমুখি চলে আসে। তীব্র সংঘর্ষে গাড়িটি দুমড়ে- মুচড়ে গেছে এবং দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আমাদের বাসের সামনের অংশও ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে ফরাক্কা থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্থ দু’টি গাড়ি আটক করেছে পুলিশ।

কর্মী বিক্ষোভের চাপে ৭ কেন্দ্রে প্রার্থী বদল কংগ্রেসের, নতুন মুখে বাজিমাত ‘হাত’ শিবিরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ এপ্রিল ঃ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে ক্রমশ বাড়তে থাকা চাপা অসন্তোষ ও কর্মী-সমর্থকদের তীব্র বিক্ষোভের জেরে শেষ পর্যন্ত একাধিক কেন্দ্রে প্রার্থী বদল করতে বাধ্য হল কংগ্রেস। দীর্ঘদিন ধরে চলা অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ, স্থানীয় নেতৃত্বের আপত্তি এবং প্রকাশ্যে দলের বিরুদ্ধে যাওয়ার হুঁশিয়ারির প্রেক্ষিতে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে নতুন প্রার্থী ঘোষণা করল ‘হাত’ শিবির। পাশাপাশি এতদিন ঝুলে থাকা হাবড়া আসনেও প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে। বুধবার কংগ্রেসের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, মিনাখাঁ, রায়না, মন্দিরবাজার, কেতুগ্রাম এবং আউশগ্রাম-এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে আগের প্রার্থীদের পরিবর্তে নতুন মুখ আনা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্তের পেছনে মূল কারণ হিসেবে কাজ করেছে নীচু স্তরের কর্মীদের বিক্ষোভ ও অসন্তোষ। বহু ক্ষেত্রেই অভিযোগ উঠেছিল, প্রার্থী বাছাইয়ে স্থানীয় নেতৃত্বের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং বহিরাগতদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মন্দিরবাজার কেন্দ্রের ঘটনাই এই অসন্তোষের প্রকট উদাহরণ। প্রথমে কৌশিক বৈদ্যকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হলেও, এলাকায় দেওয়াল লিখন শুরু হয় চাঁদ সর্দারের নামে। পরে কৌশিক বৈদ্য যখন দলের সদর দপ্তর বিধান ভবনে বি ফর্ম নিতে যান, তখন স্থানীয় নেতৃত্বের তীব্র আপত্তির মুখে তাঁকে সেই ফর্ম দেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত চাপের মুখে নতি স্বীকার করে কংগ্রেস এবং নতুন প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয় চাঁদ সর্দারের নাম। একইভাবে নাকাশিপাড়া কেন্দ্রে গোলাম কিবরিয়া মণ্ডলের পরিবর্তে নতুন প্রার্থী করা হয়েছে তাহির শেখকে। চাপড়ায় রহিদুল মণ্ডলের জায়গায় প্রার্থী হয়েছেন আসিফ খান। মিনাখাঁ কেন্দ্রেও বদল আনা হয়েছে, যেখানে বর্ণালী নস্করের পরিবর্তে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুনয়না বিশ্বাসকে। রায়না কেন্দ্রে অনীক সাহার পরিবর্তে নতুন মুখ পম্পা মালিককে সামনে আনা হয়েছে। কেতুগ্রামে মফিরুল কাশেমের পরিবর্তে প্রার্থী হয়েছেন শেখ আবু বাকার এবং আউশগ্রামে নিশা বড়ালের জায়গায় নতুন প্রার্থী হিসেবে তাপস বড়ালের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে, এতদিন ঘোষণা বাকি থাকা হাবড়া কেন্দ্রেও অবশেষে প্রার্থী ঠিক করেছে কংগ্রেস। সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে প্রণব ভট্টাচার্যকে। তবে তাঁকে নিয়েও দলের অন্দরে অসন্তোষ রয়ে গিয়েছে। স্থানীয় স্তরে অরিজিত ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করার দাবিও জোরালো ছিল বলে জানা গেছে। প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভ ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে। কলকাতার সদর দপ্তরেও সেই অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে বিক্ষোভ চলাকালীন মারধরের ঘটনাও ঘটে এবং এক কর্মীর মাথা ফাটার খবর সামনে আসে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতেই শেষ পর্যন্ত প্রার্থী তালিকায় বড়সড় রদবদল করতে হয় কংগ্রেসকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের মুখে এই ধরনের অভ্যন্তরীণ কোঃদল কংগ্রেসের পক্ষে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যদিও নেতৃত্বের দাবি, নতুন প্রার্থী তালিকা কর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েই তৈরি করা হয়েছে এবং এতে সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে। এখন দেখার, এই পরিবর্তন ভোটের ময়দানে কতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু বাংলাদেশি পাচারকারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মাথাভাঙা, ৮ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের মুখে কোচবিহারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফের বিএসএফের গুলিতে এক পাচারকারীর মৃত্যু হল। মঙ্গলবার রাত আড়াইটা নাগাদ মাথাভাঙা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব নলঙ্গিবাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম আলি মিয়াঁ (৩৫)। তিনি বাংলাদেশের রংপুর জেলার পাটগ্রাম থানার ধবলগুড়ির বাসিন্দা। বুধবার সীমান্ত ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত আড়াইটা নাগাদ পূর্ব নলঙ্গিবাড়ির সাতগ্রাম সীমান্ত চৌকির কাছে কাঁটাতারের বেড়া কেটে ভারত থেকে বাংলাদেশে গরু পাচারের চেষ্টা করছিল একদল দুষ্কৃতী। বিষয়টি বিএসএফ জওয়ানদের নজরে আসতেই তাঁরা বাধা দেন। অভিযোগ, সেই সময় পাচারকারীরা জওয়ানদের ওপর চড়াও হলে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালায় বিএসএফ। গুলিতে ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে দুটি গরুও উদ্ধার করা হয়েছে। খবর পেয়ে ভোরেই মাথাভাঙা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে। বুধবার মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি বাংলাদেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া কেটে অনুপ্রবেশ বা পাচারের চেষ্টা নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও বিএসএফের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, তবুও পাচার বন্ধ হয়নি। তবে ভোটের এই উত্তপ্ত আবহে সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু এবং চাঞ্চল্যকর পাচারের চেষ্টার ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

নোটিশ

ঘোষনা পত্র

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল পেরি মুদি পিতা- রোহিত মুদি সাকিম + পোষ্ট-কোটলুই, থানা-টামনা, জেলা-পুরুলিয়া স্থানিয় বাসিন্দা। সোনাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন ওয়ারিশান সুত্রে প্রাপ্ত মৌজা-কোটলুই এল আর খতিয়ান নং-৩৪, হাল প্লট নম্বর-৪৪৪ পেরি মুদি পরিবর্তে অশ্বিনী মুদি হয়ে যায়।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে পেরি মুদি পরিবর্তে অশ্বিনী মুদি করা হইতেছে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিয়া অদ্য হইতে ৭ দিনের মধ্যে BL& LRO অফিসে উপযুক্ত প্রমান সহ যোগাযোগ করুন।

ইতি

Sanjib Kumar Patra
(Advocate)
Enrolment No. 933/2004

ntc industries limited

CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813,
e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

অসাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভা (‘EGM’) আগামী বুধবার, ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে রাত ১১.৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হইবে। ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM)-এর মাধ্যমে-কোনো সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই-৩০ মার্চ ২০২৬ তারিখের নোটিশে বর্ণিত কার্যসূচি নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ (‘আইন’) এবং তদধীনে প্রণীত বিধিবিধানের প্রযোজ্য বিধানাবলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এক্ষেত্রে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২১, ৫ মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে জারিকৃত সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/ ২০২০, ০২/ ২০২১, ২১/ ২০২১, ০২/ ২০২২, ১০/ ২০২২ এবং ০৯/ ২০২৩-এর বিধানাবলিও প্রযোজ্য হবে। এছাড়া, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (‘লিস্টিং রেগুলেশনস’)-এর বিধানাবলিও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক যথাক্রমে ১২ মে ২০২০, ১৫ জানুয়ারি ২০২১, ১৩ মে ২০২২, ৫ জানুয়ারি ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে জারিকৃত সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/ CFD/CMD1/ CIR/P/ 2021/ 11, SEBI/ HO/ CFD/CMD1/CIR/ P/ 2022/ 62, SEBI/ HO/ CFD/POD-2/ P/ CIR/ 2023/4 এবং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/ P/CIR/2023/ 167-এর সাথে পঠিতব্য। এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া। এতদ্বারা শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে যে, ইজিএম -এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সেই সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে, যাঁদের ই-মেইল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (গণ) / রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি-অর্থাৎ, নিশ টেকনোলজিস প্রা. লি. (‘RTA’) / কোম্পানির নিকট নিবন্ধিত রয়েছে।

ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে https://ntcind.com/ wp-content/ uploads/ 2026/ 04/ EGM-Notice 30.03.2026.pdf ঠিকানায় পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, এটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ-অর্থাৎ BSE Limited ও Calcutta Stock Exchange Limited-এর ওয়েবসাইটে যথাক্রমে https://www.bseindia.com এবং https://www.cse-india.com ঠিকানায়ও পাওয়া যাচ্ছে।

কোম্পানি আইন-এর ধারা ১০৮ কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত), ‘ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া’ কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ সভা বিষয়ক সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২) এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর প্রবিধান ৪৪ অনুযায়ী, সদস্যদের জন্য ইজিএম (ইজিএম)-এর নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (VC/OVAM)-এর মাধ্যমে ইজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং ইজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে কোম্পানি ‘ন্যাশানাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড’ (NSDL)-এর সেবা গ্রহণ করেছে। সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে তাঁদের মালিকানাধীন ইকুইটি শেয়ারের অনুপাতে নির্ধারিত হবে এই অধিকার বুধবার, ২২ এপ্রিল ২০২৬ (‘কাট-অফ তারিখ’) তারিখের অবস্থার ভিত্তিতে প্রযোজ্য হবে। শুধুমাত্র সেইসব সদস্যই ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন, যাঁদের নাম উক্ত কাট-অফ তারিখে কোম্পানির ‘সদস্য রেজিস্টার’-এ অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত ‘বেনিফিশিয়াল ওনার্স রেজিস্টার’-এ নথিবদ্ধ রয়েছে।

সদস্যগণ ভিডিও কনফারেন্সিং -এর মাধ্যমে কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় (ইজিএম) যোগদান করতে পারবেন এবং VC সুবিধার মাধ্যমে তাঁদের এই উপস্থিতি আইনের ১০৩ ধারা অনুযায়ী সভার কোরাম বা ন্যূনতম উপস্থিতির সংখ্যা গণনার উদ্দেশ্যে গণ্য হবে। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এবং ভৌত বা কাগজি পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্যগণ-এবং যেসব সদস্য তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি-তাঁরা কীভাবে দূরবর্তী ই-ভোটিং করবেন এবং ইজিএম-এ সরাসরি ভোট প্রদান করবেন, তার বিস্তারিত পদ্ধতি ইজিএম-এর নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি রবিবার, ২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯.০০ ঘটিকায় (IST) শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় (IST) শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে সদস্যগণ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাঁদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। এরপর NSDL কর্তৃক দূরবর্তী ই-ভোটিং ব্যবস্থাটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। যেসব সদস্য VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে ইজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু প্রস্তাবাবলির ওপর দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে আগে ভোট প্রদান করেননি-এবং ভোট প্রদানে অন্য কোনো আইনি বাধা নেই-তাঁরা ইজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কোনো সদস্য একবার কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদান করে ফেললে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হবে না। যেসব সদস্য ইজিএম শুরু হওয়ার আগেই দূরবর্তী ই- ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট প্রদান করে ফেলেছেন, তাঁরাও VC/ OAVM-এর মাধ্যমে ইজিএম-এ যোগদান বা অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে তাঁরা পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না।

যে কোনো ব্যক্তি যিনি ইজিএম-এর নোটিশ প্রেরণের পর কোম্পানির সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন এবং ‘কাট-অফ তারিখ’ অনুযায়ী শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি evoting@nsdl.com অথবা nichetechpl@nichetechpl.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ‘ইউজার আইডি’ এবং ‘পাসওয়ার্ড’ সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, যদি কোনো সদস্য ই-ভোটিংয়ের জন্য NSDL -এর নিকট ইতিমধ্যেই নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য তাঁর বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডই ব্যবহার করতে পারবেন। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা যেন নোটিশে প্রদত্ত ই-ভোটিং সংক্রান্ত এবং ভিডিও কনফারেন্সিং -এর মাধ্যমে ইজিএম-এ অংশগ্রহণের নির্দেশাবলিগুলো মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। পরিচালনা পর্ষদ ইজিএম চলাকালীন এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় ভোটদান কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার লক্ষ্যে, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (ACS নং 53022, CP নং 22964) মিস প্রাচী তোদিকে ‘স্ক্রুটিনাইজার’ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে এবং উক্ত নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে।

শেয়ারহোল্ডারদের কাছে নোটিশ এবং অন্যান্য যোগাযোগ-সংক্রান্ত সুবিধাদি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রেরণের লক্ষ্যে, যেসব সদস্য এখনও তাঁদের ইমেল ঠিকানা বা ব্যাংক হিসাবের বিবরণী নিবন্ধন করেননি, তাঁদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে-ইলেকট্রনিক ফর্মে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে ডিপোজিটরি পার্টনার(গণ)-এর মাধ্যমে ডিপোজিটরির নিকট এবং ভৌত ফর্মে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির RTA-এর নিকট লিখিতভাবে উক্ত বিবরণীগুলো নিবন্ধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ইজিএম-এর তারিখে বা তার পরে, অর্থাৎ শুক্রবার, ১ মে ২০২৬ তারিখে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল, সেই সাথে স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন এবং অন্য কোনো বিস্তারিত তথ্য (যদি থাকে), কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ntcind.com-এ এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে-সেই স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ওয়েবসাইট https://www.bseindia.com/ ও www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে।

রিমোট ই-ভোটিং অথবা ইজিএম-এ ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ থাকলে, অনুগ্রহ করে www.evoting.nsdl.com-এর ‘Downloads’ বিভাগে উপলব্ধ ‘Frequently Asked Questions’ (FAQ) এবং সদস্যদের জন্য ই- ভোটিং ব্যবহার নির্দেশিকা দেখুন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-১০২০-৯৯০-এ যোগাযোগ করুন কিংবা evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠান। বিকল্প হিসেবে, National Securities Depository Limited-এর সিনিয়র ম্যানেজার শ্রী অমিত বিশাল অথবা ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে -এর সাথে তাদের নির্ধারিত ই-মেইল আইডি-amitv@nsdl.com বা pallavid@nsdl.com-অথবা টেলিফোন নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষরিত /-
তানিয়া বনসল
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ৯ এপ্রিল ২০২৬

‘আমরা মজদুর মানুষ!’ নির্বাচকদের বার্তা সামির, পাশে দাঁড়ালেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাঠে বল হাতে আগুন ঝরাচ্ছেন। তবু জাতীয় দলে ডাক নেই। এই জটিল অবস্থার মধ্যে স্পষ্ট বার্তা দিলেন মহম্মদ সামি। সংযমী, কিন্তু তীক্ষ্ণ ভাষায়। আর সেই সুরে সুর মিলিয়ে নির্বাচকদের দিকে আঙুল তুললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। সব মিলিয়ে প্রশ্ন একটাই-টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে সামি ফিরবেন কবে? একটা লাইনেই যেন মনের কথাটুকু বলে দিলেন অভিজ্ঞ পেসার। বাংলায় যার সারমর্ম-আমি শ্রমিকের মতো, কাজ শুধু বল করে যাওয়া। সোশ্যাল মিডিয়া, ‘ফ্যান্সি’ বিতর্ক-এসবের পেছনে ছুটতে নারাজ তিনি। বরং, বঞ্চনার ভুলে জোর দিচ্ছেন পরিশ্রম আর পারফরম্যান্সে। চোট, ওঠানামা-সবই আছে। তা সত্ত্বেও মাটির টান ভুলতে নারাজ। চলতি আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে দুর্দান্ত ছন্দে মহম্মদ সামি। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ২৯-১৮টি ডট বল। এককথায় ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া স্পেল। এর আগে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধেও নিয়ন্ত্রিত বোলিং। তবু জাতীয় দলে ব্রাত্য। এই বৈপরীত্য, স্বাভাবিকভাবে, আলোচনার কেন্দ্র। রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার জার্সিতে ৩৭ উইকেট। গড় ১৬.৭২। সেমিফাইনালে ৮ উইকেট। দল হারলেও নজর কেড়েছেন সামি। তাঁর কাছে ঘরোয়া ক্রিকেট কোনও ব্যাকআপ নয়-এটাই ভিত্তি। স্পষ্ট সুরে জানিয়েছেন, এই রাজ্য তাঁর ‘কর্মভূমি’ সামির কথায়, ‘‘যতদিন খেলতে পারব, বাংলার জন্য খেলব’’। ভণিতা ছাড়া নিপাট প্রতিশ্রুতি। গোটা ইস্যু নিয়ে সরব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সাফ বক্তব্য-সামিকে টিম ইন্ডিয়ায় ফেরাতেই হবে। তিনি বলেন, ‘‘বুমরাহর অন্য প্রান্তে ওর মতো বোলারই দরকার।’’ হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে স্পেলকে ‘অবিশ্বাস্য’ বলেও প্রশংসা করেছেন সৌরভ। পাশাপাশি ফিটনেস নিয়েও নিশ্চিত-সামি এখন শারীরিকভাবে সেরা অবস্থায়। মনে করছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। এবার সামনে কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্যাচ। ইডেন গার্ডেনসে। এই মাঠে নিশ্চিতভাবে সামি বাড়তি সুবিধা পাবেন। পিচ, কন্ডিশন-সবই চেনা। নিজেই বলেছেন, ‘‘লোকাল হিসেবে আমার একটা অ্যাডভান্টেজ থাকবেই!’’ সব মিলিয়ে, মাঠে পারফরম্যান্স আর মাঠের বাইরের বার্তা-দু’দিকেই এখন আলোচনার কেন্দ্রে মহম্মদ সামি। ফর্ম আছে, আছে সমর্থনও। এখন দেখার-নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত কবে বদলায়।

‘ওকে অপেক্ষায় রেখো না’ নির্বাচকদের উদ্দেশে বার্তা ইরফানের

গুয়াহাটি, ৮ এপ্রিলঃ আর দেরি নয়, অবিলম্বে বৈভব সূর্যবংশীকে জাতীয় দলে সুযোগ দেওয়ার দাবি জানালেন ইরফান পাঠান। মঙ্গলবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত বিধ্বংসী ইনিংস দেখে মুগ্ধ ভারতের প্রাক্তন তারকা। ১১ ওভারের ম্যাচের শুরুটা দারুণ করেন বৈভব। যশপ্রীত বুমরার বলে দুটো ছয়ে অভিভূত বিশেষজ্ঞ থেকে প্রাক্তনরা। পাঠান তাঁকে ‘নিয়তির সন্তান’ এর অ্যাখ্যা দেন। একইসঙ্গে জানান, বর্তমানে সাদা বলের ক্রিকেটে যেভাবে খেলছে বৈভব, তেমন তিনি আগে কখনও দেখেননি। ইউ টিউব চ্যানেলে ইরফান বলেন, ‘‘সূর্যবংশী নিয়তির সন্তান। সাদা বলের ক্রিকেটে মাত্র ১৫ বছর বয়সে যা করছে, আমার মনে হয় না আমরা আগে কখনও দেখেছি।’’ ম্যাচের আগে বৈভব জানান, বুমরার বিরুদ্ধে খেলার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। যা শুনে অবাক ইরফান। বিস্ময় বালকের ভয়ডরহীন মনোভাবের প্রশংসা করেন। ইরফান বলেন, ‘‘১৫ বছরের ওয়ান্ডার কিড বলে, যশপ্রীত বুমরার জন্য অপেক্ষা করছি। আগের বছর আমি ওর বলে আউট হয়েছি। আমি এই বছর ওকে মারব। কথা মতো, প্রথম বলেই বুমরাকে ছয় মারে।’’ সূর্যবংশীর মনোভাবের প্রশংসা করেন ভারতের প্রাক্তনী। দাবি করেন, ১৫ বছরের তরুণ বুমরার পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়। এই প্রসঙ্গে ইরফান বলেন, ‘‘বুমরার কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। স্লোয়ারে যেভাবে মুভ করে, ভারতীয় পেসারকে ভাবিয়ে তোলে। সাদা বলের ক্রিকেটে বুমরার মতো কোনও বোলার নেই ভারতের। তাঁর বিরুদ্ধেই এমন ব্যাটিং করে।’’ বৈভবকে অপেক্ষায় না রাখার আর্জি জানান পাঠান। বরং, দ্রুত জাতীয় দলে সুযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। ইরফান বলেন, ‘‘এই ছেলেটাকে বেশিদিন অপেক্ষায় রেখো না। ওকে ভারতের টুপি দাও। ও ২০ বছর পেশাদার ক্রিকেট খেলতে পারবে। ও বোলারদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে পারে।’’ প্রসঙ্গত, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের পর আইপিএলের শুরুতেই ধামাকা বৈভব সূর্যবংশীর। এর আগে এবিস্ময় বালকের হয়ে ব্যাট ধরেন মাইকেল ভন। বিসিসিআইকে বিশেষ বার্তা দেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক। ভারতের সিনিয়র দলে বৈভবকে সুযোগ দেওয়া নিয়ে সওয়াল তোলেন। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের ৮ উইকেটে জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ১৫ বছরের ক্রিকেটার। ১২৭ রানে শেষ হয়ে যায় চেন্নাইয়ের ইনিংস। রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ১৭ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলেন বৈভব। তরুণ ক্রিকেটারের এই পারফরম্যান্সের পর আসন্ন ইংল্যান্ড সিরিজে বৈভবকে সিনিয়র দলে সুযোগ দেওয়ার জন্য আর্জি জানান ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক। দাবি করেন, একাধিকবার নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি।

হাভার্টজের শেষের গোলে আর্সেনালের জয়

ঘরোয়া ভিন্ন দুই প্রতিযোগিতায় সবশেষ দুই ম্যাচেই হার, এবার ইউরোপ সেরার মঞ্চেও নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে পারল না আর্সেনাল। তবে, শেষ মুহূর্তের গোলে কোনোমতে জিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে একটু এগিয়ে রইল মিকেল আর্তেতার দল।

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ৮ এপ্রিলঃ লিসবনে মঙ্গলবার রাতে স্পোর্তিংয়ের বিপক্ষে কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে ১-০ গোলে জিতেছে ইংলিশ ক্লাবটি। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নেমে যোগ করা সময়ে গোলটি করেছেন কাই হাভার্টজ। ম্যাচে প্রায় ৫৬ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য সাতটি শট নিয়ে চারটি লক্ষ্যে রাখতে পারে আর্সেনাল। স্পোর্তিংয়ের ১১ শটের পাঁচটি লক্ষ্যে ছিল। লিগ কাপের ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ২-০ গোলে হারের হতাশা নিয়ে সবশেষ আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতিতে যায় আর্সেনাল, এরপর মাঠে ফেরার ম্যাচে দ্বিতীয় স্তরের দল সাউথ্যাম্পটনের বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরে এফএ কাপের কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে বিদায় নেয় তারা। ঘরের মাঠে শুরুটা ভালো করে স্পোর্তিং। ষষ্ঠ মিনিটে এগিয়েও যেতে পারত তারা। নিজেদের অর্ধ থেকে সতীর্থের পাস পেয়ে অফসাইডের ফাঁদ এড়িয়ে এগিয়ে যান মাক্সিমিলিয়ানো আরাউহো। বক্সে ঢুকে তার জোরাল শট গোলরক্ষক দাভিদ রায়ার হাত ছুঁয়ে ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। দশম মিনিটে আরেকটি সেভ করেন এই রায়া। প্রথমার্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারেনি আর্সেনাল। এই অর্ধে তারা লক্ষ্যে একমাত্র শটটি রাখতে পারে ৪২তম মিনিটে, তবে গোলরক্ষক বরাবর শট করেন মার্টিন ওদেগোর। ৬৩তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে চমৎকার শটে বল জালে পাঠান আর্সেনালের মার্তিন সুবিমেন্দি, কিন্তু আক্রমণের শুরুতে ভিক্তর ইয়োকেরেশ অফসাইডে থাকায় গোল মেলেনি। ৮৭তম মিনিটে আরেকবার দলকে বাঁচান রায়া। এবার কাছ থেকে লুইস সুয়ারেজের প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে দেন এই স্প্যানিশ গোলরক্ষক। দুই মিনিট যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে চমৎকার ফিনিশিংয়ে আর্সেনালকে গোল এনে দেন ৭০তম মিনিটে মাঠে নামা হাভার্টজ। গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির ক্রস বক্সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন জার্মান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। আগামী বুধবার আর্সেনালের মাঠে হবে ফিরতি লেগ।

অনীশের কাছে হেরে প্রায় ছিটকে গেলেন প্রজ্ঞানন্দ

সংবাদ সংস্থা, পিজিয়া, ৮ এপ্রিলঃ জমে উঠছিল লড়াই। কিন্তু একটা ভুলেই বদলে গেল ছবিটা। ক্যান্ডিডেটস দাবা টুর্নামেন্টের অষ্টম রাউন্ডে বড়সড় ধাক্কা খেলেন আর প্রজ্ঞানন্দ। অনীশ গিরির বিরুদ্ধে হার মানতে হল। আর এই পরাজয়ের জেরে কার্যত শীর্ষ লড়াই থেকে ছিটকে যাওয়ার মুখে ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। ম্যাচটা শুরুতে না পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে, না একেবারে ছন্দহারা প্রজ্ঞা। কালো ঘুঁটি নিয়ে ভিয়েনা ভ্যারিয়েশন খেলেন। প্রতিপক্ষ অনীশ ধীরে ধীরে চাপ তৈরি করলেও প্রজ্ঞা তা সামলে নেন। খেলা প্রায় সমতায় ফিরেছিল। ঠিক তখনই বিপর্যয়। ৩৫তম চালে ছোট ভুল। যার সুযোগ নিয়ে গিরি দ্রুত আক্রমণে যান। তারপর আর ফেরার রাস্তা ছিল না। সামান্য কয়েক চালেই ম্যাচ শেষ। এই নিয়ে চলতি টুর্নামেন্টে দ্বিতীয়বার পরাজিত হলেন প্রজ্ঞানন্দ। ৮ রাউন্ড শেষে তাঁর পয়েন্ট ৩.৫। যৌথভাবে চতুর্থ স্থানে। শীর্ষে উজবেক দাবাড়ু জাভোখির সিন্দারভ। তাঁর থেকে প্রজ্ঞা আপাতত ২ পয়েন্ট পিছিয়ে। বাকি মাত্র ৬ রাউন্ড। এই ব্যবধান মেটানো প্রায় অসম্ভব। যে কারণে শীর্ষে ওঠার আশা কার্যত ক্ষীণ। ক্যান্ডিডেটসে এই মুহূর্তে অপ্রতিরোধ্য সিন্দারভ। একচুল ভুল করছেন না।

বাংলার ফুটবলে ভিএআর এলে স্বচ্ছতা বাড়বে নাকি কমবে খেলার গতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ এপ্রিলঃ ভিডিও অ্যাসিস্টেন্ট রেফারি (ভিএআর)) এলে কি বদলাবে বাংলা ফুটবল? এই প্রশ্নটা এখন ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। বিশ্ব ফুটবলে ভিএআর ইতিমধ্যেই এক বড় পরিবর্তনের সূচনা করেছে। কিন্তু বাংলার ফুটবলে এর প্রয়োগ কতটা বাস্তবসম্মত এবং কতটা কার্যকর হতে পারে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। প্রথমেই বুঝতে হবে ভিএআর আসলে কী। এটি এমন একটি প্রযুক্তি, যেখানে ম্যাচ চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেমন গোল, পেনাল্টি, লাল কার্ড বা ভুল পরিচয়, পুনর্বিবেচনা করা হয় ভিডিও ফুটেজের সাহায্যে। ফলে মানবিক ভুল কমানো সম্ভব হয়। বাংলার ফুটবলে, বিশেষ করে কলকাতা ময়দানে, রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেই ভুল সিদ্ধান্ত ম্যাচের ফলাফল বদলে দিয়েছে। এই জায়গায় ভিএআর নিঃসন্দেহে স্বচ্ছতা আনতে পারে। তবে বাস্তব চিত্রটা এতটা সহজ নয়। প্রথম সমস্যা হলো অবকাঠামো। ভিএআর চালু করতে হলে উচ্চমানের ক্যামেরা, রিপ্লে সিস্টেম, আলাদা টেকনিক্যাল টিম এবং প্রশিক্ষিত রেফারির প্রয়োজন। কলকাতার বড় ম্যাচগুলোতে এই ব্যবস্থা করা সম্ভব হলেও, পুরো বাংলা জুড়ে সব লিগে এটি প্রয়োগ করা কঠিন। বিশেষ করে কলকাতা ফুটবল লিগ-এর মতো প্রতিযোগিতায় অনেক ম্যাচ ছোট মাঠে বা সীমিত সুবিধায় অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, খরচ একটি বড় বাধা। ভিএআর প্রযুক্তি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ক্লাবগুলোর আর্থিক অবস্থা এবং আয়োজকদের বাজেটের কথা মাথায় রাখলে, এই বিনিয়োগ সবসময় সম্ভব নয়। ফলে প্রশ্ন ওঠে-বাংলা ফুটবলের বর্তমান কাঠামোয় ভিএআর আদৌ বাস্তবায়নযোগ্য কি না। তৃতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো খেলার গতি। অনেক সময় দেখা যায়, ভিএআর ব্যবহারের ফলে খেলা থেমে যায় এবং দর্শকদের আগ্রহে সাময়িক ভাটা পড়ে। ময়দানের আবেগ, গ্যালারির চিৎকার-এসবই বাংলা ফুটবলের প্রাণ। ভিএআর এলে সেই স্বতঃস্ফূর্ততা কিছুটা কমে যেতে পারে বলেও অনেকের মত। এ বিষয়ে বাংলা থেকে ফিফার একমাত্র প্রাক্তন রেফারি প্রাঞ্জল ব্যানার্জি বলেছেন বাংলার ফুটবলে ভিএআর চালু হলে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হবে স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে। বহু সময় দেখা যায়, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে গোল বা পেনাল্টি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। ভিএআর থাকলে এই ধরনের বিতর্ক অনেকটাই কমে আসবে। বিশেষ করে মোহন বাগান সুপার জায়ান্ট বনাম ইস্ট বেঙ্গল এফসি-এর মতো হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে এটি অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। তবে তিনি সতর্কও করেছেন। তাঁর কথায়, ভিএআর ব্যবহারের জন্য যে পরিকাঠামো দরকার, তা বাংলার সব স্তরের ফুটবলে এখনও নেই। উচ্চমানের ক্যামেরা, রিপ্লে সিস্টেম এবং প্রশিক্ষিত টেকনিক্যাল টিম ছাড়া ভিএআর কার্যকরভাবে চালানো সম্ভব নয়। কলকাতা ফুটবল লিগ-এর মতো প্রতিযোগিতায় সব ম্যাচে এই সুবিধা দেওয়া এখনই কঠিন। তবে ইতিবাচক দিকও কম নয়। বড় ম্যাচে, বিশেষ করে মোহন বাগান সুপার জায়ান্ট বনাম ইস্ট বেঙ্গল এফসি ডার্বির মতো হাই-ভোল্টেজ লড়াইয়ে ভিএআর বড় ভূমিকা নিতে পারে। বিতর্কিত সিদ্ধান্ত কমবে, খেলোয়াড়দের মধ্যে অযথা উত্তেজনা কমবে, এবং ম্যাচ আরও ন্যায্যভাবে পরিচালিত হবে। এতে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তাল মেলাতেও সুবিধা হবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রেফারিদের মানোন্নয়ন। ভিএআর থাকলে রেফারিরা নিজের সিদ্ধান্ত যাচাই করার সুযোগ পাবেন, যা তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং দীর্ঘমেয়াদে রেফারিংয়ের মান উন্নত করবে। সব দিক বিচার করলে বলা যায়, ভিএআর বাংলা ফুটবলে অবশ্যই পরিবর্তন আনতে পারে, কিন্তু তা ধীরে ধীরে এবং পরিকল্পিতভাবে করতে হবে। প্রথমে ব। টুর্নামেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা যেতে পারে। পরে সফল হলে ধাপে ধাপে অন্যান্য প্রতিযোগিতায় প্রসার ঘটানো সম্ভব। অতএব, ভিএআর কোনো ম্যাজিক সমাধান নয়, তবে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা গেলে এটি বাংলা ফুটবলকে আরও আধুনিক, স্বচ্ছ এবং প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে পারে।

এক যুগ পর রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে এগিয়ে রইল বায়ার্ন

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ৮ এপ্রিলঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে ২-১ গোলে জিতেছে সফরকারীরা। লুইস দিয়াস ও হ্যারি কেইনের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, ব্যবধান কমান কিলিয়ান এমবাপে। মঙ্গলবার রাতের এই হাইভোল্টেজ ম্যাচে লড়াই হয়েছে সমানে সমানে। দুই দলই সুযোগ নষ্ট করেছে অসংখ্য, নয়তো স্কোরলাইন বড় হতে পারতো আরও। বল দখলে সামান্য পিছিয়ে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। তবে দুই দলই গোলের জন্য শট নিয়েছে ২০টি করে। রিয়ালের ৯টি শট লক্ষ্যে ছিল, বায়ার্নের আটটি। এক যুগেরও বেশি সময় পর রিয়ালের বিপক্ষে জয়ের দেখা পেল বায়ার্ন। এর আগে তারা মাদ্রিদের দলটির বিপক্ষে সবশেষ জিতেছিল ২০১১-১২ আসরে, সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে, ২-১ গোলে। সেবার ফিরতি লেগে রিয়ালও একই ব্যবধানে জয়ের পর, টাইব্রেকারে জিতে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। ওই আসরে চ্যাম্পিয়নও হয় তারা। এরপর স্প্যানিশ ক্লাবটির বিপক্ষে জয়ের পথটাই যেন ভুলে গিয়েছিল বায়ার্ন, আরও চারবার নকআউটে দেখায় মোট আট ম্যাচ খেলে জিততে পারেনি একটিও (রিয়াল জেতে ছয়টি, দুটি ড্র)। সেই গেরো এবার কাটাতে পারল জার্মান চ্যাম্পিয়নরা। অষ্টম মিনিটে রিয়ালের ডি-বক্সে ফেদেরিকো ভালভের্দের হাতে বল লাগলে পেনাল্টির আবেদন করে বায়ার্ন তবে হাত শরীর সোজা থাকায় রেফারি সাড়া দেননি। পরের মিনিটে আরেক দফা বেঁচে যায় আয়োজকরা। গোলমুখে একদম ফাঁকায় বল পেয়ে যান উপামেকানো, গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিন আগেই ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কিন্তু ঠিকমতো শট নিতে পারেননি বায়ার্ন ডিফেন্ডার। গোললাইন থেকে কোনোমতে ক্লিয়ার করেন আলভারো কাররেয়াস। পরের কয়েক মিনিটে পাল্টা আক্রমণে দারুণ দুটি সুযোগ তৈরি করে রিয়ালও। ষোড়শ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপের শট পা দিয়ে আটকানোর দুই মিনিট পর, ভিনিসিউস জুনিয়রের জোরাল শট ঝাঁপিয়ে রুখে দেন মানুয়েল নয়ার। গত শনিবার লা লিগায় মায়োর্কার বিপক্ষে হারের ম্যাচে রিয়ালের রক্ষণের দুর্বলতা ছিল স্পষ্ট। এখানে ২৮তম মিনিটে আরও বড় ভুলে গোল হজম করতে যাচ্ছিল দলটি। ডি-বক্সেই লুনিনের পাস ধরে কী বুঝে ব্যাকপাস দেন ১৮ বছর বয়সী মিডফিল্ডার থিয়াগো, যখন গোলরক্ষকের সামনেই ছিলেন সের্গে জিনাব্রি। বায়ার্ন ফরোয়ার্ড তড়ি প্রথম ছোঁয়ায় শটও নেন, তবে গোলরক্ষককে ফাঁকি দিতে পারেননি তিনি। হাফ ছাড়ে রিয়াল। ওখান থেকে দ্রুত প্রতি-আক্রমণ শাণায় তারা। ডি-বক্সে সতীর্থের পাস পেয়ে কোনাকুনি শট নেন এমবাপে এবং আরেকটি দারুণ সেভ করেন ৪০ বছর বয়সী নয়ার। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের জমজমাট লড়াইয়ে ডেডলক ভাঙে ৪১তম মিনিটে। জিনাব্রির ছোট থ্রু পাস ডি-বক্সে ধরেই নিখুঁত শটে লুনিনকে পরাস্ত করেন দিয়াস। বিরতির পর খেলা পুনরায় শুরু হতেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে বায়ার্ন। মাঝমাঠে রিয়ালের থেকে পজেশন কেড়ে নিয়ে দ্রুত আক্রমণ শাণায় সফরকারীরা এবং মাইকেল ওলিসের পাস ডি-বক্সের বাইরে ফাঁকায় পেয়ে প্রথম ছোঁয়ার শটে ঠিকানা খুঁজে নেন কেইন। চোট কাটিয়ে ফেরা ইংলিশ তারকার মরসুমে গোল হলো ৪১ ম্যাচে ৪৯টি। এর মধ্যে ১১টি এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। দ্বিতীয় গোল খেয়ে যেন রিয়ালের আত্মবিশ্বাস নড়ে যায়। ৫৭তম মিনিটে আবার বিপজ্জনক সীমানায় পজেশনও হারায় তারা। বল কেড়ে নিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে শট নেন কেইন, পা বাড়িয়ে কোনোমতে আটকান ভালভের্দে। একটু পর মাঠের অন্য পাশে রক্ষণে গড়বড় হয়, উড়ে আসা বল ক্লিয়ার করতে হেডে নয়ারকে বাড়ানোর চেষ্টা করেন উপামেকানো কিন্তু হয়নি ঠিকঠাক। বল পেয়ে যান ভিনিসিউস, তবে পাশের জালে মেরে হতাশা বাড়ান তিনি। কয়েক মিনিটের মধ্যে নিশ্চিত দুটি সুযোগ নষ্ট করেন এমবাপে। ৬৬তম মিনিটে তার শট দারুণ ক্ষিপ্রতায় আটকে দেন নয়ার, দুই মিনিট পর দুরূহ কোণ থেকে ফরাসি ফরোয়ার্ডের শট হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট। অনেক ব্যর্থতার পর, অবশেষে ৭৪তম মিনিটে সাফল্যের দেখা পায় রিয়াল। ম্যাচে প্রথমবার পরাস্ত হন নয়ার। ট্রেন্ট-অ্যালেকজ্যান্ডার আর্নল্ড গোলমুখে দুর্দান্ত ক্রস বাড়ান, আর পা বাড়িয়ে বল লক্ষ্যে পাঠান এমবাপে। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এমবাপের গোল হলো ১৪টি, মরসুমে সব মিলিয়ে হলো ৩৯টি, ৩৭ ম্যাচে। ওই গোলে যেন ঘুমন্ত এক শহর জেগে ওঠে। ফিরে পাওয়া আত্মবিশ্বাসে রিয়ালও বারবার আক্রমণে উঠতে থাকে। ভিনিসিউস-এমবাপের প্রতিটি শটে বা।ছিল গ্যালারির সাদা অংশের গর্জন। নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট বাকি থাকতে ডি-বক্সে ফাঁকায় বল পান জামাল মুসিয়ালা, কিন্তু তার দুর্বল শট লক্ষ্যে থাকেনি। পরের মিনিটে এমবাপের আরেকটি শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় রিয়ালকে। আগামী বুধবার আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় মাঠে গড়াবে ফিরতি লেগ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com